উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD


সেনসেক্স : ৮৩,৯৫২.১৯ (+৪৮৪.৫৩)
নিফটি : ২৫,৭০৯.৮৫ (+১২৪.৫৫)

**সমীক্ষা নভেম্বরে**
গোটা দেশে জনগণনা হবে ২০২৭-এ। তার আগে প্রতিটি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের কিছু নির্দিষ্ট এলাকায় পরীক্ষামূলক সমীক্ষা হবে। এই সমীক্ষা চলবে ১০ নভেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত। ৯

**জুলাই সনদে সই নেই এনসিপি'র**
বহু টানাপোড়েনের পর জুলাই সনদে বিএনপি, জামায়াতে সহ বাংলাদেশের ২৫টি রাজনৈতিক দল স্বাক্ষর করেছে। তবে যাদের দাবি মেনে সনদ সেই এনসিপিই এতে সই করেনি। ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

| মালদা | | রায়গঞ্জ | | বালুরঘাট | | শিলিগুড়ি | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ ৩৩° | সর্বনিম্ন ২২° | সর্বোচ্চ ৩৩° | সর্বনিম্ন ২২° | সর্বোচ্চ ৩৩° | সর্বনিম্ন ২৩° | সর্বোচ্চ ৩৩° | সর্বনিম্ন ২০° |

**সর্বোচ্চ অঙ্কে**
টানা তিনদিনের উত্থানে এক বছরের সর্বোচ্চ অঙ্কে পৌঁছাল সেনসেক্স ও নিফটি। যথাক্রমে ৮৪১৭২ এবং ২৫৭৮১.৫০ পয়েন্টে পৌঁছে নয়া রেকর্ড হয়েছে। ৯


৩১ আশ্বিন ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 18 October 2025 Saturday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 148

# খাসজমি দখল রুখলেন কর্তা

সৌরভকুমার মিশ্র

**হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৭ অক্টোবর :** দীর্ঘদিন ধরে হরিশ্চন্দ্রপুরে খাসজমি দখলে তৎপর জমি মাফিয়ারা। জাতীয় সড়ক থেকে শুরু করে রাজ্য সড়কের পাশের এলাকা, সেতুর নীচ এমনকি নদীর চর, বাঁধের রাস্তার দুই ধারের খাসজমি প্রতিনিয়ত দখল হয়ে যাচ্ছে। প্লট করে তা বিক্রি হচ্ছে বলে অভিযোগ। এবার হরিশ্চন্দ্রপুরের গড়গড়ি গ্রামের স্টেশন রোড এলাকায় টিনের বেড়া দিয়ে খাসজমি দখল করে ভবন নির্মাণ শুরু হয়। খবর পেয়ে অভিযান চালান হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লক ভূমি সংস্কার আধিকারিক। বৃহস্পতিবার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে অভিযানে গিয়ে দেখতে পান, রাস্তার পাশে থাকা খাসজমি টিন দিয়ে ঘিরে ভবন নির্মাণের জন্য পিলার তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। সেই মুহূর্তে ভূমি সংস্কার আধিকারিক উদয়শংকর ভট্টাচার্যের নির্দেশে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। ওই জমি দখলের সঙ্গে যারা যুক্ত হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তদন্তে নেমেছে। তবে এখনও পর্যন্ত কাউকেই পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

ভূমি সংস্কার আধিকারিক বলেন, 'আমরা খবর পেয়ে ওই এলাকায় গিয়ে জমি দখল আটকে দিয়েছি। ওই জমি ঘিরে নির্মাণকাজ চলছিল। সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ওই কাজে যুক্ত থাকায় বেশ কয়েকজনের নামে আমরা থানায় অভিযোগ করেছি।'

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যর স্বামী তথা আদিবাসী ইউনিটির সদস্য হরতাল ওরাওঁ জানান, এই এলাকায় সরকারের অধীনে থাকা খাসজমির পরিমাণ প্রচুর। এর আগে খাসজমি লেনদেনে জমি মাফিয়াদের হস্তক্ষেপ আদিবাসীরা রুখে দিয়েছিল। প্রশাসনের তৎপরতায় এলাকার বেশ কিছু খাসজমিতে সরকারি ভবন নির্মাণ হয়েছে। আইসিডিএস, কমিউনিটি হল সহ একাধিক প্রকল্প তৈরি হয়েছে। তিনি বলেন, 'সম্প্রতি এলাকার কিছু জমি মাফিয়া এই খাসজমি দখল করতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। বেশ কয়েকবার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে গণ্ডগোলও হয়েছে। আমরা বাধা দিয়েছি। আমরা আশা করব সরকারি জমি দখল রুখতে প্রশাসন আরও তৎপর হবে।'

বেশ কয়েক বছর ধরে গড়গড়ি এলাকায় থাকা জমি মাফিয়ারা ১০ টাকার স্ট্যাম্প পেপারের মাধ্যমে বিক্রি করছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল। এই নিয়ে মাফিয়াদের সঙ্গে আদিবাসীদের প্রকাশ্যে সংঘর্ষও বাধে।

এরপর বারোর পাতায়

# পাহাড় সমস্যা সমাধানে মধ্যস্থতাকারী

রণজিৎ ঘোষ

**শিলিগুড়ি, ১৭ অক্টোবর :** একটা করে ভোট আসে আর বিজেপি পাহাড়ের ভোট পেতে পৃথক রাজ্য অথবা স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের তাস খেলে। এ অভিযোগ নতুন কিছু নয়। সামনেই বিধানসভা ভোট রয়েছে। তার আগে পাহাড় সমস্যা মেটানো নিয়ে কার্যত নতুন পথে হাঁটল কেন্দ্র। এবার দেশের একজন দুঁদে আইপিএস, একদা জাতীয় নিরাপত্তার দায়িত্ব সামলানো প্রাক্তন অফিসারকে পাহাড় সমস্যা মেটাতে মধ্যস্থতাকারীর দায়িত্বে নিয়ে আসা হল।

বৃহস্পতিবার রাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে প্রাক্তন আইপিএস তথা জাতীয় নিরাপত্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক পঙ্কজকুমার সিংকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পাহাড়-তরাই-ডুয়ার্সের দীর্ঘদিনের দাবি খতিয়ে দেখা এবং কেন্দ্র ও এখানকার রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সমন্বয় রক্ষার কাজ করবেন পঙ্কজকুমার।

এরপর বারোর পাতায়

মহিলাদের দেখা যায় সোনার দোকানের কাউন্টারে, ক্রেতা আর বিক্রেতা হিসেবে। সেই চেনা ছক ভেঙেছেন আলিপুরদুয়ারের, শান্তি আর পুনম। তাঁরা নিজের হাতে গয়না গড়েনও।

# সোনার টুকরো দুই বোন

আমি নারী আমিই পারি

প্রণব সূত্রধর

**আলিপুরদুয়ার, ১৭ অক্টোবর :** শনিবার ধনতেরাস। আর কালীপুজোর একদিন আগে এই ত্রয়োদশীতে গয়নাগাঁটি কেনা এখন বাঙালিদের মধ্যে ব্যাপক ট্রেন্ডিং। তবে কেবল ধনতেরাস কেন, বিয়েবাড়ি হোক বা যে কোনও সামাজিক অনুষ্ঠান, গয়না পরার প্রতি একটা আলাদা আকর্ষণ থাকেই মহিলাদের। কিন্তু গয়নার দোকানে মহিলা স্বর্ণকার দেখেছেন কয়জন? ব্যতিক্রম পুনম দাস ও শান্তিকুমারী দাস। চাপরেরপার গ্রাম পঞ্চায়েতের ধারেয়াহাটের বাসিন্দা এই দুই বোনের গয়নার দোকান রয়েছে। তাঁরা নিজেরাই গয়না গড়েন, নিজেরাই বিক্রি করেন।

*নিজের হাতে নিজস্ব ডিজাইনের গয়না গড়ছেন পুনম। -আয়ুষ্মান চক্রবর্তী*

একশো মিটারের মধ্যে দুই বোনের আলাদা আলাদা দোকান। সেই দোকান অবশ্য খুব বড় অথবা নামী ব্র্যান্ডের দোকানের মতো ঝাঁ চকচকে নয়। দু'বোনের দোকানেই তো কোনও কর্মচারীও নেই। গ্রামীণ এলাকায় লোকজনের হাতে তেমন টাকা থাকে না। পার্বণে বা কোনও সামাজিক উপলক্ষ্যে টুকটাক বিক্রিবাট্টা হয়। বলছিলেন তাঁরা। সোনার গয়নার তুলনায় তাই অপেক্ষাকৃত কম দামের রুপোর গয়নার অর্ডারই আসে বেশি। সংসার সামলে অর্ডার অনুযায়ী অলংকার তৈরি করা থেকে শুরু করে দোকানের যাবতীয় কাজ নিজেরাই করেন।

পুনম ও শান্তির বাবাও ছিলেন স্বর্ণকার। তাঁর কাছেই এই কাজে হাতেখড়ি দুজনের।

এরপর বারোর পাতায়

সাদা চোখে সাদা কথায়

# এসআইআর, মন্দির চর্চায় লঘু উত্তরের বিপর্যয়

গৌতম সরকার

থাকবেন কোথায় গধেয়ারকুঠির দুর্গতরা? চিন্তা করবেন না। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) হলে বিজেপি ক্ষমতায় এসে যাবে।

বিজেপি ক্ষমতায় এলে সব কষ্ট দূর হবে বামনডাঙ্গা-টন্ডুর গৃহহারাদের?

শুভেন্দু অধিকারী বলে গেলেন, বদল হলে বদলাও হবে। সুদে-আসলে বদলা!

বিধ্বস্ত মিরিক পুনর্বাসন, পুনর্গঠন চায়। ঘরবাড়ি ধসে চাপা পড়ে আছে। যোগাযোগের সেতু ভেঙেছে। কী হবে এসবের?

দুশ্চিন্তার কারণ নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আশ্বাস দিলেন, বাংলায় সবচেয়ে বড় শিব পাবে শিলিগুড়ি। মহাকাল মন্দির হবে।

এত বিরাট বিপর্যয়, মানুষকে স্বস্তি দেওয়ার টাকা কোথায়? মুখ্যমন্ত্রী বললেন, কেন্দ্র এক টাকাও দেয়নি। কিন্তু রাজ্য শুরু করে দিয়েছে। ত্রাণ দিচ্ছে অঢেল। ক্ষতিপূরণ দিয়েছে। মৃতদের পরিবারপিছু একজনকে চাকরি দেওয়া হল। ভালো কাজ করেছেন বলে সরকারি কর্মীরা পুরস্কৃত হলেন। উদ্ধারের কাজে দক্ষতা দেখানোয় পুরস্কৃত হচ্ছে কুনকিরাও।

কিন্তু দুর্যোগে বিধ্বস্ত মানুষকে মাথা গোঁজার স্থায়ী আশ্রয় দেওয়ার টাকা কোথায়? যাঁদের জমি নদী খেয়ে নিয়েছে, তাঁদের কী হবে? ভেঙেচুরে তছনছ রাস্তা, বাঁধ, সেতু, পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা ইত্যাদি পুনর্গঠনের জন্য বরাদ্দ কোথায়? শুধু পাহাড়ের জন্য ৯৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ চেয়েছে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)।

এরপর বারোর পাতায়

*ছেলেখেলা।। রোদের তেজ কমতেই গাছের ঝুরি ধরে দোল। বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।*

## তৃণমূল নেতার পুজোর উদ্বোধনে সুকান্ত

# জোড়াফুলে অস্বস্তি

সুবীর মহন্ত

**বালুরঘাট, ১৭ অক্টোবর :** তৃণমূল শহর সভাপতির ক্লাবের কালীপুজোর উদ্বোধন করবেন বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। শহরের প্রাচ্য ভারতী এলাকায় বালুরঘাট স্পোর্টিং ক্লাবে প্রায় ১০ বছর ধরে সভাপতি হিসেবে রয়েছেন আইনজীবী তথা তৃণমূল নেতা সুভাষ চাকি। তিনি বালুরঘাট শহর তৃণমূলের সভাপতিও। সুকান্তর শহরে তৃণমূলকে ঘুরে দাঁড় করাতে তরুণদের পরিবর্তে ওই বর্ষীয়ান নেতার কাঁধেই দলের দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন রাজ্য নেতারা। আর ওই নেতার ক্লাবের উদ্বোধক হিসেবে সুকান্ত মজুমদারের নাম ছড়িয়ে পড়তেই অস্বস্তিতে পড়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। যদিও ওই ক্লাবের সদস্যরা এই বিষয়টিকে শহরের রাজনৈতিক সৌহার্দ্যের নমুনা বলে দাবি করছেন। তবে শহরে যেভাবে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জেরবার হয়ে পড়েছে তৃণমূল, তাতে এই ঘটনা তৃণমূলের শহর সভাপতিকে বিপাকে ফেলবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

গত দুটো বিধানসভা নির্বাচন ও দুটো লোকসভা নির্বাচনে বালুরঘাট বিধানসভা আসনে ক্রমাগত ফল খারাপ করেছে তৃণমূল। গত লোকসভা নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিক সভা করেও জেলায় সুকান্তর জয় আটকাতে পারেননি। গত লোকসভা নির্বাচনে বালুরঘাট শহরে তৃণমূল প্রার্থীর চেয়ে সুকান্ত মজুমদার প্রায় ২৫ হাজার ভোটে এগিয়ে ছিলেন।

তাই এবার বিধানসভা নির্বাচনের আগে শহরে সংগঠনকে গুছিয়ে তুলতে বর্ষীয়ান এবং অভিজ্ঞ সুভাষ চাকিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আর তাঁরই ক্লাবে এবার কালীপুজোর উদ্বোধনে আসছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী।

ইতিমধ্যে এই নিয়ে প্রচার শুরু করে দিয়েছেন ক্লাব সদস্যরা। জানা গিয়েছে, ১৯ অক্টোবর তৃণমূল নেতৃত্বকে দিয়ে এবং পুজোর দিন অর্থাৎ ২০ অক্টোবর সুকান্ত মজুমদারকে দিয়ে উদ্বোধন করানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

*বালুরঘাটে জমজমাট বাজির বাজার। শুক্রবার। ছবি : মাজিদুর সরদার*

সুকান্তর এনিয়ে কোনও বক্তব্য না পাওয়া গেলেও বালুরঘাট বিজেপি শহর মণ্ডল সভাপতি গৌরপ্রসাদ দত্ত বলেন, 'ক্লাবের সদস্যরা সুকান্তকে উদ্বোধনের জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন।

এরপর বারোর পাতায়

UTTAR BANGA KRISHI VISWAVIDYALAYA
Pundibari, Cooch Behar
Notice Inviting Tender (NIT)

Online tenders are being invited from reputed agencies for Supply of Trinocular Microscope, Bed Linens, Solid Door Deep Freezer, Establishment of Mushroom Spawn production unit and Renovation & Repair of 40 Mesh Potato net house. For details please visit www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Registrar (Actg.)

## সোনা ও রুপোর দর

| | |
|---|---|
| পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১৩০৯৫০ |
| পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১৩১৬০০ |
| হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১২৫১০০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি) | ১৭৩৬০০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) | ১৭৩৭০০ |

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

## সেতুর কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডিসিবিএল/১৩/২০২৫/এমএলজি তারিখঃ ১৫-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ডিসিবিএল১৮২০২৫এমএলজি। কাজের নামঃ ২৫টি লোডিং-২০০৮ স্ট্যান্ডার্ড/ভারপ্রাপ্ত অভিযন্তার নির্দেশনা অনুসারে আরডিএসও স্ট্যান্ডার্ড সহিত এসএসই/বিআর/নিউ জলপাইগুড়ির অধীনের ১৭ টি সেতুর পিয়ার এবং এবিউটমেন্টের শক্তির নিরূপণ। আনুমানিক টেন্ডার রাশিঃ ১,৪৮,৮৯,০৭৯.২০/- টাকা। ডাক সুরক্ষা জমাঃ ২,২৪,৫০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ০৭-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.০৫ ঘন্টায় উপ মুখ্য অভিযন্তা/ব্রিজ-লাইন/মালিগাঁও, গুয়াহাটি-৭৮১০১১ (অসম) কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিওয়াই.সিই/ব্রিজ-লাইন/মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

## পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী - চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার/সেলস, পূর্ব রেলওয়ে, ১৭, এন.এস. রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত পূর্ব রেলওয়ের ২০২৫ বর্ষের অক্টোবর মাসের জন্য ই-অকশন কর্মসূচী সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সংশোধনী। বিইএসওয়াই, জামালপুর, হালিসহর, হাওড়া ও শিয়ালদহ-এর ২০২৫ বর্ষের অক্টোবর মাসের জন্য ই-অকশন কর্মসূচিতে নিম্নরূপ কিছু আংশিক পরিবর্তন করা যেতে পারে এবং ডিপো ও ডিভিশনগুলির অন্যান্য তারিখগুলি অপরিবর্তিত থাকবে।

| ডিপো/ডিভিশন | অতিরিক্ত তারিখ |
|---|---|
| হালিসহর ডিপো | ২৪.১০.২০২৫ |
| হাওড়া ডিভিশন | ৩০.১০.২০২৫ |
| শিয়ালদহ ডিভিশন | ৩০.১০.২০২৫ |
| বিইএসওয়াই ডিপো | ৩১.১০.২০২৫ |
| জামালপুর ডিপো | ৩১.১০.২০২৫ |

(STORES-42/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

## স্মরণে

জীতেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী, মৃত্যুদিন-১৮/১০/২০০০ আজকে বাবা, এই নিষ্ঠুর দিনে তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেছো। আশীর্বাদ ধন্য গোপাল। (C/118527)

### Requirement Notice

BCW & TD Deptt, Cooch Behar invites application for contractual engagement of 5 nos. additional Inspector from retired Inspector/ Extensions Officer/ Head Clerk/ UD Clerk of State Government. Last date of submission of hard copy of application 14.11.2025 up to 5.00 P.M. For details visit the Website **https://coochbehar.gov.in** and Notice Board of the undersigned.

**Sd/-**
**District Welfare Officer,**
**Backward Classes Welfare & Tribal Dev.,**
**Cooch Behar**

## অ্যাফিডেভিট

আমি Md Abdul Kader, S/o. Kaulat Sekh, গ্রাম + পোস্ট - গঙ্গাপ্রসাদ, থানা - মোথাবাড়ি, জেলা - মালদা, Pin - 732207. 2002 সালের 47 মানিকচক বিধানসভা কেন্দ্রের Part No. 187, Sl. 154, ভোটার কার্ড নং. - (WB/07/047/561435) আমার নাম Sekh Bhikhna ও আমার ছেলের Auyal Ali ও স্ত্রী Kohinur Bibi এদের ভোটার কার্ডে 2002 সালে 47 নং মানিকচক বিধানসভা কেন্দ্রের 187 পার্টের, Sl. No. - 155 ও 156-তে (Epic No. FXV1834803 ও WB/07/047/561436)-তে Bhikhna Sekh থাকায় গত 13/10/2025 তারিখে মালদা E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Sekh Bhikhna ও Bhikhna Sekh থেকে Md Abdul Kader করা হল। যাহা যথাক্রমে উভয় নামই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/118697)

## কর্মখালি

Courier Service-এ Delivery Man চাই। Cont. Siliguri-9832061242. (C/118682)

●

সিকিউরিটি গার্ডের জন্য অভিজ্ঞ লোক চাই। থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। M :- 96356-58503. (C/118361)

## বিক্রয়

3 BHK ফ্ল্যাট ১ম তলা Sq. Ft. Rs. 4,100, তিনতলা Sq. Ft. Rs. 3,900 সঙ্গে লিফট বিক্রয়। খালপাড়া, শিবাজি রোড, শিলিগুড়ি। 98325-71721/98320-79581/98320-36163. (C/118362)

## অ্যাফিডেভিট

ড্রাইভিং লাইসেন্স রেজিস্ট্রেশন নং- WB-63 20050919339(New), WB- 64/24355(Old) আমার নাম, বাবার নাম ও ঠিকানা ভুল থাকায় গত 14-10-25, J.M., 3rd কোর্ট, সদর, কোচবিহারে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Subhashish Chowdhury বাবা H.C. Chowdhury এবং Subhashis Chowdhury বাবা Late, Harendra Chandra Chowdhury-র পরিবর্তে Subhashis Choudhury বাবা Late, Harendra Chandra Choudhury সঠিকভাবে উল্লেখিত হল এবং আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স রেজিস্ট্রেশন নং- WB- 63 20050919339(New) তে ঠিকানা B.S. Road, Natun Bazar, Cooch Behar, 736101 এর পরিবর্তে Ashram Road, 2nd Bye Lane, East Hazrapara, Ward No.- 14, P.S. Kotwali, P.O. & Dist.- Cooch Behar এ সঠিকভাবে উল্লেখিত হল। (C/118147)

## অ্যাফিডেভিট

আমি Afsar Shaikh S/o Jamidar Sekh @ Jamidar গ্রাম হাতিচাপা, পোঃ পালগাছি, থানা-কালিয়াচক, জেলা-মালদহ, পিন-732127 আমার নতুন ভোটার কার্ডে (কার্ড নং-CKS2879765) আমার নাম ভুলবশত Absar Sekh হয়ে যায়। তাই গত 11/08/25 তারিখে মালদা EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Absar Sekh থেকে Afsar Shaikh করা হইল। যা উভয় নামই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/118594)

## সিগনাল এবং টেলিকম কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: কেআইআর-এস-২০২৫-কে-৪৫, তারিখঃ ১৫-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: কাজের নামঃ রাধিকাপুর স্টেশনে ২টি নতুন লাইনের নির্মাণ ও পূর্ণাঙ্গ সিএসএল তৈরির জন্য অন্য ৩টি ছোট সিএসএল বিদ্যমান লাইন সম্প্রসারণের জন্য সিগনাল এবং টেলিকম কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ৭৫,৯৬,৯১৪.৫৩ টাকা, বায়নার ধনঃ ১,৫১,৯০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ০৭-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে এবং খুলবে ০৭-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৭-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

## হারানো/প্রাপ্তি

I Nihar Dutta lost my ICSE Mahbert School Class-X, passing certificate and marksheet in Sevoke Road. If found Call 9986877408. (C/118678)

●

আমি প্রসেনজিৎ তামাং, পিতা: কাংচা তামাং, সুভাসিনি টি গার্ডেন, পো: হাসিমারা, থানা: জয়গাঁ, জেলা: আলিপুরদুয়ার। আমার ST,(No: WB2001ST201601718) সার্টিফিকেট হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে যোগাযোগ করুন-8670040388. (C/118704)

## অ্যাফিডেভিট

আমি Shishir Paul S/o Birendra Paul আমার old রেশন কার্ড এ আমার ও আমার বাবার নাম ভুল থাকায় গত- 11/08/2025, তারিখে EM কোর্ট Jalpaiguri Sadar-এ অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Shishir Paul, Shishir Kr Paul এবং Shishir Kumar Paul বাবা Birendra Paul, Birendra Kr Paul এবং Birendra Kumar Paul এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম। মাঝাবাড়ি, জপলাইগুড়ি। (C/118686)

# PM SHRI SCHOOL JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA, NAGRAKATA JALPAIGURI, WEST BENGAL

**[Ministry of Education, Deptt. of School Education & Literacy] Govt. of India:**

## NOTICE INVITING TENDER

No.2-11/Tender/JNVJ/2025-26/F&A/ Dated-17.10.2025

The sealed tenders are invited for supply of various items for the session 2025-26 from the registered firms having GST registration and updated commercial Tax clearance certificates (except Food Grains and Grocery Items, water & Electricity Items, Motor Winding and Fan Repairing Works, Milk product+Milk Panner, Daily Use Item & Toilet Items, Students & Office Stationery Items The tender forms & other details will be available in the office of Principal, PM Shri School JNV. Nagrakata, Jalpaiguri on every working day from 19.10.2025 to 01.11.2025 up to 4.00 PM on cash payment. Further the same can also be downloaded from the official website of the Vidyalaya"navodaya.gov.in/nvs/nvs-school/Jalpaigudi/en/home/." If tender forms downloaded from the website, cost of tender form & security money can be directly deposited in the SBI saving Bank account No-37473753189 i.ro The Principal, JNV, Jalpaiguri, payable at SBI Nagrakata, IFSC Code No-SBIN0018783, Branch Code-18783. Those who deposit amount direct in the A/C, deposit slip should be attached along with Tender documents to be submitted by 01.11.2025 up to 04.00 PM through Courier/ Speed Post/ Registered post/ Drop in the Tender Box which is available in the office of the Principal PM Shri JNV. Nagrakata, Jalpaiguri. The tender will be opened on 03.11.2025 at 11.00 AM in presence of the P.A.C in the office of the Principal, PM Shri School JNV, Nagrakata, Dist-Jalpaiguri. The right to cancel or accept the tender (fully or partially) will keep reserve with the Chairman, P.A.C.

| S/No | Items/Particulars | Security Money in Rs. | Cost of Tender Forms |
|---|---|---|---|
| 01 | Food grains and Grocery items | 5000 | 200 |
| 02 | Milk products+Milk & Panner | 5000 | 200 |
| 03 | Students Daily Use items (Toilet items) | 5000 | 200 |
| 04 | Student & Office Stationery items | 3000 | 200 |
| 05 | Water and Electricity Items | 10000 | 200 |
| 06 | Motor Winding and Fan Repairing Work | 2000 | 200 |

**Sd/-**
**PRINCIPAL**
**PM SHRI SCHOOL J.N.V.**
**JALPAIGURI, WEST BENGAL**

## Government of West Bengal

**Abridged Tender Notice**

General Manager, District Industries Centre, Cooch Behar under the Directorate of MSME, Govt. of West Bengal, invites e-tender vide no: 550/DIC-COB/E-TENDER/2025-26 dated 17-10-2025 and Tender ID No. 2025_MSME_927737_1 from bonafide agency/firm etc.. Tender Documents and other relevant particulars in details may be seen from **http://www.wbtenders.gov.in**

**Sd/-**
**General Manager,**
**District Industries Centre, Cooch Behar**

E-TENDER NOTICE
OFFICE OF THE MAYNAGURI MUNICIPALITY
MAYNAGURI, JALPAIGURI

Notice for Reference:
I. NIET No.:- WBMAD/e-Tender/07(2nd call)/of EO/MNM/JAL/2025-26, Vide Memo- 1910/MNM/2025 Dated: 17.10.2025
II. Tender ID: 2025_MAD_927870_1

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Date of publishing NIeT Documents. (online) (Publishing Date) | 17.10.2025 From 6:00 P.M. onwards. |
| 2 | Tender Document download start date and time. (online) | 17.10.2025 From 6:00 P.M. onwards. |
| 3 | Start Date of Bid Submission. (Technical and Financial) (online) | 18.10.2025 From 6:00 P.M. onwards. |
| 4 | Closing date and time of Bid submission (Technical and Financial) (online). | 14.11.2025 Upto 6:00 PM |
| 5 | Date and time of opening of Technical Proposals (online). | 17.11.2025 after 6:00 PM. |

S/d- Chairman
Maynaguri Municipality

## আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ক্যাটারিং ইউনিট

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ০৯টি ক্যাটারিং ইউনিট (জিএমইউ)-এর জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হয়েছে। নিলাম ক্যাটালগ নং.: সি-এপি-ক্যাটারিং-১; একক দর: বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। দিন: ১৮২৬; নিলাম শুরুর তারিখ ও সময়: ০৩-১১-২০২৫ তারিখে ১০:০০ টায়।

| ক্রম. নং | লট নং./ক্যাটাগরি | বিবরণ |
|---|---|---|
| এএ/১ | সিএটিজি-এপিডিজে-ডিএলও-জিএমইউ-৪৬-২২-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)) | দলগাঁও স্টেশনে পিএফ-২ তে। |
| এএ/২ | সিএটিজি-এপিডিজে-জিএলএমএ-জিএমইউ-৫১-২২-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)) | গুলমা রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-২ তে। |
| এএ/৩ | সিএটিজি-এপিডিজে-ডিডিএক্স-জিএমইউ-৪৯-২২-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)) | মোকসাডাঙ্গা স্টেশনে পিএফ-১ তে। |
| এএ/৪ | সিএটিজি-এপিডিজে-এফকেএম-জিএমইউ-১০৩-২৪-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)) | ফকিরাগ্রাম স্টেশনে পিএফ-১ তে। |
| এএ/৫ | সিএটিজি-এপিডিজে-ডিবিবি-জিএমইউ-১০১-২৩-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)) | ধুবরি স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায়। |
| এএ/৬ | সিএটিজি-এপিডিজে-জিওজিএইচ-জিএমইউ-৫৩-২২-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)) | গোসাইগাঁও হাট স্টেশনে পিএফ-১ তে। |
| এএ/৭ | সিএটিজি-এপিডিজে-বিএনভি-জিএমইউ-৩২-২৩-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)) | বিন্নাগুড়ি স্টেশনে পিএফ-২-৩ তে। |
| এএ/৮ | সিএটিজি-এপিডিজে-ডিডব্লিউটি-জিএমইউ-৪৭-২২-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)) | দেওয়ান হাট স্টেশনে পিএফ-১ তে। |
| এএ/৯ | সিএটিজি-এপিডিজে-কেএএমজি-জিএমইউ-৬৩-২২-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)) | কামাখ্যাগুড়ি স্টেশনে পিএফ-১ তে। |

নিলাম বন্ধের তারিখ এবং সময় ঃ ০৩-১১-২০২৫ তারিখে ১১:৫০ টা। ধারাবাহিক লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। দ্রষ্টব্য: সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in -এ ই-নিলাম লিভিং মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

Chakdaha | Bethuadahari I Sainthia | Mallarpur | Beldanga | Raghunathganj | Dhulian | Kaliachak | Sujapur | Gazole | Balurghat | Kaliyaganj | Raiganj | Raiganj (Grand) | Islampur | Siliguri | Malbazar | Jalpaiguri | Dhupguri | Falakata | Alipurduar | Mathabhanga

Reliance

স্টোর্স খোলার সময় সকাল ৯

GET GST BENEFIT OF ₹2000* TO ₹100000* ON TVs
*T&C APPLY

Haier LG SAMSUNG SONY TCL TOSHIBA

BIG SCREEN DEALS
UNLOCK LIMITLESS VIEWING
(85) 216 CM | (98) 249 CM | (100) 254 CM | (115) 292 CM

BIG SCREEN
Range starting from ₹119990*
*T&C Apply
EMI Starting from ₹8999*

SAMSUNG QLED | OLED | NEO QLED
UPTO 20% + 10% EXTRA CASHBACK ON SAMSUNG AXIS BANK CREDIT CARDS | 3 YEAR WARRANTY LIMITED PERIOD OFFER

TCL 190 CM (75) 75P6K Google TV ULTRA HD
2 Year Warranty
OLD PRICE ₹69990 NEW PRICE ₹59990*

TOSHIBA No.1 in Japan
QLED 165 CM (65) M450RP
OLD PRICE ₹52990 NEW PRICE ₹45990*

BPL HOME THEATRE TV
4K ULTRA HD 139 CM (55) 55UF2340
OLD PRICE ₹32249 NEW PRICE ₹27999*

ফেস্টিভ্যাল অফ ইলেক্ট্রনিক্স

GST কমে যাওয়া মূল্য প্রোডাক্টের উপরে প্রযোজ্য

শুভ দীপাবলী

₹20000 পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ডিসকাউন্ট*

AMERICAN EXPRESS, AU SMALL FINANCE BANK, BOBCARD, HDFC BANK, HSBC, ICICI Bank, IDBI BANK, IDFC FIRST Bank, IndusInd Bank, kotak, RBL BANK, YES BANK

₹30000 পর্যন্ত ক্যাশব্যাক* কনজ্যুমার ডিউরেবল লোনের উপর
HDB FINANCIAL SERVICES | IDFC FIRST Bank CONSUMER DURABLE LOAN | kotak CONSUMER DURABLE LOAN

NOW OPEN AT
• RAMPURHAT
• DCV MORE, BURDWAN
• DALHOUSIE, KOLKATA

Reliance digital
PERSONALISING TECHNOLOGY
www.reliancedigital.in

LOWEST PRICES EVER
Built for Apple Intelligence.

iPhone 15 128 GB — ₹43990* EMIs of ₹3916*
iPhone 16 Plus 128 GB | 6.7 Inch Screen — ₹59990* EMIs of ₹5333*
MacBook Air Powered by M4 Chip — EMIs of ₹2185*
*Price inclusive of all offers

motorola | digital SELECT
edge 60 FUSION 1.5K True Colour Quad-Curve Display ₹20999 Starting from ₹18999*
edge 60 PRO Flagship Camera, Flagship Performance ₹26999 Starting from ₹24999*
*Prices inclusive of ₹2000 bank offer

BEST DEAL
TITAN / FASTRACK
Buy Any Watch Above ₹1999* Get Fastrack Buds Worth ₹4999 at ₹1*

digital JUST ARRIVED
OPPO F31 5G Smooth & Powerful 7000 mAh battery 8 GB | 128 GB ₹22999*
vivo V60e Premium Design Ultra Slim Starting from ₹29999*
BENEFITS 10% ADDITIONAL CASHBACK APPLICABLE

UPI 5% OFF
Shop Personal Audio Products Above ₹8999 & Get Gifts Worth ₹3999 at ₹1*

SINGLE DOOR
₹12990* EMIs of ₹999*
₹13990* EMIs of ₹1166*
₹14990* EMIs of ₹1249*

DOUBLE DOOR
RANGE STARTING FROM ₹18990* EMIs of ₹1111*
LG 242L ₹21490* | SAMSUNG 236L ₹20990* EMIs of ₹1499*
CONVERTIBLE SAMSUNG 236L ₹23490* EMIs of ₹1490*

BOSCH BPL Electrolux Godrej Haier IFB LLOYD LG LIEBHERR SAMSUNG Whirlpool

ASSURED GIFTS* IRON WORTH UP TO ₹2100* | AIR FRYER WORTH ₹7490*

TOP LOAD
SAMSUNG 9 Kg ₹20490* EMIs of ₹1708*
LG 8 Kg ₹20990* EMIs of ₹1749*
WHIRLPOOL 10 Kg ₹23990* EMIs of ₹1999*

FRONT LOAD
SAMSUNG 9 Kg ₹32990* EMIs of ₹2749*
LG 10 Kg ₹34990* EMIs of ₹2916*
IFB 9 Kg ₹37990* EMIs of ₹3166*

BOSCH Haier IFB LG SAMSUNG VOLTAS beko Whirlpool

BENEFITS FREEBIES WORTH UP TO ₹7500/-* (BAJAJ MIXER / FASTRACK SMART WATCH / AIR FRYER) | UP TO 20% CASH BACK* | UP TO 30% CLEARANCE SALE DISCOUNT*

3 STAR 1T INVERTER ACs Starting from ₹17990*
3 STAR 1.5T INVERTER ACs Starting from ₹18990*
BLUE STAR Haier LLOYD LG GENERAL SAMSUNG VOLTAS

PHILIPS AIR FRYERS UP TO 30% OFF*
BENEFITS GET PHILIPS SANDWICH MAKER WORTH ₹1199 FREE*
HAVELLS HEXO 1100W 4 Jar Mixer Grinder ₹13695 ₹7999*
BENEFITS GET ADDITIONAL ₹400 OFF ON UPI TRANSACTIONS*

ULTIMATE LAPTOP DEAL
Buy Lenovo IdeaPad 5 Next Gen AI Laptop
GET FREE* 140 CM (55) SMART TV WORTH ₹32249
Advanced by AMD Ryzen™ AI R5 330 OLED
Exclusive Price ₹79999* EMIs of ₹6999*
*Offer valid till stocks last

*Prices inclusive of all offers | *Prices inclusive of all offers | *Prices after cashback & exchange offer

SCAN TO VISIT WEBSITE OR STORE
FREE DELIVERY & FASTEST INSTALLATION* | 14-DAY EASY RETURNS* | EXPERT ADVICE* | EXTENDED WARRANTY* | EASY EMIs
ALSO SHOP AT: MY JIO STORE | Jio | DIGITAL LIFE

GST সুবিধা

| প্রোডাক্টস | এক্স-শোরুম মূল্য | GST সুবিধা |
|---|---|---|
| Splendor+ | ~~₹79 926~~ ₹73 678# | ₹6 248 |
| GLAMOUR X | ~~₹89 999~~ ₹82 964# | ₹7 035 |

সীমিত সময়ের অফার
+ তাৎক্ষণিক ছাড় ₹10 000^ পর্যন্ত — HDFC BANK ক্রেডিট কার্ড, FESTIVE TREATS, Powered by pine labs
+ প্রতিদিনের EMI ₹69$ থেকে শুরু | ডাউন পেমেন্ট ₹1 999$ থেকে শুরু | এক্সক্লুসিভ কর্পোরেট অফার্স ₹2 200~ পর্যন্ত

INDIA'S FIRST 5 YEAR WARRANTY *Conditions apply
Hero GoodLife — জেতার সুযোগ পান 100% ক্যাশব্যাক | 24 ক্যারেট সোনার কয়েন — আরও অনেক সুনিশ্চিত সুবিধা*
Additional offers on: Flipkart amazon.in

Hero MotoCorp Ltd. Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj Phase - II, New Delhi - 110070, India. | CIN: L35911DL1984PLC017354 | For further information, contact your nearest Hero MotoCorp authorized outlet or visit us on www.HeroMotoCorp.com. Accessories and features shown may not be a part of standard fitment. Always wear a helmet while riding a two-wheeler. ^Offer amount and combination of offer may vary for model/variant and states and it is applicable on select models only, for a limited time period or till stock lasts. $Finance offer is at the sole discretion of the Financier, subject to its respective T&Cs. Available at select dealerships. ~T&C apply. Offer available only on limited stores. *Limited period offer, T&C apply. As per cumulative dispatch numbers till August 2025. #Ex-showroom price of Splendor+ and Glamour X in West Bengal.

TOLL FREE 1800 266 0018

Authorized Dealers: Islampur: Bharat Hero, Ph: 9289923202, Cooch Behar: Sandeep Hero, Ph: 9289922698, Malda: Durga Hero, Ph: 9289922188, Prince Hero, Ph: 9289923123, Jalpaiguri: Anand Hero, Ph: 9289923031, Raiganj: Shankar Hero, Ph: 9289922594, Siliguri: Beekay Hero, Ph: 9289923102, Darjeeling Hero, Ph: 9289922427, Balurghat: Mahesh Hero, Ph: 9289922904, Associate Dealers: Jalpaiguri: Pratik Automobiles-7063520686, Dinhata: Jogomaya Auto Works-9851244490, Dhupguri: Bharat Automobiles-7029599132, Gangarampur: Gupta Auto Centre-9733726677, Gazole: Mira Auto Centre-9593159789, Mathabhanga: Jogomaya Auto Works-6297782171, Kaliachak: A K Wheels-9733079141, Itahar: Deep Auto Centre-9800630306, Dalkhola: A S Motors-7908477285, Goagaon: Mabudh Automobiles-9896216422

# ঘরে ঘরে সর্দি-জ্বর, ভর্তি ৩৩

বিশ্বজিৎ সরকার

**রায়গঞ্জ, ১৭ অক্টোবর :** আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় ঘরে ঘরে সর্দিকাশির উপসর্গ দেখা দিয়েছে উত্তর দিনাজপুর জেলায়। বিশেষ করে বয়স্ক থেকে শিশুদের হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তনে কখনও ঠান্ডা আবার দুপুরে টানা রোদের ফলে গরমের কারণে সর্দিকাশি বেশি হচ্ছে। জেলা সদর থেকে শুরু করে একাধিক ব্লক হাসপাতালগুলিতে সর্দিকাশির উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হওয়ার সংখ্যা বাড়ছে। রোজই হাসপাতালের আউটডোরগুলিতে রোগীর ভিড় বাড়ছে। আচমকা আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে এধরনের সমস্যা তৈরি হচ্ছে বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুকান্ত বিশ্বাস বলেন, 'আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণেই এধরনের সমস্যা হতে পারে। তবে অনেকেই চিকিৎসা করিয়ে সেরে উঠছেন।' রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সহকারী অধ্যক্ষ প্রিয়ঙ্কর রায়ের কথায়, 'সর্দিকাশি, জ্বর, শ্বাসকষ্ট, পেট খারাপ ইত্যাদি নিয়ে বেশি রোগী ভর্তি হচ্ছেন। তীব্র তাপপ্রবাহের কারণে এধরনের পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে।' রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের চিকিৎসক অরবিন্দ রায় বলেন, 'তীব্র গরমে জ্বর, সর্দি, কাশি, শ্বাসকষ্টের সমস্যা নিয়ে অনেক রোগী ভর্তি হচ্ছেন। যে সংখ্যক রোগী ভর্তি হয়েছেন তা রীতিমতো উদ্বেগের।'

হাসপাতালের আউটডোরে উপচে পড়া রোগীর ভিড়। -সংবাদচিত্র

শুক্রবার তীব্র গরমের কারণে জ্বর, শ্বাসকষ্ট ও পেট খারাপ নিয়ে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মেডিসিন ও শিশু বিভাগে ১২ জন ভর্তি হয়েছে। মহিলা ও পুরুষ ওয়ার্ডে ২১ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন। জেলা কৃষি দপ্তর সূত্রে খবর, ৬ দিন আগে পরপর দু'দিন বৃষ্টি হয়েছে। তারপর ক্রমশই তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। হঠাৎ বৃষ্টি আবার তেমনি ভ্যাপসা গরম অনুভূত হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ঠান্ডা গরমের মাঝে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। সর্দিকাশিতে আক্রান্ত শিশু ও বয়স্করা বেশি দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন। কার্যত জেলার ঘরে ঘরে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বহু মানুষ হাসপাতালের আউটডোরে লাইন দিচ্ছেন। ঘরে ঘরেই সর্দিকাশি জ্বরে আক্রান্ত হচ্ছেন মানুষজন। প্রত্যেক বছরই এই খামখেয়ালি আবহাওয়ার জন্য এই সময়ে জ্বর, সর্দিকাশি সহ বেশ কিছু উপসর্গ দেখা দেয়। তাই রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের আউটডোরে রোগীদের ভিড় উপচে পড়ছে। জ্বর, সর্দিকাশির উপসর্গ নিয়ে আউটডোরে গড়ে ১২০ জন মহিলা, পুরুষ ভিড় করছেন। একই উপসর্গ নিয়ে শিশুদের হাসপাতালে ভর্তি হতে হচ্ছে।

হেমতাবাদের বাসিন্দা সাবেদা বেগম বলেন, 'আমার পাঁচ বছরের সন্তান দু'দিন ধরে জ্বরে ভুগছে। শুক্রবার দুপুরে প্রবল জ্বর, কাশি, শ্বাসকষ্টে দম আটকে আসার মতো অবস্থা হয়। এরপর রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক ভর্তি করার পরামর্শ দেন।' ইটাহারের বাসিন্দা কমলি বর্মন বলেন, 'টানা সাতদিন ধরে গরমের জেরে আমার স্বামীর জ্বর, আমাশয়, শ্বাসকষ্ট। এখন মেডিকেলে ভর্তি।'

**বাড়ছে আক্রান্ত**
- বয়স্ক থেকে শিশুদের হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তনে কখনও ঠান্ডা আবার দুপুরে টানা রোদে গরমের কারণে সর্দিকাশি বেশি হচ্ছে
- রোজই হাসপাতালের আউটডোরগুলিতে রোগীর ভিড় বাড়ছে
- জ্বর, শ্বাসকষ্ট ও পেট খারাপ নিয়ে রায়গঞ্জ মেডিকেলে মেডিসিন ও শিশু বিভাগে ১২ জন ভর্তি হয়েছেন
- মহিলা ও পুরুষ ওয়ার্ডে ২১ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন

## দেহব্যবসার প্রতিবাদ করে আক্রান্ত বধূ

**রায়গঞ্জ, ১৭ অক্টোবর :** ননদের দেহব্যবসার প্রতিবাদ করায় বৃহস্পতিবার রাতে বৌদিকে বহিরাগত মহিলাদের নিয়ে এসে চ্যালাকাঠ দিয়ে এলোপাতাড়ি মারধর করে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল ননদের বিরুদ্ধে। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় রায়গঞ্জ থানার কমলাবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি গ্রামে। গুরুতর জখম ওই বধূকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করেন পাড়াপড়শিরা। বর্তমানে তিনি সেখানকার শল্যবিভাগে চিকিৎসাধীন।

জখমের ডান হাত ও বাঁ পা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে তাঁর অপারেশন হয়েছে। রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞ অনুপ বর্মন জানিয়েছেন, ওই বধূর ডান হাত ও বাঁ পা অপারেশন করা হয়েছে। শরীরের একাধিক জায়গায় ক্ষতের চিহ্ন রয়েছে। শল্য বিভাগের চিকিৎসকের কাছে রেফার করা হয়েছে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত ননদ সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে রায়গঞ্জ মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। খুনের চেষ্টার অভিযোগ দায়ের করে তল্লাশি করছে পুলিশ।

অভিযোগ, স্বামী পরিত্যক্তা ননদ বাড়ির মধ্যেই দেহব্যবসা করেন। বাড়িতে একেক দিন একেক ছেলের আবির্ভাব হয়। এই বিষয়ে বহুবার ওই বধূ তাঁর শাশুড়িকে অভিযোগ জানিয়েছেন, কিন্তু কাজের কাজ হয়নি। এদিকে বাড়ির পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে, পাড়াপড়শিরা টিটকিরি মারছেন। এই অবস্থায় বৃহস্পতিবার রাতে এক তরুণের সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় তাঁকে ধরে ফেলেন বৌদি। প্রতিবাদ করলে কিছুক্ষণ পর বহিরাগত মহিলা নিয়ে এসে বৌদিকে চ্যালাকাঠ দিয়ে বেধড়ক মারধর করে খুনের চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় জখম বধূর স্বামী পেশায় টোটোচালক রায়গঞ্জ মহিলা থানায় নিজের বোন সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তিনি বলেন, 'বারবার বোনকে সতর্ক করা হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। উলটে বহিরাগত দুষ্কৃতীদের দিয়ে হুমকি দেখানো হয়। গতকাল স্ত্রী আমার বোনকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখে ফেলে। এই বিষয়ে চিৎকার-চ্যাঁচামেচি করলে এক ঘণ্টা পর বহিরাগত মহিলাদের নিয়ে এসে পাশবিক নির্যাতন চালায়।' রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আক্তার জানিয়েছেন, অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

**খুনের চেষ্টা ননদের**
- স্বামী পরিত্যক্তা ননদ বাপের বাড়িতে দেহব্যবসা চালান বলে অভিযোগ
- বৃহস্পতিবার রাতে এক তরুণের সঙ্গে ননদকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখা যায়
- ক্ষিপ্ত হয়ে বাইরের থেকে দলবল এনে বৌদিকে মারধর করেন ননদ, তাঁর পা-হাত ভেঙেছেন, অপারেশন হয়েছে
- বোনের বিরুদ্ধে স্ত্রীকে খুনের চেষ্টার অভিযোগ দায়ের করেছেন স্বামী

## গর্ভবতীর মৃত্যুতে তদন্ত

**কালিয়াগঞ্জ, ১৭ অক্টোবর :** কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে এক গর্ভবতীর মৃত্যুতে দুই চিকিৎসকের গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে। সেই ঘটনার তদন্তে তিনজনের তদন্ত কমিটি গঠন করল জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। শুক্রবার সকালে তদন্ত কমিটির অন্যতম সদস্য তথা জেলা পাবলিক হেলথ নার্সিং অফিসার ভারতী বাগিস এবং ডেপুটি সিএমওএইচ (৩) অপূর্ব দাস কালিয়াগঞ্জে আসেন। তবে তদন্ত কমিটির সদস্য জেলা ম্যাটার্নাল চাইল্ড হেলথ অফিসার সঞ্জয়কুমার দাস অনুপস্থিত ছিলেন। গর্ভবতী তৃপ্তি সরকারের মৃত্যুর তদন্তে এসে তদন্ত কমিটির সদস্যরা স্থানীয় স্বাস্থ্য আধিকারিক, নার্স এবং চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুকান্ত বিশ্বাস বলেন, 'তদন্তকারী দল এখনও আমাকে রিপোর্ট জমা দেননি। ময়নাতদন্তের রিপোর্টও হাতে আসেনি।'

## পুলিশকর্তারা গান মঞ্চে

**হিলি, ১৭ অক্টোবর :** বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হিলি থানার উদ্যোগে রমানাথ উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে শারদ সম্মান প্রদানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে পুলিশকর্তাদের গান দর্শকদের মন কেড়েছে। পুলিশের ডিএসপি, আইসিদের ভিন্ন ভূমিকায় দেখে খুশি স্থানীয়রা। অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল, সিডব্লিউসির চেয়ারম্যান মন্দিরা রায় প্রমুখ। হিলি ব্লকের সেরা ৩টি পুজো উদ্যোক্তাদের হাতে সেরার শিরোপা স্বরূপ আর্থিক পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

এই অনুষ্ঠানে মঞ্চ মাতাল ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদের ব্যান্ড দ্য মিউজিক লাভার। এই ব্যান্ড বিভিন্ন হিন্দি এবং বাংলা ব্যান্ডের গান পরিবেশন করে। এরপর হিলি থানার আইসি শীর্ষেন্দু দাস নিজের ব্যান্ড নিষ্ক্রমণ নিয়ে মঞ্চে ওঠেন। আইসি আধুনিক বাংলা ব্যান্ডের গান এবং ইংরেজি গানের সম্ভার দিয়ে ঘণ্টাখানেক দর্শকদের সুরের মূর্ছনায় ভাসিয়ে নিয়ে যান। বিক্রম বলেন, 'গানের প্রতি ভালোবাসা থেকেই শারদ সম্মানের অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করি। এই অনুষ্ঠান জনসংযোগ বৃদ্ধি করার প্রয়াস।'

অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকাকে আটকে অভিভাবকদের বিক্ষোভ। শুক্রবার।

# খাবারে অনিয়ম, আটক সহায়িকা

সৌরভকুমার মিশ্র

**হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৭ অক্টোবর :** নিয়মিতভাবে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র না খোলা এবং কেন্দ্র থেকে নিম্নমানের খাবার বিলির অভিযোগে শুক্রবার কেন্দ্রের সহায়িকা শাহানারা বিবিকে ঘিরে স্থানীয়রা বিক্ষোভ দেখান এবং ওই কেন্দ্রের একটি ঘরে তাঁকে কয়েক ঘণ্টা আটকে রাখেন। ঘটনাটি হরিশ্চন্দ্রপুর ব্লকের বড়ই গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদ্যানন্দপুর গ্রামের। এই গ্রামের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সহায়িকা শাহানারা বিবির বিরুদ্ধে নিয়মিত কেন্দ্র না খোলা এবং নিম্নমানের খাবার বিলির অভিযোগ দীর্ঘদিনের। অনেকেই এই কেন্দ্রে খাবার নিতে এসে খাবার পান না। কিছু বলতে গেলে শাহানারা স্থানীয়দের পুলিশের ভয় দেখাতেন বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। এদিন শাহানারাকে স্থানীয়রা আটক করে রেখেছেন এই খবর পেয়ে কেন্দ্রে আসেন এই কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মী স্বপ্না পাল। স্থানীয়রা তাঁকে ঘিরেও বিক্ষোভ দেখান। শাহানারাকে দপ্তরের পক্ষ থেকে শোকজ করা হয়েছে। এই বিষয়ে শাহানারা কোনও মন্তব্য করতে চাননি। হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পের আধিকারিক আব্দুস সাত্তার বলেন, 'অভিযোগ পেয়েছি, ইতিমধ্যেই ওই কেন্দ্রের সহায়িকাকে শোকজ করা হয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে। খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

**হরিশ্চন্দ্রপুর**

স্থানীয়দের অভিযোগ, বিদ্যানন্দপুর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সহায়িকা শাহানারা ঠিকভাবে খাবার দেন না। প্রত্যেকদিন খাবারও মেলে না। ওই কেন্দ্রে ১৫০ শিশু থাকলেও প্রতিদিন খাবার পায় ৫০ থেকে ৬০ জন। শাহানারা দপ্তরের অনুমতি ছাড়া স্থানীয় দুজনকে তাঁর সহায়িকা হিসেবে রেখেছেন বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। যাঁদের তিনি ব্যক্তিগতভাবে পারিশ্রমিক দেন বলে বাসিন্দারা জানিয়েছেন। সোমবার সময়ের আগে সেন্টার বন্ধ হয়ে যায়। অনেকে খাবার নিতে এসে পায় না। প্রতিবাদ করতে গেলে তাদের পুলিশের ভয় দেখানো হয়। স্থানীয়রা কেন্দ্রে তালা মেরে দেন। স্থানীয় বাসিন্দা অরুণা বিবি বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই এই কেন্দ্রে অনিয়ম চলছে। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী আসেন না। নিয়মিত সেন্টার খোলা হয় না। সহায়িকা ঠিকমতো খাবার দেন না। অভিযোগ করলে উনি উলটে আমাদের হুমকি দেন। এদিনও সময়মতো মা এবং শিশুদের খাবার দেওয়া হয়নি। অভিযোগ করতে গেলে তিনি আমাদের অশ্লীল ভাষায় আক্রমণ করেন। তাই বিক্ষোভ দেখিয়েছি।' কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মী স্বপ্না বলেন, 'আমি অন্য একটি কেন্দ্রের কর্মী। এই কেন্দ্রের অতিরিক্ত দায়িত্ব আমার ওপর আছে। তাই সবসময় আমার আসা হয় না। কিন্তু এই কেন্দ্রের সহায়িকাকে আমি সমস্ত খাবার পৌঁছে দিই। বিষয়টি আধিকারিককে জানাব।'

## অ্যাসিড খেয়ে মৃত্যু

**কালিয়াচক, ১৭ অক্টোবর:** পারিবারিক অশান্তির জেরে বৃহস্পতিবার অ্যাসিড খেয়ে ফেলেন এক বধূ। ওই বধূর নাম সান্ত্বনা মণ্ডল। কালিয়াচকের জালালপুর পঞ্চায়েতের জামিরঘাটা সরকারপাড়া এলাকার ঘটনা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার বিকেলে সান্ত্বনার সঙ্গে তাঁর পরিবারের সদস্যদের ঝামেলা হয়। তারপরে ঘরে ঢুকে তিনি অ্যাসিড খান। ঘটনা বুঝতে পেরে পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা তাঁকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করেন। চিকিৎসা চলাকালীন ওই রাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। ওই বধূর স্বামী গৌর মণ্ডলের কথায়, 'সংসার খরচের জন্য দেনা হয়ে গিয়েছিল। এই নিয়ে দুশ্চিন্তা করছিল সান্ত্বনা। ওইদিন বিকেলে আমাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এরপর সান্ত্বনা ঘরে গিয়ে অ্যাসিড খান। হাসপাতালে নিয়ে গেলেও, বাঁচানো যায়নি।'

## ছোবলের বলি

**মালদা, ১৭ অক্টোবর :** রান্নাঘরে কাজ করার সময় সাপের ছোবলে মৃত্যু হল এক বধূর। বামনগোলা থানার কামারডাঙ্গা এলাকার ঘটনা। ইংরেজবাজার থানার পুলিশ মৃতদেহটিকে ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মৃত ওই বধূর নাম ভানু বালা (২৮)।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রান্নাঘরে কাজ করছিলেন ভানু। সেই সময় একটি সাপ তাঁর ডান পায়ে ছোবল দেয়। পরিবারের লোকজন তাঁকে স্থানীয় মুদিপুকুর হাসপাতালে নিয়ে যান। অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে মালদা মেডিকেলে রেফার করা হয়। সেখানে আসার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।

## বাজি বাজেয়াপ্ত

**হেমতাবাদ, ১৭ অক্টোবর :** বৃহস্পতিবার রাতে একটি স্টেশনারি দোকানে হানা দিয়ে কয়েক হাজার টাকার আতশবাজি বাজেয়াপ্ত সহ দোকান মালিককে গ্রেপ্তার করল হেমতাবাদ থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম ফাইজাল ফারুক রুবেল (৩৯)। তাঁর বাড়ি হেমতাবাদ থানার বাহালা সংলগ্ন ভোগ্রাম গ্রামে। ধৃতের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। শুক্রবার ধৃতকে রায়গঞ্জ আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে শর্তসাপেক্ষে জামিন দেন।হেমতাবাদ থানার আইসি সুজিত লামা বলেন, 'বিপুল পরিমাণ আতশবাজি সহ একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদিন ধৃতকে আদালতে পেশ করা হয়েছে।'

রায়গঞ্জ সিজেএম কোর্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট পাবলিক প্রসিকিউটার নীলাদ্রি সরকার বললেন, 'বিচারক ধৃতকে শর্তসাপেক্ষে জামিন দিয়েছেন।'

## দুর্ঘটনায় নিহত দুই বাইকার

**গাজোল, ১৭ অক্টোবর :** বাড়ি ফেরার পথে মৃত্যু হল অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় দুই বাইকারের।

উত্তর ২৪ পরগনার বাসিন্দা ওই দুই তরুণ শিলিগুড়ি থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। শুক্রবার ভোরে পথ দুর্ঘটনায় তাঁদের মৃত্যু হয় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের গাজোল কলেজ গেটের সামনে। তবে তাঁদের মোটরবাইকের সঙ্গে কোনও গাড়ির সংঘর্ষ হয়েছে কি না বা কীভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে, কোনও প্রত্যক্ষদর্শী না থাকায় স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়নি। কিছুটা দূরে রাস্তায় দুজনের পড়ে থাকার খবর পেয়ে টোল প্লাজার কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং বিষয়টি জানান পুলিশকে। ঘটনাস্থলে পৌঁছান গাজোল থানার আইসি আশিস কুণ্ডু ও ট্রাফিক ইনচার্জ হৃদয় ঘোষ। দুই তরুণকে উদ্ধার করে গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ওই দুই তরুণকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত সঞ্জু মণ্ডলের (২৬) বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার গোলাবাজার থানার এমডি কালাচাঁদ রোড এলাকায় এবং সুবীর নাথের (২৬) বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটি থানার অমরাপুরী নতুনপাড়ায়। পুলিশ দুই পরিবারকেই ঘটনাটি জানিয়েছে।

বেশ কয়েক বছর ধরেই ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম। পাহাড় ও জঙ্গলের টানে দূরদূরান্ত থেকে ছুটে আসছেন বাইকাররা। মৃত ওই দুই তরুণও পাহাড় অথবা জঙ্গলে বেড়াতে এসেছিলেন বলে মনে করা হচ্ছে। কেননা, তাঁদের মোটরবাইক শিলিগুড়ির দিক থেকে কলকাতামুখী ছিল। দুর্ঘটনা থেকে বাঁচতে বিশেষ ধরনের পোশাক এবং সরঞ্জাম ব্যবহার করেন বাইকাররা। এরপরেও কীভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটল বুঝতে পারছেন না কেউই। টোল প্লাজার কর্মীদের বক্তব্য অনুসারে,

**গাজোল**

মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে ভোর ৪টা নাগাদ। বাইকটির গতি ছিল অত্যন্ত বেশি। যে কারণে দুর্ঘটনার পর অনেকটা দূরে ছিটকে পড়েন দুই তরুণ। বাইকটি পড়েছিল ডিভাইডারের মাঝখানে। দুই তরুণকেই রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। এক তরুণের মাথা থেকে রক্ত ঝরছিল, অন্যজনের মুখ থেঁতলে যায়। এদিন মৃতদেহ দুটির ময়নাতদন্ত হয়েছে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। কী কারণে ঘটনাটি ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

## বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আহত শিশু

**বৈষ্ণবনগর, ১৭ অক্টোবর :** শুক্রবার সকালে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক ২ বছরের শিশু জখম হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে বৈষ্ণবনগর থানা এলাকার শাহবানচক গ্রাম পঞ্চায়েতের আলিনগর গ্রামে। ২ বছরের জখম শিশুর নাম শাকিব খান।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, স্থানীয় এক বাসিন্দার বাড়ির বাইরে বৈদ্যুতিক মিটারের পাশে একটি তার ঝুলে ছিল। খেলতে খেলতে শিশুটি সেই তারে হাত দিলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। পরিবারের সদস্যরা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে বেদারাবাদ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান।

শিশুটির বাবা আবুল খান জানান, 'ছেলে বাড়ির পাশেই খেলছিল। হঠাৎ চিৎকার শুনে গিয়ে দেখি ও অচেতন হয়ে পড়ে আছে।' বর্তমানে শিশুটিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসকদের মতে, তার অবস্থা এখন স্থিতিশীল।

স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকায় একাধিক জায়গায় এমন খোলা বৈদ্যুতিক তার রয়েছে, যা নিয়ে আগে থেকেই আশঙ্কা ছিল। দুর্ঘটনা এড়াতে তাঁরা দ্রুত বিদ্যুৎ দপ্তরের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন।

## বিয়ে রুখল পুলিশ

**কুশমণ্ডি, ১৭ অক্টোবর :** পুলিশ আসছে- খবর পেতেই ফাঁকা ছাঁদনাতলা। ধেনো জমি দিয়ে পালিয়ে, গা-ঢাকা দিয়েও মিলল না নিস্তার। শেষে মুচলেকা দিয়ে কোনওক্রমে রেহাই পেলেন পাত্র-পাত্রী দুই তরফের অভিভাবকরা। নাবালিকার বিয়ে রুখে দিল পুলিশ, নোডাল অফিসার ও প্যারালিগ্যাল ভলান্টিয়ার। বৃহস্পতিবার রাতে কুশমণ্ডির একটি গ্রামের এই ঘটনা।

প্যারালিগ্যাল ভলান্টিয়ার উমেদ আলি চাইল্ডলাইন মারফত খবর পান। বিয়ে রুখতে নোডাল টিম সহ কুশমণ্ডি থানার পুলিশ রওনা দেয়। জানা যায়, পাত্র-পাত্রী দুজনেরই বিয়ের বয়স হয়নি। তবে প্রেমের সম্পর্ক থাকায় পাত্রপক্ষ বিয়ের আয়োজন করে। বৃহস্পতিবার ঠিক হয় বিয়ের দিনক্ষণ।

তবে পুলিশে খবর যেতেই ভয়ে মণ্ডপ ছেড়ে পালান আয়োজক ও প্রতিবেশীরা। পরে ছেলের বাবাকে ডেকে, রীতিমতো বুঝিয়ে বলেন পুলিশ আধিকারিক এবং নোডাল অফিসার ও প্যারালিগ্যাল ভলান্টিয়ার। শেষে মুচলেকা দিয়ে পাত্রের বাবা জানান, ছেলের বয়স ২১ এবং মেয়ের বয়স ১৮ না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে দেবেন না যুগলের।

## বাকরগুলি বাজেয়াপ্ত, ধৃত

**হরিরামপুর, ১৭ অক্টোবর :** শুক্রবার সকালে হরিরামপুর ব্লকের বারতকি গ্রামে আবগারি দপ্তর ও হরিরামপুর থানার পুলিশ এক হাজার কেজি বাকরগুলি বাজেয়াপ্ত করা সহ ২ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতরা হলেন রাজেশ পাল (৬১ ) ও ফিরদৌস আলম (২৮)। ধৃতদের এদিন গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁদের এক দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

আবগারি দপ্তরের ওসি অভিষেক ঘোষ বলেন, 'বাকরগুলি বাড়িতে তৈরি করে পুলিশকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য বস্তায় ভরে মাঠে মজুত করে রেখেছিলেন ধৃতরা। মাঠ থেকে কয়েক কুইন্টাল বাকরগুলি বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি ধৃতদের বাড়ি থেকেও ২০০ কেজি বাকরগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।'

# বিস্ফোরণে উড়ল চাল

**বৈষ্ণবনগর, ১৭ অক্টোবর :** বৈষ্ণবনগর থানা এলাকার কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হোসেনপুর গ্রামে শুক্রবার সকালে প্রবল বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে এলাকা। ফরাক্কার কাছে এক পরিত্যক্ত বাড়িতে আচমকা বোমা ফাটে। বিস্ফোরণের তীব্রতায় বাড়িটির চাল উড়ে যায়। দেওয়ালে ফাটল ধরে এবং আশপাশের ঘরের কাচ ভেঙে পড়ে। ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর না থাকলেও সকাল থেকে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে হোসেনপুর ও লাগোয়া এলাকাজুড়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সকাল ৯টা নাগাদ বিস্ফোরণ হয়। হোসেনপুরের বাসিন্দা মহম্মদ রফিক বলেন, 'ভেবেছিলাম ভূমিকম্প হয়েছে। জানলার কাচ ভেঙে গেল, তারপর দেখি ধোঁয়া উড়ছে চিনু মহম্মদের পুরোনো বাড়ি থেকে।'

**বৈষ্ণবনগর**

আরেক স্থানীয় বাসিন্দা আনিকুল ইসলাম বলেন, 'বাড়িটা অনেকদিন ধরে ফাঁকা পড়ে আছে। মাঝেমধ্যে কিছু অচেনা লোককে রাতে ওদিক দিয়ে যাতায়াত করতে দেখা যেত। সবাই ভাবত চোরাচালানের লোক।'

বিস্ফোরণের খবর পেয়ে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। বাড়িটি ঘিরে ফেলে এবং বম্ব স্কোয়াড ও ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের খবর দেওয়া হয়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বৈষ্ণবনগর থানার এক আধিকারিক বলেন, 'প্রাথমিক অনুমান, ওই বাড়িতে দেশি বোমা মজুত ছিল। তবে কী কারণে রাখা হয়েছিল, চোরাচালান নাকি স্থানীয় বিবাদের কারণে, আমরা খতিয়ে দেখছি। ফরেন্সিক রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই বিস্ফোরণের প্রকৃত কারণ জানা যাবে।'

## তরুণকে গণধোলাই

**কালিয়াচক, ১৭ অক্টোবর :** সাইকেল চোর সন্দেহে এক তরুণকে বিদ্যুতের পোলের সঙ্গে বেঁধে গণধোলাই দিয়ে কালিয়াচক থানার পুলিশের হাতে তুলে দেন গ্রামবাসীরা। পুলিশ এসে ওই তরুণকে থানায় নিয়ে যায়। শুক্রবার কালিয়াচকের সুজাপুর পঞ্চায়েতের বালুপুর গ্রামের ঘটনা।

সাজিউল শেখ নামে এক গ্রামবাসী বলেন, 'রাস্তার ধারে সাইকেল রেখে চা খাচ্ছিলেন এক ব্যক্তি। হঠাৎ তিনি দেখেন, তাঁর সাইকেলটি নেই। দোকান থেকে বাইরে এসে দেখেন এক তরুণ সাইকেলটি নিয়ে চলে যাচ্ছে। এরপর চিৎকার শুরু করলে ওই সাইকেল চোরকে ধরে ফেলেন গ্রামবাসীরা। তারপর উত্তমমধ্যম দিয়ে পুলিশে দেওয়া হয়।'

## শব্দবাজি রুখতে

**রায়গঞ্জ, ১৭ অক্টোবর :** রায়গঞ্জ কুলিক পক্ষীনিবাসের চারপাশে কুলিক মোড়, মণিপাড়া, সোহারই মোড়, আব্দুলঘাটা এলাকায় দীপাবলিতে সমস্ত শব্দবাজি নিষিদ্ধ করার দাবি জানাল রায়গঞ্জ পিপলস ফর অ্যানিমালসের সদস্যরা। শুক্রবার জেলা বনাধিকারিক ভূপেন বিশ্বকর্মাকেস্মারকলিপি দেন তারা। জেলা বনাধিকারিক বলেন, নজরদারি চলবে। কুলিক পক্ষীনিবাসের চারিদিকে মাইকিং করে সকলকে সচেতন করা হবে।

# লাখ টাকায় বিকোল পাঁঠা !

গৌতম দাস

**গাজোল, ১৭ অক্টোবর :** দুর্গাপুজো ও লক্ষ্মীপুজো মিটলেও বাঙালির পুজোর মরশুম চলছে। সামনেই কালীপুজো, তারপর আসবেন দেবী জগদ্ধাত্রীও। তবে কালীপুজো যত এগিয়ে আসছে, মালদা জেলার বিভিন্ন হাটে ততই পাঁঠা কেনার হিড়িক চোখে পড়ছে। সবচেয়ে ভিড় জমছে গাজোলের পান্ডুয়ার হাটে। ওই হাট ছাগল কেনাবেচার জন্য মালদা জেলার বৃহত্তম হাট। মালদা ছাড়াও মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের প্রচুর ক্রেতাও আসছেন হাটে। এমনকি কালীপুজোর জন্য পাশের রাজ্য বিহার, ঝাড়খণ্ড থেকে প্রচুর মানুষ আসছেন উৎকৃষ্ট পাঁঠাটা নিজের করে নিতে।

কারও চাই চকচকে কালো পাঁঠা, আবার কেউ খুঁজছেন সাদা বা বাদামি রঙের। কারও পছন্দ দেশি পাঁঠা, আবার কারও দরকার নধর রামপাঁঠা। শুক্রবার পান্ডুয়ার হাটে গিয়ে দেখা গেল, চেহারা স্বাস্থ্য অনুযায়ী পাঁঠার দাম শুরু ৩ হাজার টাকা থেকে। সেই দাম কখনো-কখনো চড়ে যাচ্ছে ৫০ বা ৬০ হাজার টাকা পর্যন্ত। তিন হাজারের থেকে কমের দলে থাকা পাঁঠা তুলনায় খুবই ছোট। তবে বাজার ঘুরে বোঝা গেল সবচেয়ে বেশি বিক্রি হচ্ছে পঞ্চাশ হাজারের পাঁঠাই।

শুধু ক্রেতারাই নন, বিক্রেতারাও এখানে দূরদূরান্ত থেকে পাঁঠা বেচতে আসেন। পান্ডুয়াতে প্রতিবছরই পাঁঠা কিনতে আসেন ঝাড়খণ্ডের পাকুড়ের লোক হাসান। তিনি বলেন, 'আমি প্রতিবছরই কালীপুজোর জন্য পান্ডুয়াতে পাঁঠা কিনতে আসি। পাশাপাশি অন্যান্য হাটেও দরদাম ঝালিয়ে নিই। কিন্তু প্রতিবছর এই পান্ডুয়া থেকেই আমি মনের মতো পাঁঠা পাই। এখান থেকে পাঁঠা কিনে নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন এলাকায় বিক্রি করব।' দেখ হল, দক্ষিণ দিনাজপুরের অবিনাশ মণ্ডলের সঙ্গেও। তাঁর কথায়, 'হাটে প্রতিবারের মতোই প্রচুর পাঁঠা দেখলাম। তবে কখনোই খুব চড়া দামের পাঁঠা নিইনি। এবারও মাঝারি দামের পাঁঠা বেছে বাড়ি নিয়ে যাব।'

ছাগল হাটের দায়িত্বে থাকা মহম্মদ মেহেদি হাসান বলেন, 'গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই হাটে বিভিন্ন ধরনের পাঁঠার আমদানি হচ্ছে। অন্য জেলা এমনকি বাইরের রাজ্য থেকেও অনেক ক্রেতা আসছেন। তবে দেশি পাঁঠার চাহিদাই বেশি দেখছি। পাশাপাশি লম্বা, চওড়া, ভারী চেহারার মুর্শিদাবাদি পাঁঠারও চাহিদা রয়েছে প্রচুর।' সব মিলিয়ে শুক্রবার জমজমাট চেহারা নিয়েছিল কালীপুজোর আগের শেষ পাঁঠা হাট।

এদিনের হাটে পাঁঠার সর্বোচ্চ দাম পৌঁছেছে লাখেও। ধুলিয়ান থেকে হাটের সবচেয়ে বড় পাঁঠা নিয়ে এসেছিলেন মহম্মদ সাদিক। তাঁর কাছ থেকে ওই পাঁঠাটি ১ লাখ ৫ হাজার টাকায় কিনেছেন গাজোলের এক ব্যক্তি।

# এক মাস পর উদ্ধার দুই নাবালিকা

**হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৭ অক্টোবর :** স্কুল যাওয়ার নাম করে বেরিয়েই নিখোঁজ। সেই থেকে দুই নাবালিকার কোনও খোঁজ মিলছিল না। হরিশ্চন্দ্রপুরের একটি গ্রাম থেকে ২১ সেপ্টেম্বর নিখোঁজ হয় এই দুজন। প্রায় এক মাসের মাথায় তাদের খোঁজ মিলেছে। বৃহস্পতিবার রাতে সুদূর মহারাষ্ট্র থেকে এই দুই নাবালিকাকে উদ্ধার করে বাড়ি ফেরাল হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিশ।

স্থানীয় এবং পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় মাসখানেক আগে স্কুল যাওয়ার সময় হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যায় দুই সহপাঠী। বাড়ির লোক বিভিন্ন এলাকায় খোঁজাখুঁজি করেও সন্ধান পাননি। এরপরই বাড়ির লোক হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করেন।

হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পারে, ওই দুই নাবালিকা হাওড়া স্টেশন থেকে গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেসে চেপে মুম্বইয়ের উদ্দেশে রওনা হয়েছে। কি উদ্দেশ্যে তারা হাওড়া গিয়েছিল, কেনই বা মুম্বইয়ের উদ্দেশে রওনা হয়েছিল সেটা এখনও পরিষ্কার নয়। তবে খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ মুম্বইয়ের রেল পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে। রেল পুলিশের তৎপরতায় তাদের মহারাষ্ট্রের কল্যাণ স্টেশন থেকে উদ্ধার করা হয়। এরপরই মহারাষ্ট্র সিডব্লিউসির মাধ্যমে তাদেরকে আদালতে তোলা হয়। চলতি মাসের ৯ তারিখ হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ তাদেরকে মহারাষ্ট্র সিডব্লিউসি-র থেকে নিজেদের হেপাজতে নেয়। বৃহস্পতিবার ওই দুই নাবালিকাকে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় নিয়ে আসা হয়েছে।

**খোঁজ মুম্বইয়ে**

এ প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, ওই দুই নাবালিকাকে ইতিমধ্যেই মালদা সিডব্লিউসি-র কাছে ভার্চুয়ালি পেশ করা হয়েছে। কী কারণে ওই দুই নাবালিকা মহারাষ্ট্রে গিয়েছিল তা তদন্ত হচ্ছে।

এদিকে, মেয়েদের সন্ধান পাওয়ায় স্বস্তি ফিরেছে পরিবারগুলির মধ্যে। তারাও এই রহস্য উন্মোচনের দিকে তাকিয়ে আছেন। তবে শোকের ছায়া নেমেছে পরিবারগুলিতে।

## সুকান্তকে আক্রমণ

**হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৭ অক্টোবর :** মঞ্চ থেকে বেলাগাম মন্তব্য করে বিতর্কে জেলা তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী। এসআইআর নিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের মন্তব্যের প্রসঙ্গ তুলে কটাক্ষ করেন। কংগ্রেসকেও একহাত নেন তিনি। শুক্রবার হরিশ্চন্দ্রপুর-২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সিম্মলনি অনুষ্ঠিত হয় করিয়ালি বাজারে।

সেখানে রহিম বক্সী বলেন, 'হরিশ্চন্দ্রপুরের কংগ্রেস নেতারা বিজেপির থেকে টাকা নিয়ে দালালি করছেন। ওঁরা প্রতিবাদ না করে ঘেউ ঘেউ করে। ভোট এলে মুখ দেখায়। পরে আর দেখা যায় না।'

## ডুবে মৃত্যু

**মালদা, ১৭ অক্টোবর :** গাজোলের মালিপাড়া এলাকার জ্যোৎস্না সরকার (৫৮) বৃহস্পতিবার দুপুরে বাড়ির পাশে একটি পুকুরে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে যান। তাঁকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেলে ভর্তি করা হয়। রাতেই মৃত্যু হয় জ্যোৎস্নার। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

PHILIPS
সোনে পে সুহাগা
22 সেপ্টেম্বর থেকে 22 অক্টোবর
প্রত্যেক ঘন্টায় সোনা জেতার সুবর্ণ সুযোগ*
+ সুনিশ্চিত উপহার#
বিনামূল্যে* Jarsome এয়ারটাইট কন্টেইনার সেট MRP ₹2299
বিনামূল্যে* Philips ফ্যাবরিক শেভার MRP ₹1695
বিনামূল্যে* Philips স্যান্ডউইচ মেকার MRP ₹1995
সোনার জন্য রেজিস্টার করতে স্ক্যান করুন
#*অফার নির্বাচিত মডেলে, শেষ স্টক থাকা পর্যন্ত 22শে সেপ্টেম্বর, 2025 থেকে 22শে অক্টোবর, 2025 পর্যন্ত বৈধ। নিয়ম ও শর্তাবলী প্রযোজ্য। বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী www.domesticappliances.philips.co.in/pages/sone-pe-suhaga-tnc-এ উপলব্ধ। সমস্ত ছবি শুধুমাত্র উপস্থাপনার উদ্দেশ্যে। প্রতি দিন 8 ঘন্টার পিরিয়ড হিসাবে ঘন্টা বিবেচিত হবে।
সমস্ত প্রধান ইলেকট্রনিক দোকানে পাওয়া যাচ্ছে।
croma
@philipshomelivingindia
@philipshomelivingindia
@smartcookingbyphilips
www.domesticappliances.philips.co.in
DEALERS KOLKATA: GREAT EASTERN TRADING CO PVT LTD - 7003608809; KHOSLA ELECTRONICS PVT. LTD. - 9874249492; RAIPUR ELECTRONICS PVT. LTD. - 9903368111; FAIRDEAL INTERNATIONAL - 9836076341; KOHINOOR ELECTRICALS - 9051011889; NU HIRAMOTI - 9831074569; HIRAMOTI ELECTRON - 9831517246; SALES EMPORIUM - +91 9147708767; GHOSE & GHOSE - 8240665766; SUR SANGEET - 9830985141; ZENITH ELECTRIC STORES - 9830472001; STAR ELECTRICALS - 9830519969; KRISHNA - 9836464641; MULTI CHANNEL ELECTRONICS - 9831180492; HOOGHLY: MITTAL ELECTRONICS - 8697881496; SILIGURI: MAHAKALI STORES (BM) (SIL) - 8944868117; HIMALAYAN SHOPPE (SIL) - 9800047400; LOKENATH ELECTRIC WORKS - 9749318624; PRANAB STORES (SIL) - 9434227298; ANURAG ENTERPRISE - 9800006868; ASANSOL: SWETA STAINLESS - 9434016571; EAGLE HOUSE - 9749148371.

GOLDEN 55 YEARS
TRUSTED JEWELLERY INSURENCE ABSOLUTLY FREE
GIA
INTERNATIONAL GEMOLOGICAL INSTITUTE
OFFER DURATION: FROM 6TH OCTOBER TO 27TH OCTOBER
₹3500/-ছাড়
প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার মজুরির ওপর।
25% ছাড়
হীরের গয়নায় হীরের মূল্যের ওপর
15% ছাড়
হীরের গয়নায় মজুরির ওপর
WITH THIS EXCITING OFFERS YOU HAVE A GOLDEN CHANCE TO WIN THE
LUCKY DRAW CONTEST
MEGA PRIZE
GOLDEN FORTUNE FEST-2025
CELEBRATE WEALTH, CELEBRATE SHINE.
প্রতি 10 গ্রাম সোনার গহনা ক্রয়ে ১টা GOLD COIN একদম FREE
TDJ
THE DACCA® JEWELLERS
SINCE- 1971
GOLD | DIAMOND | SILVER
BIS Hallmarked Gold
Free Gold Purity Check
Free Jewellery Cleaning
Customised Jewellery
Exclusive Designs by In-house Designers
Company Owned Showrooms
Internationally Certified Diamond
Instant Repair Services
Light weight Exclusive Collection
Swarna Sambriddhi Yojna
Free Jewellery Insurance
SCAN HERE TO KNOW ABOUT US
RAIGANJ
Bidhannagar More, Mohanbati, Raiganj- 733134
(03523) 252407 / +91 94755 87416
GAZOLE
Thana Road, (Opp. Gazole PS.) Gazole- 732124
(03512) 234407/ +91 80165 19111
GANGARAMPUR
D.B. Road, New Market, Gangarampur- 733124
(03521) 252407 / +91 81672 94117
Like & Follow us at:

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৪৮ সংখ্যা, শনিবার, ৩১ আশ্বিন ১৪৩২

# সম্পাদকীয়

## ছন্নছাড়া মহাজোট

বিহারে বিধানসভা ভোটের প্রচার শুরু করে দিয়েছে এনডিএ। আসন বণ্টন নিয়ে শরিকি অসন্তোষ থাকলেও রাজ্যের সমস্ত আসনে প্রার্থী ঘোষণা করে দিয়েছে শাসক শিবির। লক্ষ্য, যেনতেনপ্রকারেণ বিহারে আবার এনডিএ-র সরকার তৈরি করা। আরজেডি, কংগ্রেস ও বামেদের মহাজোটও বিহারে পালাবদল ঘটাতে মরিয়া। কিন্তু প্রথম দফা ভোটের আগে মহাজোটের ছন্নছাড়া অবস্থায় বিরোধী শিবিরের কর্মী-সমর্থকদের আত্মবিশ্বাস টলে যেতে পারে।

বিহারের ২৪৩টি আসনের মধ্যে ৬ নভেম্বর ১২১টিতে নির্বাচন। ১১ নভেম্বর বাকি ১২২টিতে ভোট। অথচ বিরোধীদের মনোভাব দেখলে মনে হবে, নির্বাচনের হয়তো এখনও অনেক দেরি। প্রথম দফার মনোনয়নপত্র পেশের শেষ দিনের আগেও আসন বণ্টন নিয়ে টালবাহানায় মহাজোটের দৈন্যদশা প্রকট। কোন দল কত আসনে প্রার্থী দেবে, সেটা ঠিক করতে মহাজোটের শরিকদের সময়ের অপচয় দেখে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য।

মহাজোটের দুই প্রধান শরিক আরজেডি এবং কংগ্রেস বিহারে নিজেদের সাংগঠনিক ক্ষমতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। অথচ সেসব ভুলে তারা আসন নিয়ে দড়ি টানাটানিতে নেমেছে। গত অগাস্টে রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে বিহারে ভোটার অধিকার যাত্রা করেছিল মহাজোট। তাতে আরজেডি, বাম সহ মহাজোটের সমস্ত শরিক শামিল হয়েছিল। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ভোট চুরির সাংঘাতিক অভিযোগকে সামনে রেখে রাহুলের ওই অধিকার যাত্রা বিহারে বিপুল সাড়া ফেলেছিল সন্দেহ নেই।

ভোট চুরির অভিযোগ না মানলেও রাহুল-তেজস্বীকে জুতসই জবাব দিতে একের পর এক জনপ্রিয় কর্মসূচি ঘোষণার পথে হাঁটতে বাধ্য হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। মুখ্যমন্ত্রী মহিলা রোজগার যোজনায় বিহারে ২৫ লক্ষ মহিলাকে ১০ হাজার টাকা করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। আরও কয়েকটি জনপ্রিয় প্রকল্প ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী।

উদ্দেশ্য, ভোট চুরি, অনুন্নয়ন, লাগামছাড়া দুর্নীতি, আইনশৃঙ্খলার অবনতি, শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল অবস্থা, কাজের সুযোগের অভাবের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে ভোটারদের নজর ঘোরানো। মহাজোটের হাতে বিহারবাসীর মন জেতার যাবতীয় রসদ মজুত থাকা সত্ত্বেও ভয়াবহ অহংবোধ, একগুঁয়েমি, আসন রফায় বিলম্ব তাদের যাবতীয় প্রচেষ্টায় বাধা সৃষ্টি করছে।

কংগ্রেস কিছুতেই ভুল থেকে শিক্ষা নেয় না। বিহারে কংগ্রেসের আম-ছালা অনেক দিন আগেই হাতছাড়া হয়েছে। রাহুলের নেতৃত্বে সেই দৈন্যদশা সামান্য কাটিয়ে উঠলেও পুরোনো জমিদারি মেজাজ যায়নি। তাই বারবার ধাক্কা খাওয়া সত্ত্বেও পুরোনো অবস্থান ছাড়তে পারছে না কংগ্রেস। অপরদিকে, আরজেডি'র আচার-আচরণ সবসময় বড় শরিকের মতো থাকছে না।

জোটধর্ম মানতে হলে অনেক ক্ষেত্রে সুর নরম করতে হয়। কিন্তু বিহারে মহাজোটের বড়, ছোট, মেজো, সেজো- কোনও শরিকই সুর নরম করতে রাজি নয়। তাই এতদিন বিহারে পরিবর্তনের স্বপ্ন তুলে ধরে এখন ভোটের ঠিক আগে মহাজোট যেন খেই হারিয়ে ফেলছে। ম্যাচ খেলতে নামার আগেই গা-ছাড়া মনোভাব জাঁকিয়ে বসেছে। অথচ শুধু সমাজমাধ্যমে হইচই করলেই বিজেপি-জেডিইউয়ের মতো শক্তিকে হারানো বিহারের মাটিতে সম্ভব নয়।

বিহারে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উঠলেও মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের জনপ্রিয়তা এখনও অটুট। সেটা বিজেপিও জানে। তাই তাঁকে সামনে রেখেই ভোটযুদ্ধে নেমেছে এনডিএ। তাঁর দাবি মেনে বিজেপি ও জেডিইউ সমসংখ্যক আসনে লড়ছে। চিরাগ পাসোয়ান, জিতনরাম মাঝি, উপেন্দ্র কুশওয়াহারা অতিরিক্ত আসন চেয়ে বারবার দরবার করলেও শেষমেশ তাঁদের দাবিকে একপ্রকার উপেক্ষাই করা হয়েছে।

প্রায় ২০ বছর ধরে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে থাকলেও এবং বারবার শিবির বদলালেও নীতীশ বিহারে এখনও বিশেষ করে মহিলাদের কাছে সুশাসনবাবু হিসেবে পরিচিত। এমন শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে মহাজোটের আরও বেশি বিচক্ষণতা এবং সূক্ষ্ম কূটবুদ্ধির পরিচয় দেওয়া উচিত ছিল। তা না করে আসন নিয়ে দ্বন্দ্বে নিজেদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে তুলছে আরজেডি, কংগ্রেস।

## অমৃতধারা

'এই দেহ ত্যাগ করার পূর্বে যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গুলির বেগ এবং কাম ক্রোধের বেগ সহন করতে সক্ষম হন, তিনিই যোগী এবং এই জগতে তিনিই সুখী হন।' এইজন্য এটা বলার তাৎপর্য হচ্ছে প্রকৃত সুখ অন্বেষণকারী ব্যক্তিকে জড়েন্দ্রিয়জাত সুখের পিছনে ধাবিত না হয়ে আত্মানুভূতি লাভ মার্গে মনোনিবেশ করে প্রকৃত চিন্ময় সুখ বা আনন্দ লাভ করার জন্য প্রচেষ্টা করতে শাস্ত্র উপদেশ প্রদান করেছেন। আমরা জানি যে, আমাদের শরীরের মধ্যে ইন্দ্রিয়গুলির ছ'টা বেগ আছে। বাক্যের বেগ, ক্রোধের বেগ, মনের বেগ, উদরের বেগ, জননেন্দ্রিয়ের বেগ এবং জিহ্বার বেগ- এই ছ'প্রকার বেগ আছে। এইসব বেগ ভগবৎ সেবার মাধ্যমে দমন করতে হবে।

**-ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ**

# বলো কোথায় আলো, কোথায় কালো

কালীপুজোর আবহে নারী সুরক্ষার প্রশ্ন ফিরল। ফিরল স্বাধীনতা-স্বেচ্ছাচারিতার ফারাকের প্রশ্ন।

**রূপায়ণ ভট্টাচার্য**

চুরাশি বছরের অনাদিবেন মফতভাই প্যাটেলকে থামানো যাচ্ছে না এখন। একজন মা, মাসি বা ঠাকুমা হিসেবেই হয়তো কথাগুলো বলছেন তিনি। তবে যা বলছেন, তা নিয়েই বড়সড়ো বিতর্ক হচ্ছে। হতে বাধ্য।

অনাদিবেনের পরিচয়টা আগে দিয়ে রাখা ভালো। নরেন্দ্র মোদির পরে তিনিই হন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী। ৭৫ বছর হয়ে গিয়েছিল বলে নিজেই দায়িত্ব ছেড়ে দেন। মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় হয়ে উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল করে তাঁকে পাঠায় বিজেপি। সরোজিনী নাইডুর পরে উত্তরপ্রদেশের প্রথম মহিলা রাজ্যপাল অনাদিবেন। তাঁর আগে কেউই এতদিন রাজ্যপাল থাকেননি সে রাজ্যে।

ভদ্রমহিলা প্রথমে বালিয়ায় বোমা ফাটিয়েছিলেন। পরে বারাণসীতে বোমা। তারপর আলিগড়ে। শেষ পাঁচদিনে দু'বার।

বারাণসীতে তিনি মেয়েদের লিভ ইন সম্পর্কে যাওয়ার ব্যাপারে তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলেন, 'কখনও লিভ ইন সম্পর্কে থেকো না। এই সম্পর্ক থেকে দূরে থেকো। নিজের জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত খুব সযত্নে নাও। মনে রেখো কীভাবে মেয়েদের ৫০ টুকরো করে দেওয়া হয়েছিল।'

দু'দিন পরে আলিগড়ে যেটা বলেছেন, তা আসলে লাভ জিহাদের বিরুদ্ধেই সোচ্চার হওয়া! তাঁর মন্তব্য, 'অনেক সময় অনেক লোক নাম বদলে তোমাদের লোভ দেখিয়ে নিয়ে চলে যাবে। তারপরে কাজ হাসিল করে তোমাদের রাস্তায় ফেলে চলে যাবে।'

লিভ ইন সম্পর্কের বিরুদ্ধে অনাদিবেনের তোপ দাগা প্রথম নয়। এর আগে বালিয়াতে এক বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনিই বলেছিলেন, 'লিভ ইন সম্পর্কের কী পরিণতি, তা এখন অনাথ আশ্রমে গেলেই বোঝা যায়। অনেক পনেরো থেকে কুড়ি বছর বয়সি মেয়েকে দেখা যাবে এক বছরের শিশু কোলে দাঁড়িয়ে।'

আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক'দিন আগেই মেয়েদের বেশি রাতে বাইরে থাকা নিয়ে সতর্ক করেছিলেন। দুর্গাপুরের মেডিকেল কলেজের ধর্ষিতা ছাত্রী সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, রাত সাড়ে বারোটার পরেও কেন মেয়েটি বাইরে ছিল?

অনাদিবেন এবং মমতা, একজন রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের কোথাও অনেকটা মিল রয়েছে, আবার কোথাও প্রচুর অমিল। মমতা লিভ ইন বা লাভ জিহাদের দিকে কোনওদিনই যাননি, এবারও নয়। দুজনের বক্তব্যে মিল মেয়েদের সতর্ক করার ক্ষেত্রে।

মমতা যে প্রশ্নটা তুলেছেন, তার দুটো দিক আছে। দীর্ঘ মন্তব্যে তিনি বলেছিলেন, 'বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলির উচিত পড়ুয়াদের, বিশেষত ছোট মেয়েদের রাতে বাইরে বেরোতে না দেওয়া। তাদের নিজেদেরও সুরক্ষিত থাকতে হবে।' তাঁর পরবর্তী মন্তব্যে ছিল আক্ষেপেরই সুর, 'বিভিন্ন রাজ্যের যে সমস্ত ছেলেমেয়ে পড়তে আসেন, তাঁদেরও আমি অনুরোধ করব, রাত্রিবেলা না বেরোতে। কারণ, পুলিশ তো জানতে পারে না, কে কখন রাতে বেরিয়ে যাচ্ছে। বেসরকারি মেডিকেল কলেজেরও একটা দায়িত্ব আছে। পুলিশ তো বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বসে থাকবে না। কেউ যদি রাত সাড়ে ১২টায় বেরিয়ে কোথাও যায়... ঘটনাটা নিন্দনীয়। আমি ঘটনাটাকে সমর্থন করছি না। যে যেখানে খুশি যেতে পারে। সেটা তার অধিকার। কিন্তু যারা হস্টেলে থাকে, তাদের একটা নিয়ম আছে।'

এক যুগ আগে অনেকটা একইরকমভাবে সেই প্রশ্নটা তোলা হয়েছিল রাজধানীতে এক প্যারামেডিকেল ছাত্রী ধর্ষিত হওয়ার সময়। কেন মেয়েটি পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে এত রাতে বেরিয়েছিল?

মেয়ে হলেই যে সে রাতে বেরোতে পারবে না, এ তো কখনও হতে পারে না। এই আকাশ তার, এই বাতাস তার, এই মাটিও তার। তার সমবয়সি কোনও ছেলে যদি রাতে বেরোতে পারে, মেয়েটিরও পারা উচিত। রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীদের উচিত এদের জন্য যথেষ্ট নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। একেবারে চিরাচরিত মা-ঠাকুমার মতো কথা না বলে সেই কাজটাই করা বেশি জরুরি।

অবশ্যই তার পরেও থেকে যাচ্ছে বেশ কিছু প্রশ্ন। মমতা যে কথাটা বলেছেন, সেটা কোন প্রেক্ষাপটে বলেছেন, তা দেখলে তাঁকে খুব দোষ দেওয়া যায় না। একজন তরুণী যদি সন্ধের পরে নিরাপত্তা খতিয়ে না দেখে তাঁর বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে জঙ্গলে চলে যান, তা হলে কি পুলিশের দায়িত্ব সেখানেও তাঁকে নিরাপত্তা দেওয়া? সব দেশের পরিস্থিতি যেমন সমান হয় না, সব শহর বা গ্রামেরও পরিস্থিতি এক হতে পারে না। কমবয়সি মেয়েদের এই পরিস্থিতিও বোঝা দরকার। রাজধানী নয়াদিল্লির রাজপথে যা চলতে পারে, দুর্গাপুরের জঙ্গলে সেই নীতি খাটবে না। অনাদিবেনও একই ধরনের কথা বলেছেন, 'মেয়েদের নিজের নিরাপত্তা নিয়ে বেশি সতর্ক থাকা উচিত।'

এ কথা পরিষ্কার, অনাদিবেনের কথাবার্তার মধ্যে ফুটে উঠেছে বিজেপির লাইনের কিছু পর্যবেক্ষণ। সামাজিক বিয়েতেই জোর এবং লাভ জিহাদের বিপক্ষে জিহাদ ঘোষণা। এ সব তো যোগী-রাজ্যে বিজেপি নেতাদের মুখেই শুনে থাকি আমরা।

অনাদিবেন তো নিছক একজন মা-ঠাকুমা নন, গুজরাটের শিক্ষামন্ত্রীও ছিলেন একটা সময়। শিক্ষক হিসেবে সর্দার সরোবর বাঁধে স্কুল পিকনিকে গিয়ে নর্মদা নদীর জলে ভেসে যাওয়া দুই ছাত্রীকে বাঁচিয়ে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছিলেন। বিজেপির কেশুভাই প্যাটেল ও নরেন্দ্র মোদি তখনই তাঁকে বিজেপিতে আসার প্রস্তাব দেন।

শুধু উচ্চশিক্ষা নেব, এই জেদ থেকে অনাদিবেন এমন এক স্কুলে ভর্তি হন, যেখানে মাত্র তিনজন ছাত্রী। শিক্ষামন্ত্রী থাকার সময় তিনি গুজরাটে এক প্রকল্প নিয়েছিলেন, যাতে স্কুলে ভর্তির সংখ্যা একশো শতাংশ বেড়ে যায়। যা রাজ্যে এখনও রেকর্ড। তিনি লাভ জিহাদ বা লিভ ইন সংক্রান্ত এসব কথা কী করে বলছেন, প্রশ্ন থাকবে।

মেয়েদের সচেতন করার ভাষায় মিশে থাকছে তাদের পায়ে শৃঙ্খল পরানোর ভাবনা। যা উত্তরপ্রদেশ বা গুজরাটের গ্রামীণ ভাবনার সঙ্গে মিলে যায়। মিলে যায় বিজেপির ভাবনার সঙ্গেও। কিন্তু অনাদিবেন যখন বলেন, 'অভিভাবকরা মেয়েরা রাত আটটার পরে বাড়ি ঢুকলেই প্রশ্ন করেন। অথচ ছেলেরা রাত বারোটার সময় বাড়ি ফিরলেও প্রশ্ন করেন না। এই মানসিকতা পালটানো দরকার।' তখন সেই কথাটা ফেলে দেওয়া যায় না।

কালীপুজোর কথা ভেবে ইতিমধ্যেই আলোয় আলোয় সাজতে শুরু করে দিয়েছে গোটা দেশ। দীপাবলি তো দেশের সবচেয়ে বড় উৎসব। অথচ দেখুন এতদিনেও আমরা মেয়েদের জন্য রাতে আলো জ্বেলে রাখতে পারিনি। রাতের আকাশ দিয়ে এখন উড়ে গেলে ভারতের মানচিত্রে চোখে পড়বে হাজার হাজার আলো, বাড়তি আলো। অথচ মেয়েদের জন্য আমাদের রাত্রিবেলার আলো নিভে যাবে কেন? তাদের জন্যও থাকুক রাতের আকাশ, রাতের স্টেশন, রাতের রাজপথ।

দুর্গাপুরের জঙ্গলে এক ডাক্তারি পড়ুয়া তরুণীর ওপর অত্যাচারের ঘটনায় রাজনীতির চর্চা অনেকটা থিতিয়ে আসছে তাঁর বয়ফ্রেন্ড ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়ায়। মেয়েটির বাবা ওড়িশার। তিনি বাংলায় এসে প্রথমে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন এই রাজ্যের প্রশাসনের। দু'দিনের মধ্যে মমতাকে বলছেন মা দুর্গা।

তাঁর অভাবনীয় যন্ত্রণার কথা জেনে, তাঁকে সম্মান জানিয়ে এটুকু বলা যায়, এখন সব অভিভাবকেরই সময় এসেছে পরিস্থিতি ভালো করে খতিয়ে দেখে কথা বলার। চটজলদি মন্তব্য করার দিন শেষ। কেননা বহু ক্ষেত্রে অভিভাবকরাই আর সন্তানদের ভালো করে চেনেন না। তাঁরা জানেন না, সন্তান সারাদিন ঠিক কী করে। মাসকয়েক আগে দুর্গাপুরের হাইওয়েতেই একটি মেয়ের বক্তব্য ঘিরে তোলপাড় হল রাজ্য। পরে দেখা গেল, বয়ানই বানানো। তাঁর গাড়িকে কেউ তাড়া করেনি।

ওড়িশার মেয়েই পাকেচক্রে জড়িয়ে গিয়েছে বলে ওড়িশার দিকে চোখ রাখা যাক। এখানে বাংলা বনাম ওড়িশায় আইন নিয়ে আলোচনার কোনও ইচ্ছেই নেই। সে রাজ্যে পালাবদলের পরেই প্রবল উত্তাল মেয়েদের ওপর অত্যাচার নিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি বিধানসভাতে গত এপ্রিলেই যা হিসেবে দিয়েছিলেন, তা ভয়ংকর চিন্তার। ভাবতে হবে, ওটাই দেশে মেয়েদের পক্ষে সবচেয়ে খারাপ পরিসংখ্যান কি না।

মোহন বলেছিলেন, গত ৮ মাসে মেয়েদের বিরুদ্ধে ১৬০০ ক্রাইম হয়েছে। তার মধ্যে গণধর্ষণের ঘটনা ৫৪। ধর্ষণের ঘটনা এক বছরের মধ্যে ২৮২৬ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০৫৪। ভাবুন তো!

এক নারী দিবসে ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর একটা লেখাই শুরু হয়েছিল কলকাতার আরজি করে নারী ডাক্তারের ওপর অত্যাচারের ঘটনা দিয়ে। লেখার শিরোনাম ছিল—উইমেন্স সেফটি, এনাফ ইজ এনাফ। সেখানে একটা সময় তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের সৎ ও নিরপেক্ষ আত্মসমীক্ষা দরকার।'

এই আত্মসমীক্ষার মধ্যেই পড়বে নারীর স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারের সীমারেখা তৈরির দক্ষতা। যা আদর্শ শিক্ষা না থাকলে আয়ত্তে আনা অসম্ভব। কয়েক বছর আগে মালদার এক হোমে ক্লাস ফাইভের ছাত্রীকে নিয়ে হিমসিম খেয়েছিল হোম কর্তৃপক্ষ। উদ্ধার করে বাড়িতে পাঠালেও সে থাকত না। পরপর তিনবার তিনটি ছেলের সঙ্গে পালিয়ে যায়। শেষবার যখন হোমে এল, সে অন্তঃসত্ত্বা। বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়া বহু নাবালিকারই জায়গা হয়েছে রেড লাইট এলাকায়।

অনাদিবেন বা মমতা বা দ্রৌপদী তিনজনই জীবনের ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করে লড়াই করে প্রতিষ্ঠিত নারী। জাতীয় রাজনীতির অতিপরিচিত মুখ, দেখেছেন লক্ষ নারীর জীবন। নারী নিরাপত্তা নিয়ে তাঁদের অনেক পর্যবেক্ষণই উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। বিজেপি লাইন, তৃণমূল লাইন, কেন্দ্রীয় সরকারি লাইন, রাজ্য সরকারি লাইন নিয়ে না ভেবে তাঁদের কথার কিছু অংশ গুরুত্ব দিয়ে ভাবা দরকার।

স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারের মাঝে শিক্ষার আলো পড়লেই মা কালীর কালো রূপ আরও আলো ছড়াবে।

## আজ

**১৯২৫**

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন কৃষক নেত্রী ইলা মিত্র।

**১৯৪০**

অভিনেতা পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

## আলোচিত

মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গে গিয়ে বসে থাকলেন, বিরোধী দলনেতাও ত্রাণ নিয়ে ছুটলেন। উত্তরবঙ্গের বন্যায় সবাই ছুটছেন। অথচ তিন মাস ধরে মুর্শিদাবাদের গঙ্গাভাঙনে কেউ নজর দেননি। আমরা নির্বোধ। তাই সবাই পার পেয়ে যায়। সময় এলে মানুষ জবাব দেবে।

**- হুমায়ুন কবীর**

## ভাইরাল/১

দুই তরুণী ও এক তরুণ। ছোটবেলার বন্ধু। একে-অপরকে ছেড়ে থাকার কথা ভাবতেও পারেন না। ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাঁরা বিয়ে করলেন। কর্ণাটকের চিত্রদুর্গা জেলায় সেই বিয়ের অনুষ্ঠানের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়াতেই নিমেষেই ভাইরাল। কেউ কেউ অভিনন্দন জানালেও বেশিরভাগই নিন্দায় মুখর। তিনজনের পরিবার অবশ্য গা করেনি।

## ভাইরাল/২

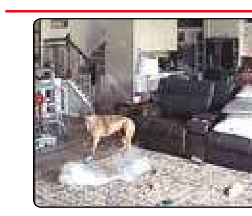

উত্তর ক্যারোলিনার চ্যাপেল হিলের একটি বাড়িতে পোষ্য কুকুর থাকে। বাড়িতে যখন কেউ ছিল না, সেটি একটি পাওয়ার ডিভাইসের ওপরের সুরক্ষা কভারটি মুখ দিয়ে খুলে দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যে সেটি ফেটে আগুন লেগে যায়। কুকুরটি পালিয়ে যায়।

## জনমত

জনমন

### দুর্ঘটনা থেকে শিক্ষা নেওয়া জরুরি

সামনেই দীপাবলি। সবাই মেতে উঠবেন পুজোর আনন্দে। শহরে এখন ব্যস্ততা। দোকানে দোকানে কেনাকাটার হিড়িক। এরই মাঝে ঘটে গেল আরও এক মর্মান্তিক ঘটনা। ধূপগুড়ি থানা রোডে রাস্তার পাশেই একটি মিষ্টির দোকানের বাইরে ভাজা হচ্ছিল বেশ কিছু সামগ্রী। সেসময় পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা। হঠাৎই তাঁদের একটি গোরু তাড়া করলে তাঁরা প্রাণভয়ে এদিক-ওদিক দৌড়াতে গিয়ে দোকানের ওই ফুটন্ত তেলের কড়াইয়ে পড়ে হাত-পা পুড়িয়ে ফেলেন। তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। অথচ এ বিষয়ে দোকান মালিকের ন্যূনতম ভুল স্বীকারোক্তি নেই। প্রশাসনের কাছে আমার অনুরোধ, এভাবে দোকানের সামগ্রী রাস্তার পাশে যেন না ভাজা হয়। ধূপগুড়ি ছাড়াও গয়েরকাটা, বানারহাট, বিন্নাগুড়ি, চামুর্চি সহ আরও বেশ কয়েকটি জায়গায় এভাবে রাস্তার ধারে সামগ্রী ভাজা হয়। কিন্তু দোকান মালিকরা এ ব্যাপারে নীরব। তাঁদের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। এতে যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। দশমীতেও ধূপগুড়ি শহরে পথ দুর্ঘটনায় বেশ কয়েকজন প্রাণ হারান। অতএব দুর্ঘটনা রুখতে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি প্রশাসনিক নজরদারিও প্রয়োজন। বিষয়টি ভেবে দেখার অনুরোধ রইল।

**সুনীতা দত্ত**
**গয়েরকাটা, জলপাইগুড়ি।**

### সুষ্ঠু হোক স্বাস্থ্য পরিষেবা

শুধুই কি প্রতিশ্রুতি! দিন আসে দিন যায় কিন্তু স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন হয় না। যখন চারদিকে উন্নয়নের ছোঁয়া। প্রায় দু'বছর হতে চলল ধূপগুড়ি মহকুমার। ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল মহকুমা হাসপাতালে উন্নীত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, মহকুমা হাসপাতাল হলেও পরিষেবা প্রায় আগের মতোই। এখনও কোনও রোগীর আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি হলে প্রাথমিক চিকিৎসা করেই তাঁকে জলপাইগুড়ি রেফার করে দেওয়া হয়। এমনকি পর্যাপ্ত নার্সিংহোমও নেই যেখানে সময়ের মধ্যে আশঙ্কাজনক রোগীকে নেওয়া যায়। এর ফলে কোনও রোগী মাঝরাস্তায় বা হাসপাতালে গিয়ে প্রাণ হারাচ্ছেন। স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রায় এভাবেই ধুঁকছে। এই অবস্থায় প্রশাসনের স্বাস্থ্য পরিষেবার দিকে আরও নজর দেওয়া উচিত। হাসপাতালের পরিষেবা যেন উন্নত করা হয় যাতে আর কাউকে সময়ের সংকুলানে প্রাণ না হারাতে হয়।

**প্রতিমা কুণ্ডু, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি।**

# উৎসব যায়, আবর্জনা ভাবায়

আমরা দেবীকে পুজো করি, কিন্তু তাঁর আশপাশের প্রকৃতিকে অপবিত্র রেখে চলি। ভবিষ্যতের কথা না ভেবেই।

**শমিত বিশ্বাস**

কিছুদিন আগের কথা। দুর্গাপুজো কয়েকদিন আগেই শেষ হয়েছে। পাড়ার মোড়ে তখনও দাঁড়িয়ে বাঁশের খুঁটি, আধভাঙা মণ্ডপ, শুকনো ফুলের গন্ধে ভারী হাওয়া। মহানন্দার ধারে পড়ে আছে কয়েকটি অর্ধগলিত প্রতিমা-- মায়ের মুখের পাশে এক টুকরো ভাঙা সিঁদুরদানির মতো নিঃশব্দ ব্যথা। দূরে কিছু শিশু সেই প্রতিমার চোখে লেগে থাকা রঙিন কাগজ টেনে হাসছে। দেবীর নয়নে এখন গভীর ক্লান্তি। এই শহরের পাশাপাশি চেনা-অচেনা নানা জায়গা যেমন উৎসবের দিনগুলিতে আলোর স্রোতে ভাসে, তেমনই উৎসব শেষে ডুবে যায় আবর্জনার অন্ধকারে। পাড়ার মন্দিরের পাশের নালা উপচে পড়ে প্লাস্টিকে, ক'দিনের ধূপ, ফুল, ভোগের থালায়। কেউ ময়লা তুলতে আসে না। যারা প্রচুর ছবি তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্যাপশন লিখেছিল, 'দেবী মায়ের আশীর্বাদে শান্তি আসুক পৃথিবীতে।' তারাও নয়।

এককালে, আমার গ্রামের বিজয়ার পরদিন, সকলে মিলে মাঠ পরিষ্কার করত। বুড়ো ঠাকুরমশাই বলতেন, 'ভক্তির পরে দায়িত্বই ধর্ম।' ছেলেরা ফুল কুড়িয়ে নদীতে ফেলত না-- গর্ত খুঁড়ে পুঁতে রাখত, যেন মা ধরায় ফিরে যান। মেয়েরা আঙিনায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে মাটি ধুয়ে দিত, যেন পবিত্রতার ছোঁয়া টিকে থাকে। আজ সে দিন নেই। আজ মানুষ শুধু উৎসব চেনে, ভক্তি নয়; আলো চেনে, পরিচ্ছন্নতা নয়; সামাজিকতা চেনে, দায়িত্ব নয়।

একদিন দেখেছিলাম, এক বৃদ্ধা নদীর ঘাটে কাগজের ফুল তুলে শুকোতে দিয়েছেন রোদে। জিজ্ঞেস করেছিলাম-- 'দিদিমা, এইসব নোংরা ফুল নিয়ে কী করবেন?'

তিনি মৃদু হাসলেন, বললেন-'নোংরা নয় বাবা, এগুলোও মায়ের শরীরের অঙ্গ। ধুয়ে দিলে আবার সুন্দর হবে।' তাঁর সেই কথাটাই কেমন যেন কানে বাজে এখনও। হয়তো সমাজও তেমনই- আমরাই নোংরা করি, আমরাই আবার ধুয়ে দিতে পারি।

ধর্ম মনের পরিচ্ছন্নতা শেখায়। উৎসবের পরের দিনটা পরীক্ষা এলে একটা পরীক্ষা। আর আমরা সেই পরীক্ষায় বারবার ফেল করে আসছি। আজও করছি। আমাদের উৎসব এখন প্যান্ডেল, আলো, বাজি আর অনলাইন প্রতিযোগিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। আমরা দেবীকে পুজো করি, কিন্তু তাঁর আশপাশের প্রকৃতিকে অপবিত্র রেখে যাই। নদী, গাছ, মাটি-- সব আমাদের এহেন ভক্তির 'নিঃশব্দ শিকার'। একটা সমাজের মহত্ব বোঝা যায় তার পরদিনের আচরণে-- যখন ঢাক থেমে যায়, আলো নিভে যায়, কিন্তু দায়িত্ব তখনও জ্বলে থাকে।

যদি সত্যিই দেবীকে পুজো করতে চাই, তবে সেই আলো ফিরিয়ে আনতে হবে নিজের ভিতরে-- যেখানে পরিচ্ছন্নতা, সহানুভূতি, আর দায়বদ্ধতা থাকবে ভক্তির মতোই পবিত্র। তাই প্রতিটি উৎসবের পরদিন সকালেই শুরু হোক আমাদের প্রকৃত পুজো-- সমাজের, প্রকৃতির আর নিজের প্রতি। তবেই আমরা এই সমাজকে আগামীর জন্য উপযুক্ত করে রেখে যেতে পারব। বরাবরের জন্য।

*(লেখক শিক্ষাকর্মী ও সমাজসেবী)*

**সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।**
**ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।**
**মেল—ubsedit@gmail.com**

## শব্দরঙ্গ ■ ৪২৬৯

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | | ২ | ★ | ৩ | | ৪ |
| | ★ | ★ | | ★ | | ★ | |
| | ★ | ★ | ৫ | | | ৬ | |
| ৭ | ৮ | | ★ | ★ | ★ | | ★ |
| ★ | | ★ | ★ | ★ | ৯ | | ১০ |
| ১১ | | ১২ | | ১৩ | ★ | ★ | |
| | ★ | | ★ | | ★ | ★ | |
| ১৪ | | | ★ | ১৫ | | | |

**পাশাপাশি :** ১। অপ্রয়োজনীয় বা বাজে জিনিসপত্র ৩। দুর্গ রক্ষার জন্য কাটা খাল ৫। উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধ ভাগ করেছে যে রেখা ৭। দেখতে এবড়ো খেবড়ো হলুদ রংয়ের ডেউয়া ফল ৯। একটি ফুলের নাম ১১। স্বামীর বড় দাদা বা ভাশুর ১৪। অপরাধের জন্য আটক ব্যক্তি ১৫। যেখানে সভা হবে।

**উপর-নীচ :** ১। একেবারে সাম্প্রতিক বিষয় ২। চুল বাঁধার একটা বিশেষ ধরন ৩। সরাসরি নয়, ঘুরিয়ে ৪। বিনা প্রয়োজনে ৬। রেহাই বা শ্রদ্ধা ৮। যে পাখি বনেও থাকে, পোষও মানে ১০। ছড়ার তোতাপাখি যে ফলের গাছে থাকে ১১। উথলে ওঠা ১২। ঠাকুরমা ১৩। অভিজাত।

### সমাধান ■ ৪২৬৮

**পাশাপাশি :** ১। ধনেশ ৩। মাছি ৫। রিঠা ৬। মামদো ৮। জীমূত ১০। পঞ্জর ১২। ধিক্কার ১৪। চাকু ১৫। নিষ্ক ১৬। লঙ্ঘন।

**উপর-নীচ :** ১। ধর্মধ্বজী ২। শরিয়ত ৪। ছিলিম ৭। দোলা ৯। ঢিবি ১০। পর্যাকুল ১১। রমজান ১৩। চাটনি।

## বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

শ্যামা মা কি আমার... কলকাতায়। শুক্রবার। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

# ২৯ হাজার কোটি ঋণ নিচ্ছে রাজ্য

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

**কলকাতা, ১৭ অক্টোবর :** বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প চালাতে গিয়ে রাজ্য সরকারের আর্থিক অবস্থা চরম খারাপ জায়গায় দাঁড়িয়েছে। আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে ফেব্রুয়ারি মাসে রাজ্য সরকার ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশ করবে। ভোটের আগে রাজ্য সরকার নতুন জনমোহিনী প্রকল্প আনতে পারে বলে মনে করছেন অনেকেই। এই পরিস্থিতিতে ভাঁড়ার সামলাতে চলতি আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে অর্থাৎ অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে রাজ্য সরকার আবার ২৯ হাজার কোটি টাকা বাজার থেকে ঋণ নিতে চলেছে। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে অর্থ দপ্তর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে। এর ফলে চলতি আর্থিক বছরে মোট ৭৮ হাজার কোটি টাকা বাজার থেকে রাজ্য সরকার ঋণ নিচ্ছে। চলতি আর্থিক বছরের শেষ তিন মাসে ফের বাজার থেকে ঋণ নিলে তা ১ লক্ষ কোটি টাকাও ছুঁয়ে যেতে পারে।

চলতি আর্থিক বছরের (২০২৫-২০২৬) বাজেট পেশের সময় অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বাজার ঋণ ধার্য করেছিলেন ৮২ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু শ্রমশ্রীর মতো নতুন প্রকল্প চালু করার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে সময়মতো বিভিন্ন প্রকল্পের বরাদ্দ না আসায় রাজ্য সরকারের নিজস্ব ব্যয় বেড়ে গিয়েছে বলে দাবি করেছেন অর্থ দপ্তরের কর্তারা।

রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'রাজ্য সরকার নিজস্ব আয় না বাড়িয়ে একের পর এক ভাতা চালু করেছে। রাজ্য সরকারের আয়ের উৎস বলতে একমাত্র মদ বিক্রি। রাজ্যকে দেউলিয়া করে দিচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার।' যদিও এই দাবি সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের প্রাপ্য অর্থ আটকে রেখেছে। কিন্তু রাজ্য সরকার রাজ্যের মানুষকে বঞ্চিত করছে না। রাজ্য সরকার নিজস্ব ক্ষমতার মধ্যে থেকে ঋণ নিচ্ছে।' বিরোধী দলনেতার মন্তব্যের জবাবে তিনি বলেন, 'বিরোধী দলনেতা রাজ্যের স্বার্থে কেন্দ্রের কাছে টাকা ছাড়ার দাবি করুন। তিনি তো রাজ্যের মানুষকে বঞ্চিত করছেন।'

## আজ টিভিতে

গামী বিকেল ৩.৪৬ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

### সিনেমা

**কালার্স বাংলা সিনেমা :** সকাল ৯.৪৫ অগ্নিপরীক্ষা, দুপুর ১২.৪৫ এমএলএ ফাটাকেষ্ট, বিকেল ৩.৩০ নাচ নাগিনী নাচ রে, সন্ধে ৭.০০ সেজবউ, রাত ১০.০০ কেঁচো খুঁড়তে কেউটে
**জলসা মুভিজ :** সকাল ১০.৩০ হাবজি গাবজি, দুপুর ১.০০ অরুন্ধতী, বিকেল ৪.০০ অন্ধবিচার, সন্ধে ৭.০০ সকাল সন্ধ্যা, রাত ১০.৩০ রাজমহল
**জি বাংলা সোনার :** সকাল ৯.৩০ সংঘর্ষ, দুপুর ১২.০০ দেবীবরণ, ২.৩০ নাগিন কন্যা, বিকেল ৫.০০ বরকনে, রাত ১১.০০ তিনমূর্তি
**ডিডি বাংলা :** দুপুর ২.৩০ ভয়, সন্ধে ৭.৩০ রাখাল রাজা
**কালার্স বাংলা :** দুপুর ২.০০ রাজু আঙ্কল
**আকাশ আট :** বিকেল ৩.০৫ ওগো বিদেশিনী
**অ্যান্ড পিকচার্স :** বেলা ১১.৪৭ এন্টারটেইনমেন্ট, দুপুর ২.১২ লকডাউন ওয়েডিং, বিকেল ৪.২৮ আই, সন্ধে ৭.৩০ উরি : দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, রাত ৯.৫৪ ভৈরভাকোনা
**জি বলিউড :** বেলা ১১.১০ পরদেশী, দুপুর ১.৫১ বিবি নাম্বার ওয়ান, বিকেল ৪.৩৮ তুফান, রাত ৮.০০ ক্রান্তিবীর, ১০.৪৫ বাদশা
**অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি :** সকাল ১০.৫৫ উড়তা পাঞ্জাব, দুপুর ১.২৩ সাম বাহাদুর, বিকেল

রাখাল রাজা
সন্ধে ৭.৩০ ডিডি বাংলা

সুপার স্নেকস সন্ধে ৭.১১
অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

৩.৪৬ গামী, সন্ধে ৬.১৫ তুফান, রাত ৯.০০ ফ্লাইট
**রমেডি নাউ :** দুপুর ১২.২৪ স্ট্রিট ডান্স-টু, বিকেল ৫.৪৪ লে দ্য ফেভারিট, সন্ধে ৭.১৫ দ্য থমাস ক্রাউন অ্যাফেয়ার, রাত ৯.০০ পিএম আই লভ ইউ, ১১.০১ মি বিফোর ইউ

মরিচ মালাই পনির রান্না শেখাবেন গুরুপ্রসাদ ও সঞ্চিতা কর্মকার।
রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

# শোভনকে দায়িত্ব

## মমতা-সাক্ষাতের পর এনকেডিএ চেয়ারম্যান

**কলকাতা, ১৭ অক্টোবর :** মাঝে ৭ বছরের ব্যবধান। ২০১৮ সালে কলকাতা পুরসভার মেয়র ও রাজ্যের মন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে রাজনীতি থেকে সরে গিয়েছিলেন শোভন চট্টোপাধ্যায়। সম্প্রতি পুজোর আগে চতুর্থীর দিন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। তখন থেকেই রাজনৈতিক জল্পনা শুরু হয়েছিল। ৩ দিন আগেই পাহাড়ে ঘনিষ্ঠ বান্ধবী বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন তাঁর প্রিয় কানন। তিনি যে ফের রাজনীতিতে সক্রিয় হতে চলেছেন, তা তখনই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এরপর শুক্রবার রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রধান সচিবের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, নিউটাউন-কলকাতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা এনকেডিএ-র চেয়ারম্যান পদে বসানো হচ্ছে শোভন চট্টোপাধ্যায়কে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনেও তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবেন তাও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে এদিন দক্ষ সংগঠক শোভনের বক্তব্যে।

এদিন বিকালে শোভন বলেন, 'আমার চোখের সামনে নিউটাউন শহর গড়ে উঠেছে। দিদি আমাকে যখন যা দায়িত্ব দিয়েছেন, তখন তা পালন করেছি। আমাকে দিদি নতুন দায়িত্ব দিয়েছেন। আমি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করব সেটা সফলভাবে পালন করতে। নিউটাউন-রাজারহাটকে আরও সুন্দর করে কীভাবে সাজানো যায় আমার কাছে সেটাই প্রধান লক্ষ্য।'

দল ছাড়ার পর গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে কয়েকদিনের জন্য বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন শোভন চট্টোপাধ্যায়। তাঁর পুরোনো কেন্দ্র বেহালা পূর্ব থেকে তিনি বিজেপির প্রার্থী হতে চেয়েছিলেন। এই কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী করেছিল শোভনের স্ত্রী রত্না চট্টোপাধ্যায়কে। কিন্তু বিজেপি শোভনকে টিকিট দেয়নি। তাই ভোটের সময় থেকেই শোভন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিলেন। গত ৩ বছরে ফের মমতার কাছাকাছি আসতে শুরু করেন শোভন। গত দু'বছর ভাইফোঁটায় ঘনিষ্ঠ বান্ধবী বৈশাখীকে নিয়ে দিদির কাছে ফোঁটাও নিতে যান তিনি। কিন্তু রাজনীতিতে ফেরার কথা জিজ্ঞাসা করলে তাঁর জবাব ছিল, সময়ই কথা বলবে।

চতুর্থীতে অভিষেকের সঙ্গে প্রায় ৩ ঘণ্টা বৈঠক করে জল্পনা উসকে দিয়েছিলেন শোভন। সেদিন তিনি বলেছিলেন, 'অভিষেকের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। আমি আগামীদিনে কী করব তা সময়মতো জানতে পারবেন।' পুজোর পর বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ পরিদর্শনে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। হঠাৎ মমতার সঙ্গে দেখা যায় শোভন ও বৈশাখীকে। তখন জল্পনা আরও গভীর হয়। কিন্তু তিনি সেদিন কিছু জানাননি। শুক্রবারই উত্তরবঙ্গ সফর সেরে কলকাতায় ফিরেছেন মমতা। তারপরই শোভনকে এনকেডিএ-র চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করার বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। ফলে উত্তরবঙ্গের বৈঠকেই যে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল তা নিশ্চিত। দীর্ঘদিন পরে প্রশাসনিক পদে ফিরলেন শোভন।

# ফের বেসুরো হুমায়ুন

**কলকাতা, ১৭ অক্টোবর :** এর আগেও বার বার বেফাঁস মন্তব্য করে দলের কাছে ভর্ৎসিত হয়েছেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। এবার সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন তিনি। উত্তরবঙ্গে বিপর্যয়ে মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী হাজির হয়ে গেলেও মুর্শিদাবাদের লালগোলায় গঙ্গা ভাঙনের এলাকায় কেউ পৌঁছোলেন না বলে ক্ষোভপ্রকাশ করলেন তিনি।

শুক্রবার এই ইস্যুতে হুমায়ুন বলেন, 'উত্তরবঙ্গে যখন প্রাকৃতিক বিপর্যয় হচ্ছে, মানুষের মৃত্যু হচ্ছে, তখন সেখানে মুখ্যমন্ত্রী গিয়ে বসে আছেন। আবার বিরোধী দলনেতাও তাঁর পার্টির পক্ষ থেকে গিয়েছেন। অথচ তিন মাস ধরে লালগোলার তারানগর অবহেলিত। এখানে কি কারোর দৃষ্টি আছে? মুর্শিদাবাদের মানুষ যদি সোচ্চার হয়, তখন দেখবেন সবাই ছুটবেন।'

হুমায়ুন বলেন, 'আমরা তো নিবেদিত। নিজেরা কয়েকজন কাজ করি। এর বিরুদ্ধে ও আর ওর বিরুদ্ধে এ ল্যাং মারতে ব্যস্ত। তাই মুর্শিদাবাদ নিয়ে কারোর চিন্তা নেই। এই জেলায় কেন্দ্রীয় সরকার পার পেয়ে যাচ্ছে।' যদিও এই বিষয়টি নিয়ে হুমায়ুনের মন্তব্যকে গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 'হুমায়ুনের হয়তো জানা নেই, গঙ্গা ভাঙন নিয়ে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম থেকে শুরু করে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সংসদে সরব হয়েছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার উদাসীন। রাজ্য সরকারের একার পক্ষে ভাঙন রোধ করা সম্ভব নয়। উনি এই ধরনের মন্তব্য কেন করেছেন, তা তিনিই বলতে পারবেন। এটা দলের বক্তব্য নয়।'

# টোটোয় লাইসেন্স

**কলকাতা, ১৭ অক্টোবর :** রেজিস্ট্রেশন বা নিবন্ধনের পর টোটো চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্সও দেবে রাজ্য সরকার। যাত্রী নিরাপত্তায় স্বার্থেই এই পদক্ষেপ করা হবে। রাজ্যজুড়ে প্রায় সব জেলায় টোটো চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে ইতিমধ্যেই সেগুলি নিবন্ধনের কাজ শুরু করেছে পরিবহণ দপ্তর।

# বহিরাগত নিয়ে ব্যাখ্যা

**কলকাতা, ১৭ অক্টোবর :** 'বহিরাগত' নিয়ে তাঁর মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে বলে দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার কলকাতায় একাধিক কালীপুজোর উদ্বোধনে গিয়ে এই নিয়ে তিনি তার ব্যাখ্যা দেন। বহিরাগত বলতে মুখ্যমন্ত্রী যে মূলত বিজেপিকে বুঝিয়েছেন, তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন এদিন। মমতা বলেন, 'আমি বহিরাগত বলতে রাজনৈতিক দলগুলিকে বলেছি। যাঁরা এখানে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছেন তাঁদের বলিনি। আমি তাঁদের সঙ্গে এখনও আছি।' এরপরই বিজেপি নেতাদের নিশানা করে মমতা বলেন, 'নির্বাচনের সময় বাইরে থেকে অনেকে এখানে আসেন। অনেকে এখানে ফ্ল্যাট কিনে রেখে দিয়েছেন। আবার বিভিন্ন অতিথিশালায় ভোটের সময় তাঁরা থাকেন। আমি সেই নিয়ে সতর্ক থাকতে আমাদের দলের কাউন্সিলারদের বলেছি। কিন্তু আমার বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে।'

মঙ্গলবার ভবানীপুরের বিজয়া সম্মিলনীতে টেলিফোনে বার্তা দিয়েছিলেন মমতা। সেখানে তিনি বলেছিলেন, 'ভবানীপুরে বহিরাগতদের দিয়ে ভরিয়ে দেওয়ার প্ল্যান হচ্ছে। বস্তি ভেঙে বড় বড় বাড়ি করা হচ্ছে। এটা আমি সমর্থন করি না। এটা লক্ষ্য রাখতে হবে।' তারপরই বিজেপি দাবি করেছিল, মুখ্যমন্ত্রী ভবানীপুরে বসবাস করা বহিরাগতদের নিশানা করেছেন। কিন্তু এদিন মমতা বুঝিয়ে দিলেন, তাঁর মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করেছে সংবাদমাধ্যমের একাংশ। এদিন কলকাতার ইউথ ফ্রেন্ডস ক্লাবের উদ্বোধনে গিয়ে কলকাতায় বিপর্যয়ে মৃত ১২ জনের পরিবারের সদস্যদের চাকরির নিয়োগপত্রও দেন মুখ্যমন্ত্রী।

# খনির ছাড়পত্রই নেই

**কলকাতা, ১৭ অক্টোবর :** দেউচাপাঁচামি কয়লা খনি প্রকল্প নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমস্ত প্রতিশ্রুতিই ভুয়ো। শুক্রবার এমনটাই দাবি করল সিটু, এআইটিইউসি, আইএফটিইউ, টিইউসিআই, ইউটিইউসি সহ ১০টি শ্রমিক সংগঠন। তাদের বক্তব্য, যে পণ্য পরিবহণ সংস্থাকে দরপত্র ডেকে ব্যাসল্ট তোলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তাদের কোনওরকম দক্ষতা বা অভিজ্ঞতা নেই। এছাড়াও ১২ একর জমির ছাড়পত্র বেআইনিভাবে জোগাড় হয়েছে।

এরই মধ্যে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড' আদালতে জানিয়েছে, কয়লা খনির কাজের জন্য ন্যূনতম ছাড়পত্র নেওয়ার কাজটুকুও শুরু হয়নি। এমনকি তাদের এই দায়িত্ব দেওয়া হলেও তাদের ব্যাসল্ট খননের কোনও অভিজ্ঞতা নেই। পরীক্ষামূলকভাবে ক্যাটিগোরি বি-২ ছাড়পত্র নিয়ে একটি পাইলট প্রকল্প শুরু করেছে মাত্র। এই তথ্য তুলে ধরে শ্রমিক সংগঠনগুলির দাবি, 'অদূর ভবিষ্যতেও এই প্রকল্প হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে বিদ্যুৎ নিগমের স্বীকারোক্তি অন্য কথা বলছে। তাহলে প্রতিশ্রুতির সত্যতা কোথায়?' সিটুর প্রতিনিধি আসাদুল্লাহ গায়েনের কথায়, 'একটা কয়লাখনি তৈরিতে যে আইনি প্রক্রিয়া মানতে হয়, তা সরকার মানছে না। পরিবেশগত দিক, জন শুনানি সহ সমস্ত পদ্ধতি অমান্য করেই তারা এই পদক্ষেপ করছে। সাধারণ মানুষের জমি জোর করে ভয় দেখিয়ে কেড়ে নেওয়া হয়েছে।'

এদিন সংগঠনগুলি প্রশাসনের কাছে একগুচ্ছ প্রশ্ন তুলে ধরেছে। প্রথমত, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করে ছাড়পত্র জোগাড় না করেই কীভাবে ২১ হাজার উচ্ছেদ হতে বসা পরিবারের মাত্র ১০ শতাংশ মানুষকে চাকরির নিয়োগপত্র দিয়েছে সরকার? দ্বিতীয়ত, ক্যাবিনেট ৪৩১.৪৭ একর জমির অনুমতি দিয়ে দিলেও ১২ একরের পাইলট প্রজেক্ট দেখানো কি বিভ্রান্তিকর নয়? তৃতীয়ত, এই প্রকল্প পূরণ করতে গেলে যে সিলোকোসিস রোগের সমস্যা হতে পারে সেব্যাপারে ডিরেক্টর জেনারেল অফ মাইন সেফটিকে সম্পূর্ণভাবে অবগত করা হল না কেন? এই প্রশ্নগুলি তুলে ধরেই এদিন আন্দোলন জোরদার করার হুঁশিয়ারি দিল সংগঠনগুলি।

# হস্টেলে ফিরলেন নির্যাতিতা

**কলকাতা, ১৭ অক্টোবর :** এক সপ্তাহের মাথায় শুক্রবার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন দুর্গাপুর কাণ্ডের নির্যাতিতা ডাক্তারি পড়ুয়া। মায়ের সঙ্গে ফিরলেন হস্টেলে। হাসপাতালের স্বাস্থ্য বুলেটিনে বলা হয়েছে, মাল্টিস্পেশালিটি মেডিকেল বোর্ড ওই পড়ুয়ার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য অতি যত্নসহকারে দেখভাল করছে। বাবা-মায়ের সঙ্গে আলোচনা করার পরই তাঁকে ছুটি দেওয়া হয়েছে।

এদিন সকালে পুলিশের সঙ্গে ঘটনাস্থলে যান ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা। ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহনচরণ মাঝির সঙ্গে দেখা করতে ইতিমধ্যেই রাজ্যে ফিরেছেন নির্যাতিতার বাবা।

এদিন আসানসোল-দুর্গাপুরের ডিসি (পূর্ব) অভিষেক গুপ্তা জানিয়েছেন, ধৃত ৬ জনকে পুলিশি হেপাজতে নেওয়ার পর জেরা করে যে বাড়তি তথ্য পাওয়া গিয়েছে, তার ভিত্তিতেই ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা ঘটনাস্থলে গিয়েছেন। অভিযুক্তদের বাইক বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। হাসপাতালের তরফে জনসাধারণ ও গণমাধ্যমের কাছে এই সময়ে পড়ুয়া ও তাঁর পরিবারের গোপনীয়তা এবং মর্যাদা বজায় রাখার আবেদন জানানো হয়েছে। নির্যাতিতার দেখভালের জন্য হাসপাতাল থেকে প্রতিনিধিও পাঠানো হয়েছে। এদিকে বাংলায় কন্যা শিশুরা নিরাপদ নয় বলে এদিন ফের মন্তব্য করলেন রাজ্যের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। শুক্রবার রাজভবনে একটি বইপ্রকাশ অনুষ্ঠান শেষে তিনি বলেন, 'আমার নিজের পর্যবেক্ষণ ও ভুক্তভোগী পরিবারের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে বলতে পারি, বাংলার সমাজ এখন এমন জায়গায় পৌঁছেছে, যেখানে কন্যা শিশুরা নিরাপদ নয়।'


**e-Tender Notice**

The Chairman, Mal Municipality invites Quotation for APAS Scheme within Mal Municipality **eNIT No.** MM/C/APAS/03/2025-26 (SI 01 to 51) **Memo No.** MM/C/1088/2025-26 Dt. 17.10.2025. **Last date of receiving application:** 10.11.2025 up to 17:00 Hrs. Details of Tender Documents will be available at our office website **www.malmunicipality.org** and in the office of the undersigned during the office hours.

Sd/-
Chairman
Mal Municipality

**e-Tender Notice**

The Chairman, Mal Municipality invites e-Tender for APAS Scheme within Mal Municipality **eNIT No.** MM/C/APAS/04/2025-26) (SI 01 to 8) **Tender ID** 2025_MAD_928570_1 to 8 **Last date of bidding (online):** 10.11.2025 up to 16:00 Hrs. Details of Tender Documents will be available at **www.wbtenders.gov.in** and in the office of the undersigned during the office hours.

Sd/-
Chairman
Mal Municipality

**Abridged E-Tender Notice**

Tender for eNIT No.-16 (2025-26) Memo No-516/PS, eNIT No.-17 (2025-26) Memo No-525/PS, eNIT No.-18 (2025-26) Memo No-526/PS, eNIT No.-19 (2025-26) Memo No-531/PS, eNIT No.- 20 (2025-26) Memo No-3771/BDO, of Executive Officer, Balurghat, Dakshin Dinajpur is invited by the undersigned. Last date of submission is 31/10/2025, 03/11/2025, 03/11/2025, 06/11/2025 and 06/11/2025. The details of NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal **http://wbtenders.gov.in** & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.

Sd/- BDO & E.O.
Blg. P.S.

**আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ**

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এপি/ইএল/০২/২৫-২৬ আরটি, তারিখ: ১৪-১০-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। টেন্ডার নং. : এপি/ইএল/০২/২৫-২৬ আরটি, কাজের নাম : আলিপুরদুয়ার জং ডিভিশনে - আইআর-এনআইওয়াইএএনটিআরএসি -তে ০৮ (আট) বছরের জন্য বৈদ্যুতিক সাধারণ সম্পদের পর্যবেক্ষণের জন্য আইআর-এনআইওয়াইএএনটিআরএসি এবং আইওটি ডিভাইসের সার্বিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি ... www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেখুন।

ডিআরএম (ইলেট্রি./জি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

**পূর্ব রেলওয়ে**

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে রিল্যাক্সেশন চেয়ার, হেল্থ কিয়স্ক এবং মোবাইল উপকরণের জন্য www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। ... বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্ভাব্য দরদাতাদের আইআরইপিএস মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-199/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N- 58 of 2025-26 SL No-2, 3 & 5**

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/NIT- 58 of 2025-26 SL No - 2, 3 & 5 Closing date extended upto 23/10/2025 12.00 Hours.
Details of NIT may be seen in the Website www.wbtenders.gov.in.

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

**Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N- 59 of 2025-26 SL No-1, 2 & 4**

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/NIT-59 of 2025-26 SL No - 1, 2 & 4 Closing date extended upto 23/10/2025 12.00 Hours.
Details of NIT may be seen in the Website www.wbtenders.gov.in.

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

**ABRIDGE NOTICE**

Application for NIT No. 05/APAS /2025 vide Memo No. 2007/KCK-II, Sl. No. 1-75 dated 13.10.2025 is invited by the B. D. O. Kaliachak - II Dev. Block from the bidders. Last date of bid submission is 06.11.2025 upto 12:00 Hrs. respectively. Details are available in the www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Block Development Officer
Kaliachak - II Dev. Block
Mothabari, Malda

**SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD**
Haren Mukherjee Road, Hakim Para
Siliguri-734001

NIeT No.-14-DE/SMP/2025-26 (2nd Call)
&
NIeT No.-23-DE/SMP/2025-26 (2nd Call)

On behalf of Siliguri Mahakuma Parishad, e-tender is invited by District Engineer, SMP, from bonafide resourceful contractors for different civil works under Siliguri Mahakuma Parishad.
Date & time Schedule for Bids of work
Start date of submission of bid: 18.10.2025 (server clock)
Last date of submission of bid: 29.10.2025 (server clock)
All other details will be available from SMP Notice Board. Intending tenderers may visit the website, namely http://wbtenders.gov.in for further details.

Sd/-
DE,SMP

**পূর্ব রেলওয়ে**

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ১৩৪-এমএলডিবিই-২৫-২৬, তারিখ ১৩.১০.২০২৫। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : টেন্ডার নং ১৩৪-এমএলডিবিই-২৫-২৬। ... টেন্ডার মূল্যমান : ১,২৫,১১,২৩৪.৩১ টাকা। ... ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড : www.ireps.gov.in/ডিআরএম অফিস/এমএলডিটি। (MLD-203/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**পূর্ব রেলওয়ে**

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ১৩১-১৩২-এমএলডিবিই-২৫-২৬, তারিখ ০৯.১০.২০২৫। ... টেন্ডার মূল্যমান : ১,৮৩,৫৭,১৯১.১৯ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় : ২৯.১০.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড : www.ireps.gov.in/ডিআরএম অফিস/এমএলডিটি। (MLD-201/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**DHUPGURI MUNICIPALITY**

| SORASORI MUKSHYA MANTRI (CMRO) |
| --- |
| ENIT No. & ID |
| WBUDMA/DHUPGURI/27/2025-26 |
| 2025_MAD_925854_1 |
| 2025_MAD_925854_2 |
| 2025_MAD_925854_3 |
| 2025_MAD_925854_4 |
| 2025_MAD_925854_5 |
| WBMAD/DHUPGURI/28/2025-26 |
| 2025_MAD_928621_1 |
| Last date of application- 14/11/25 at 5 PM. |

Sd/-
Chairperson
BOA, Dhupguri Municipality

**মোটেরঝাড় হাল্ট স্টেশনে হাল্ট চুক্তি**

নং. সি/৪০৭/এপি/হল্ট/এমটিজেআর তারিখ: ১৪-১০-২০২৫।
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, আলিপুরদুয়ার জংশন, পিন: ৭৩৬১২৩, ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে, ... ডিভিশনের মোটেরঝাড় হল্ট (এমটিজেআর) স্টেশনে কমিশন ভিত্তিতে টিকিট বিক্রির চুক্তি ... আবেদন আহ্বান করছেন। ... www.nfr.indianrailways.gov.in ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে। ...

ডিআরএম (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

**কাটিহার ডিভিশনে পার্কিং স্ট্যান্ড চুক্তি**

কাটিহার ডিভিশনে পার্কিং স্ট্যান্ডের চুক্তির জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। নিলাম ক্যাটালগ নং: সি-পার্কিং-পিআরএনএ-, ক্যাটাগরি: দুই চাকা, তিন চাকা এবং চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং লট; একক দর: বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। ...

| ক্রম নং | লট নং./ক্যাটাগরি |
| --- | --- |
| এ/১ | পার্কিং-কেআইআর-বিওআরএ-এমএন্ড-১৪০-২৫-২ (পার্কিং - মিশ্র) |
| এ/২ | পার্কিং-কেআইআর-এনজিপি-এমএন্ড-১৩৩-২৫-১ (পার্কিং - মিশ্র) |
| এ/৩ | পার্কিং-কেআইআর-কেএনই-এমএন্ড-১০৫-২৫-১ (পার্কিং - মিশ্র) |
| এ/৪ | পার্কিং-কেআইআর-পিআরএনএ-এমএন্ড-১৪৩-২৫-১ (পার্কিং - মিশ্র) |
| এ/৫ | পার্কিং-কেআইআর-এআরআর-এমএন্ড-১১১-২৫-১ (পার্কিং - মিশ্র) |
| এ/৬ | পার্কিং-কেআইআর-এমএলএফসি-এমএন্ড-১৪১-২৫-৩ (পার্কিং - মিশ্র) |
| এ/৭ | পার্কিং-কেআইআর-বিএনজিপি-এমএন্ড-১৬২-২৫-১ (পার্কিং - মিশ্র) |
| এ/১ | পার্কিং-কেআইআর-এনজেপি-পিসিসিসি-১৪৪-২৫-১ (পার্কিং - যাত্রীবাহী বাণিজ্যিক যানবাহন) |
| এ/২ | পার্কিং-কেআইআর-এমএলএফসি-পিসিসিসি-১৫১-২৫-১ (পার্কিং - যাত্রীবাহী বাণিজ্যিক যানবাহন) |

নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় : ২৯-১০-২০২৫ তারিখে ১২:২০ টা। ধারাবাহিক লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। দ্রষ্টব্য : সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in -এ ই-নিলাম লিজিং মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিজ্ঞাপন
**ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন উত্তর দিনাজপুর-এর এক বাসিন্দা**

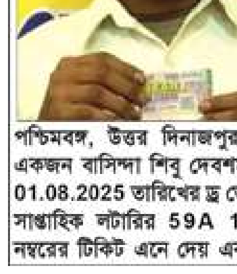

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর দিনাজপুর - এর একজন বাসিন্দা শিবু দেবশর্মা - কে 01.08.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 59A 16984 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে এই স্বল্প পরিমাণ স্বপ্ন নিয়ে আমি কোনদিন কল্পনা করতে পারিনি এমন একটি সুন্দর দিন দেখতে পাবো। কিন্তু ডিয়ার লটারিকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভের মধ্য দিয়ে আমাদের আর্থিক স্থিতি পরিবর্তনের জন্য। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের মতো সাধারণ মানুষের আনন্দপূর্ণ জীবন পরিবর্তনকারী সুযোগের জন্য।"
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।


## আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কর্মক্ষেত্র থেকে ভালো খবর পেতে পারেন। স্ত্রীর শরীর নিয়ে সমস্যা চলবে। ব্যবসায় কর্মচারী নিয়ে সমস্যা কেটে যাবে। বৃষ : কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে চলেছেন। বাইরের খাবারের থেকে পেটে সংক্রমণের আশঙ্কা। আর্থিক দিক থেকে শুভ। মিথুন : শিক্ষার্থীদের নিজের উদাসীনতায় ভালো সুযোগ হাতছাড়া হবে। বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জমানো টাকায় হাত দিতে হবে। কর্কট : বেহিসেবি জীবনযাত্রায় প্রচুর অর্থব্যয়, পরে মানসিক চিন্তা। বিদ্যুৎ, অগুন ব্যবহারে খুব সাবধান। প্রেমে দোলাচল চলবে। সিংহ : মানসিক শান্তির জন্য আধ্যাত্মিক কাজে মন দিতে পারেন। খরচ বাড়লেও নানা উপায়ে হাতে টাকা আসবে। কন্যা : নতুন বাড়ি নির্মাণের জন্য ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর হওয়ার সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষায় বিদেশ যাওয়ার যোগ। তুলা : আপনার খারাপ ব্যবহারের কারণে পরিবারের সদস্যের সঙ্গে দূরত্ব বাড়বে। খাওয়াদাওয়ার ক্ষেত্রে খুব সতর্ক থাকুন। বৃশ্চিক : কর্মক্ষেত্রে আপনার দক্ষতার পুরস্কার পাবেন। ব্যবসায় একটু বাড়তি নজর দিন। সমাজে সুবক্তা হিসেবে সুনাম পাবেন। ধনু : রাজনৈতিক ব্যক্তিদের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়বে। ফাটকায় অতিরিক্ত বিনিয়োগে ঝুঁকি হতে পারে। মকর : আত্মীয়স্বজন থেকে খুব সাবধান। যে কোনও সময়ে আপনাকে বিপদে ফেলতে পারে। বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। কুম্ভ : খোলাধুলোর সঙ্গে জড়িতরা ভালো সুযোগ পাবেন। ব্যবসায় সামান্য মন্দা হতে পারে। বিদ্যায় শুভ। মীন : কর্মক্ষেত্রে চাপ থাকলে বুদ্ধিবলে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হবেন। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমনে আনন্দ।

## দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩১ আশ্বিন, ১৪৩২, ভাঃ ২৬ আশ্বিন, ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ৩১ আহিন, সংবৎ ১২ কার্তিক বদি, ২৫ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩৯, অঃ ৫।৭। শনিবার, দ্বাদশী দিবা ১।২১। পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্র সন্ধ্যা ৫।৩৬। ব্রহ্মযোগ শেষরাত্রি ৪।১৩। তৈতিলকরণ দিবা ১।২১ গতে গরকরণ রাত্রি ১।৩৭ গতে বণিজকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, সন্ধ্যা ৫।৩৬ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ১১।৫৪ গতে কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ১।২১ গতে একপাদদোষ, সন্ধ্যা ৫।৩৬ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- নৈর্ঋতে, দিবা ১।২১ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি- ৭।৫ মধ্যে ও ১২।৪৯ গতে ২।১৫ মধ্যে ও ৩।৪১ গতে ৫।৭ মধ্যে। কালরাত্রি- ৬।৪১ মধ্যে ও ৪।১৫ গতে ৫।৩৯ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ২।১৫ গতে যাত্রা মধ্যম পূর্ব্বে নিষেধ, সন্ধ্যা ৫।৩৬ গতে পুনঃযাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ১১।২৩ মধ্যে দীক্ষা(অতিরিক্ত বিবাহ- রাত্রি ৬।৪১ গতে ১।১৩ মধ্যে মেষ বৃষ মিথুন ও কর্কটলগ্নে পুনঃ রাত্রি ৩।২৪ গতে শেষরাত্রি ৪।৫ মধ্যে কন্যালগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ।) বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট এবং ত্রয়োদশীর সপিণ্ডন। ধনতেরাস(ধনত্রয়োদশী)। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৩৫ মধ্যে ও ৭।১৯ গতে ৯।৩১ মধ্যে ও ১১।৪৩ গতে ২।৩৮ মধ্যে ও ৩।২২ গতে ৫।৭ মধ্যে এবং রাত্রি ১২।৩৯ গতে ২।২৩ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ২।২৩ গতে ৩।১৫ মধ্যে।

# পাঠ-অভিনয়ে রবি শরণ সন্ধ্যা

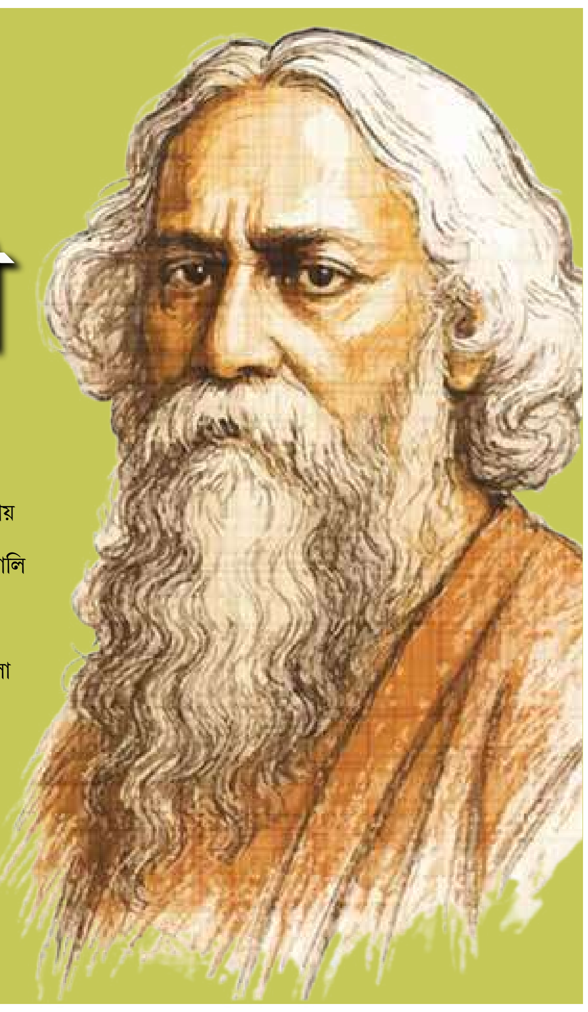

সৌকর্য সোম

মালদা টাউন হলে মাধুকরীর প্রযোজনায় 'ভাদর মাহে রবি শরণে' এক অনন্য উপভোগ্য সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। শুরুতে শিশুশিল্পী শৌর্য ও অর্চিষ্মান রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে দর্শকদের মন জয় করে। শিশুশিল্পী সুমেধা ও তানিশার গলায় 'দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে' ও 'এই আকাশে আমার মুক্তি' গান দুটি অনবদ্য। নৃত্য পরিবেশন করে দেবত্রী আগরওয়ালা ও ছন্দভারতীর শ্রেয়সী ঘোষ। চৈতালি রায়, গীতা দাস ও আরব্ধ ঝা আবৃত্তি পরিবেশন করেন। এরপর মাধুকরীর তরফে শিল্পীদের হাতে স্মারক তুলে দেন ডঃ সুস্মিতা সোম, পারমিতা চক্রবর্তী ও পায়েল সেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায়ে গীতি আলেখ্য 'শায়িত বনস্পতি', সুমালা আগরওয়ালা, সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মাফুজা বানু ও চয়নিকাদের রূপায়নে আর মানবী ঘোষের গানে প্রাণ পায়। যন্ত্রসংগীতে অনিন্দ্য দত্ত, সংকলন ও রূপায়ণে মধুমিতা কর্মকার। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে ছিল উপন্যাস-নাটকের নির্বাচিত অংশের শ্রুতিনাটক পরিবেশন। 'শেষের কবিতা'র শ্রুতি অভিনয়ে সৌরিশ সেন ও মধুমিতা কর্মকার, 'চার অধ্যায়' কণ্ঠাভিনয়ে মধুসূদন দাস ও অতসী ঝা, 'নষ্টনীড়' চরিত্র চিত্রায়নে প্রিয়াঙ্কা চকদার, লক্ষ্মীকান্ত কর্মকার ও ইন্দ্রনীল দাস, 'রক্তকরবী'তে দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও বর্ণালী মৈত্র সেই সন্ধ্যাকে স্মরণীয় করে তোলেন। সঞ্চালনায় ছিলেন বাচিকশিল্পী দীপঙ্কর ভৌমিক।

## বইটই

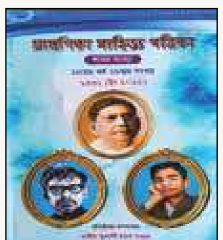

### শারদ সাহিত্য পত্রিকা

শারদোৎসবকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত গ্রামণিকা সাহিত্য পত্রিকার ২৮তম শারদসংখ্যায় রয়েছে বিভিন্ন সাহিত্য ভান্ডার। পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা তুলসীচরণ মন্ডল। সম্পাদক ড. রামপ্রসাদ বিশ্বাস। প্রচ্ছদে রয়েছে তিন প্রথিতযশা বাঙালি চিত্তরঞ্জন দাস, ঋত্বিক ঘটক এবং সুকান্ত ভট্টাচার্যর ছবি। সন্ত জীবনী, জন্মশতবর্ষে স্মরণ, শিল্প-সাহিত্য, কবি মূল্যায়ন, প্রত্নতত্ত্ব, আদিবাসী ও জনজাতি সন্ধান, লোকসংস্কৃতি সন্ধানে, ইতিহাস সন্ধানে, ছোট গল্প এবং কবিতায় মোড়া এই সাহিত্য পত্রিকায় আছে ১৭টি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ। অন্যদিকে ৯টি ছোটগল্প এবং ১৮টি কবিতায় ধরা পড়েছে সময়ের ছবি। বিভিন্ন ঘরানার লেখকেরা প্রতিবাদে, সংস্কৃতির সন্ধানে, শতবর্ষে কবি-শিল্পীদের বন্দনায় পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করেছেন।

### শিবরাম জীবন ও সাহিত্য

হকার কবি, সাংবাদিক, অকৃতদার, আমোদপ্রিয়, হর্ষবর্ধন-গোবর্ধনের স্রষ্ঠা শিবরাম চক্রবর্তী ১৩৪ নম্বর মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের অতি সাধারণ 'মেসজীবন'কে বেছে নিয়েছিলেন। আজীবন সাহিত্য সাধনায় পাঠক হৃদয়ে তিনি জায়গা করে নিয়েছিলেন। অধ্যাপক সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'শিবরাম চক্রবর্তী : জীবন ও সাহিত্য' বইটিতে লেখকের ব্যক্তিজীবন এবং সৃষ্টিজীবনকে নিপুণতার সঙ্গে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন। মালদার চাঁচল রাজবাড়ির সঙ্গে সম্পর্কিত শিবরাম কীভাবে সিরিয়াস লেখা থেকে ক্রমশ ছোটদের হাসির গল্পের লেখক 'শিব্রাম'-এ পরিণত হলেন, সেই কথাও এখানে রয়েছে। গবেষক সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘদিনের সাধনায় শিবরামের ব্যক্তিজীবনের নানা বর্ণময় দিকগুলির পাশাপাশি তাঁর কবিপ্রতিভা ও নাট্যপ্রতিভার কথাও তুলে ধরেছেন। অঞ্জলি প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত এই বইটি অনুসন্ধিৎসু পাঠক, উৎসাহী গবেষক এবং ছাত্রছাত্রীদের কাছে নতুন দিশা দেখাবে।

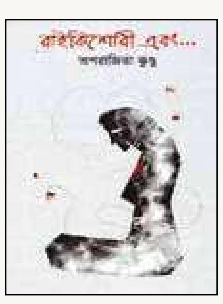

### রাইকিশোরী এবং

নিয়ম মেনে সব গল্প লেখে না কেউ কেউ। যেতে আসতে ডাইনে-বাঁয়ে দেখতে দেখতে কিছু অনুভবের জন্ম হয়। চলতে ফিরতে সেসবের শিকড় ছড়িয়ে যায় হৃদয়ে। অনুরণন তোলে। অনুভব ডানা মেলে ইচ্ছের। সেই ইচ্ছের গল্প শোনানোর। এই সময়ের সেসব গল্প স্পষ্ট উঠে আসে অভিমুখ। চেনা অথবা অচেনা ঘটনা কড়া নাড়ে দরজায়। আর দরজা খুললেই সামনে এসে দাঁড়ায় চেনা রাস্তার চেনা মুখ। বিভিন্ন সাজের বিভিন্ন রঙের সুতোয় বোনা সেসব রাস্তার সেসব বাড়ির গল্পে হয়তো বা নিজের এবং আপনজনের মুখোমুখি হওয়ার গল্প বলেছেন উড়ান পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত অপরাজিতা কুণ্ডু তাঁর 'রাইকিশোরী এবং' শীর্ষক প্রথম গল্পগ্রন্থে।

## ফোটোস্টোরি

বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদোৎসব ঘিরে আলাদা উন্মাদনা। নতুন পোশাকের পাশাপাশি শিল্প-সাংস্কৃতিক চেতনার বাতাস বইতে থাকে এই পুজো ঘিরে। রায়গঞ্জের বিভিন্ন সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সংস্থার আয়োজনে পাখা, কুলো, ঘট, কাশ-দুর্গার লোকজ আঙ্গিকে শারদোৎসব। **ছবি ও তথ্য : সুকুমার বাড়ই**

৭৫ বছরের আলোয় উদয়পুর বারোয়ারি দুর্গোৎসব কমিটির মন্দির প্রাঙ্গণে প্রভাতি অনুষ্ঠানে সঞ্জীবন সরকারের চণ্ডীপাঠ এবং শিশুশিল্পীদের গান।

রায়গঞ্জ আন্তরিকের সোনার কাঠি পর্ব-৩ রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট প্রেক্ষাগৃহে উন্মুক্ত নাট্য দলের মূকাভিনয়ে সমাজসচেতনতার বার্তা।

# বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সৌরভ রায়

বিদ্যাভারতী বিদ্যালয়ের সারদা শিশুতীর্থের বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ভিন্নমাত্রা পেল সমবেত নৃত্য ও গম্ভীরা। বিদ্যালয়ের আচার্য বিজয় সিং জানান ১৫২ জন ছাত্রছাত্রী এবছর অংশগ্রহণ করেছে। আবৃত্তি, নাটক, নৃত্যে যোগাসন ছাড়াও মুখ্য আকর্ষণ ছিল চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রীদের সমবেত নৃত্য এবং ছাত্রদের গম্ভীরা। অনুষ্ঠান মঞ্চে মাধ্যমিক ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে কুশমন্ডি ব্লকের ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত সৌমিক কর চৌধুরী ও সুমাইয়া শবনমকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়।

# উৎসবের খুশি

হিলি হিন্দু মিলন মন্দিরের আবাসিকদের হাতে দুর্গাপুজো উপলক্ষে নতুন বস্ত্র ও ক্রীড়া সরঞ্জাম তুলে দিল দক্ষিণ দিনাজপুর কালেকটরেট ক্লাব। অনুষ্ঠানের সঙ্গে দুপুরে আবাসিক, সংগঠনের সদস্য সহ সকলের জন্য মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের আধিকারিকেরা, আশ্রম কর্তৃপক্ষ এবং বিশিষ্টজনেরা।

এ প্রসঙ্গে দক্ষিণ দিনাজপুর কালেকটরেট ক্লাবের কর্মকর্তা অতনু গাঙ্গুলি বলেন, 'শুধু প্রশাসনিক কর্তব্য পালন নয়। উৎসবের দিনগুলোয় কচিকাঁচাদের মুখেও চওড়া হাসি ফোটাতে এই উদ্যোগ। জেলা প্রশাসনের এই সংগঠন বরাবর সামাজিক কাজ করে। কোভিডের জন্য স্তিমিত হয়েছিল। তবে এই বছর পুরোদস্তুর পুরোনো রীতি মেনে আশ্রমে উপস্থিত হয়েছি।'

# ছবিরাও কথা বলে

ছবিও যে কথা বলে, বিশ্ব আলোকচিত্র দিবস উপলক্ষ্যে নর্থবেঙ্গল আর্ট অফ এক্সপোজারের আয়োজনে রায়গঞ্জের কে এল বি গ্র্যান্ড হোটেলের প্রদর্শনী কক্ষে দু'দিনের কর্মশালা আর প্রদর্শনীতে তাই উঠে এল। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি ভিন রাজ্য থেকেও আগত আলোকচিত্রগ্রাহকরা উজাড় করেন তাঁদের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার। ছবি নিয়ে এই বিশেষ কর্মশালা ও প্রদর্শনীতে অংশ নেন ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ফটোগ্রাফির সাধারণ সম্পাদক দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ আলোকচিত্রগ্রাহক চিকিৎসক বি কে সিনহা, বিশিষ্ট আলোকচিত্রগ্রাহক রিপন বিশ্বাস, কণাদ বৈদ্য, সুব্রত কর, অনির্বাণ দত্ত, দেব হোড়, অয়ন চক্রবর্তী, সৌরভ সরকার, বাসুদেব চক্রবর্তী, দেবব্রত সরকার প্রমুখ।

দু'দিনের এই কর্মশালার আলোচনায় উঠে এল পরিবেশ সংরক্ষণে ফটোগ্রাফির ভূমিকার কথা, মাইক্রো ছবিতে শিল্পের বিচ্ছুরণের কথা, ট্রাভেল ফোটোগ্রাফিতে ছবিদের গল্পের কথা আবার কখনও দেখা গেল সমাজচেতনার বার্তাবাহক স্বল্পদৈর্ঘের চলচিত্র। প্যানেল ডিসকাশনে ছবির পেছনের গল্প-কথারা উঁকি দেয় মনের দুয়ারে। বি কে সিনহার উপস্থাপনের বিষয় ছিল পোট্রেট টু পোর্ট্রেট। আয়োজক রিমা মুখার্জীর কথায়, দীর্ঘদিনের স্বপ্ন রূপ পেল দু'দিনের এই শৈল্পিক আয়োজনে। পরিবেশবান্ধব হয়ে ছবি শিল্প এগিয়ে চলুক সকলের সহযোগিতায় সমুখপানে, এই বার্তাই উঠে এল কর্মশালা ও প্রদর্শনী থেকে।

# সৃষ্টিসুখের উল্লাস

সুকুমার বাড়ই

মানসিক বিকাশ, সৃজনশীলতার প্রকাশ এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও আবেগের বিচ্ছুরণ ঘটাতে নান্দনিকতার পাশাপাশি শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টি ও আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলে চারুকলা। মালদা বিভাগের চারটি জেলার উদীয়মান চারুকলা শিল্পীদের পরিশীলিত প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে আয়োজিত হয় পাঁচদিনের এক চারুকলা প্রশিক্ষণ শিবির। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক শুভম চক্রবর্তী জানালেন, মালদা বিভাগের মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে বিশেষ অডিশনের মধ্য দিয়ে মোট ৪০ জনকে বেছে নেওয়া হয় এই প্রশিক্ষণ শিবিরে। প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন রাজ্য চারুকলা পর্ষদের সদস্য অতীন বসাক, ত্রিপুরারী বসু, তরুণকুমার ঘোষ, তরুণ প্রামাণিক প্রমুখ চিত্র ও ভাস্কর্য শিল্পী। পাঁচদিনের এই প্রশিক্ষণে চারজেলার নবীন-প্রবীণ শিল্পীরা শিখে নিলেন সময়ের তালে এগিয়ে যাওয়া শিল্পস্রোতের হাল-হকিকত। মূলত ক্লে-মডেলিং ভাস্কর্য এবং অ্যাক্রেলিক মাধ্যমে চিত্রশিল্পকলার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণের শেষদিনে শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় শংসাপত্র। রাজ্য চারুকলা পর্ষদের আয়োজনে এবং উত্তর দিনাজপুর জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় এই শিবির অনুষ্ঠিত হয় জেলা পঞ্চায়েত প্রশিক্ষণ ও সম্পদ কেন্দ্র এবং উত্তর দিনাজপুর জেলা সংগ্রহালয়ের প্রশিক্ষণ কক্ষে। রং-তুলিতে ছবির মুখে কথা আঁকেন শিল্পীরা। ছবি এবং ভাস্কর্যে রায়গঞ্জের প্রসেনজিৎ দাস, মালদার নবসুন্দর সাহা, মুর্শিদাবাদের অপরাজিতা চৌধুরী, গঙ্গারামপুরের গৌরী বসাক, ডালখোলার অপর্ণা সরকাররা শৈল্পিক বার্তা দিতে চেয়েছেন।

## ওয়ার্কশপ

# যাত্রাশিল্পে নবীন প্রতিভার খোঁজে কর্মশালা

যাত্রাশিল্পে নবীন প্রতিভার খোঁজে উত্তর দিনাজপুর জেলা মিউজিয়ামে হয়ে গেল সাতদিনের যাত্রা কর্মশালা। পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমির আয়োজনে ও উত্তর দিনাজপুর জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় এই কর্মশালায় প্রশিক্ষণ দিলেন পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমির সদস্য এবং যাত্রাশিল্পী মেঘদূত গঙ্গোপাধ্যায়, অশোক দে এবং উত্তম বিশ্বাস, সাংবাদিক সম্রাট মুখোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সদস্য গৌতম মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

সাতদিনের এই কর্মশালায় বিভিন্ন দিনে যাত্রার গান, আলো ও মাইকের ব্যবহার, আঙ্গিক অভিনয়, যাত্রাপালা থেকে মঞ্চায়নে সম্পাদনা ও পরিচালনার প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। দীক্ষান্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমির সদস্য কনক ভট্টাচার্য, রুমা দাশগুপ্ত, দিবাকর দে এবং বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব ও প্রশিক্ষক অমিয়শংকর হালদার প্রমুখ।

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক শুভম চক্রবর্তী জানান, মালদা ডিভিশনের চার জেলা থেকে প্রায় ৩০ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। মূলত যাত্রাশিল্পে নবীন প্রতিভার খোঁজেই আয়োজন করা হয় এই কর্মশালা।

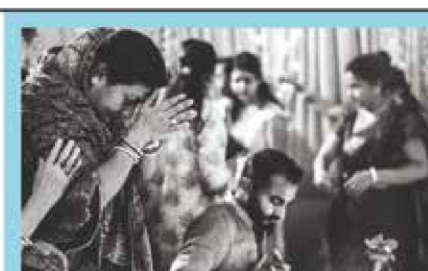

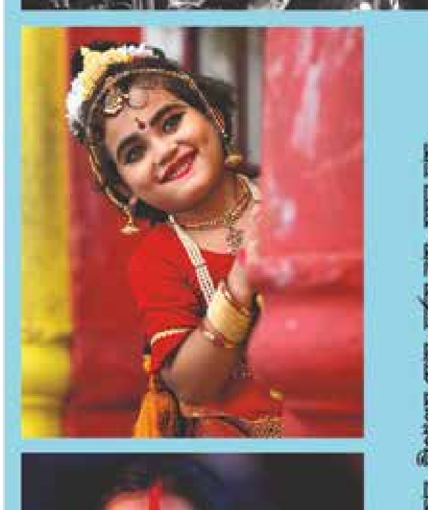

অক্টোবর মাসের বিষয়

## পার্বণ

ছবি : সায়নী চন্দ, কৌশিক দাস, নীহাররঞ্জন সরকার, দীপাঞ্জয় ঘোষ, দুর্জয় রায়, সুমন দাস

ছবি পাঠানোর শেষ তারিখ
২১ অক্টোবর, ২০২৫

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

- ছবি পাঠান – photocontestubs@gmail.com –এ
- একজন প্রতিযোগী সর্বাধিক তিনটি ছবি পাঠাতে পারবেন।
- নির্বাচিত ছবি প্রকাশিত হবে **২৫ অক্টোবর, ২০২৫** সংস্কৃতি বিভাগে।
- ডিজিটাল ফর্ম্যাটে ছবির মাপ হবে ১৮০০ x ১২০০ পিক্সেল।
- ছবির সঙ্গে অবশ্যই পাঠাতে হবে - Photo Caption, ক্যামেরার বৈশিষ্ট্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য।
- ছবিতে Water Mark এবং Border থাকলে তা বাতিল হবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা ছবি পাঠাবেন না।
- ছবির সঙ্গে অবশ্যই আপনার পুরো নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখে পাঠাবেন, অন্যথায় ছবি বাতিল বলে গণ্য হবে।
- উত্তরবঙ্গ সংবাদের কোনও কর্মী বা তাঁর পরিবারের কোনও সদস্য এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

*যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।*

## গুজরাটে নতুন মন্ত্রীসভা

**গান্ধিনগর, ১৭ অক্টোবর :** শুক্রবার ২৫ জনের নতুন মন্ত্রীসভা গঠিত হল গুজরাটে। রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হর্ষ সাংভী এদিন রাজ্যের নতুন উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করেন। মন্ত্রীসভায় ঠাঁই পেয়েছেন ভারতের জাতীয় দলের ক্রিকেটার রবীন্দ্র জাদেজার স্ত্রী রিভাবাও। তিনি শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এদিন রাজভবনে রাজ্যপাল আচার্য দেবব্রত নতুন মন্ত্রীদের শপথবাক্য পাঠ করান। ২০২২ সালের বিধানসভা ভোটে হর্ষ সাংভী এক লক্ষেরও বেশি ভোটে আপ প্রার্থীকে পরাজিত করেছিলেন। জাতপাতের অঙ্কে নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করা হয়েছে। ৮ জন ওবিসি, ৬ জন পতিদার, ৪ জন আদিবাসী, ৩ জন তপশিলি জাতি, ২ জন ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ ও জৈন (লঘুমতি) সম্প্রদায়ের একজন করে মন্ত্রী হয়েছেন এবার। ২০২৭ সালের বিধানসভা ভোটের আগে গুজরাট মন্ত্রীসভায় এহেন রদবদল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

## মূলস্রোতে ২১০ মাওবাদী

**রায়পুর, ১৭ অক্টোবর :** একসঙ্গে ২১০ জন মাওবাদী আত্মসমর্পণ করলেন। শুক্রবার ছত্তিশগড়ের বস্তার ডিভিশনের আত্মসমর্পণ করলেন তাঁরা। এই নিয়ে পরপর তিনদিন প্রায় ৪৫০ জন মাওবাদী সমাজের মূলস্রোতে ফিরলেন। একের পর এক শীর্ষ কমান্ডারের মৃত্যু মাওবাদীদের কোমর ভেঙে দিয়েছে। সরকারের প্রস্তাব মেনে আত্মসমর্পণের প্রবণতা বেড়েছে মাওবাদীদের মধ্যে।

## স্বস্তিতে রাজীব কুমার

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর :** সারদা চিটফান্ড মামলায় বড় স্বস্তি পেলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। সিবিআইয়ের করা আবেদন খারিজ করে তাঁর আগাম জামিন বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট। তবে তাঁর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা আট সপ্তাহ পর মামলার শুনানি হবে সুপ্রিম কোর্টে। প্রধান বিচারপতি বিআর গভাই ও বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনের বেঞ্চ একথা জানিয়েছে।

*আলোয় ঢেকে যাক আঁধার...* *দেওয়ালির আগে নয়াদিল্লির এক দোকানে ভিড় ক্রেতাদের।*

## বিহার মহাজোটে ঘোঁটে বিড়ম্বনা

**পাটনা, ১৭ অক্টোবর :** আসনরফা চূড়ান্ত না হওয়ার মাশুল গুনছে বিরোধী মহাজোট। রাজ্যের ২৪৩টি আসনের মধ্যে একাধিক আসনে মহাজোটের এক শরিকের সঙ্গে অপর শরিকের সম্মুখসমর শুরু হয়েছে। কোথাও আরজেডি বনাম কংগ্রেস, আবার কোথাও কংগ্রেস বনাম বামেদের লড়াই হচ্ছে। যা নিয়ে মহাজোটের অন্দরেই তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে। বৈশালী আসনে কংগ্রেস প্রার্থী সঞ্জীব কুমারের বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়েছেন আরজেডির অজয় কুশওয়াহা। লালগঞ্জ আসনে আরজেডির শিবানীর সঙ্গে লড়াই হচ্ছে কংগ্রেসের আদিত্যকুমার রাজার। গৌরা বাউরাম আসনে আরজেডির আফজল আলি খানের বিরুদ্ধে ভিআইপি সুপ্রিমো মুকেশ সাহনির ভাই সন্তোষ সাহনি প্রার্থী হয়েছেন। রোসেরা কেন্দ্রে সিপিআইয়ের লক্ষণ পাসোয়ানের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের টিকিটে লড়ছেন ভিকে রবি। রাজাপাকারে কংগ্রেসের প্রতিমা দাসের বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়েছেন লিবারেশনের মোহিত পাসোয়ান। বিহারশরিফেও কংগ্রেসের উমের খানের সঙ্গে সিপিআইয়ের সতীশ যাদবের লড়াই হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার গভীর রাতে কংগ্রেস ৪৮ আসনের প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করে। এদিন ছিল প্রথম দফার মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষদিন। এদিকে শুক্রবার থেকে নির্বাচনি প্রচার শুরু করেছে এনডিএ। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি একাধিক জনসভা করেন। অন্যদিকে বিহারে ভোটের সময় নগদ টাকা, মাদক, মদ দিয়ে যাতে ভোটারদের প্রলোভন দেখানো না যায় তার জন্য কোমর বেঁধেছে নির্বাচন কমিশন। এদিন সিইসি জ্ঞানেশ কুমার, ইসি সুখবীর সিং সান্ধু, বিবেক যোশি বিভিন্ন কেন্দ্রীয় এজেন্সি ও বাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে একটি বৈঠকে বসেছিলেন।

*নিহত দলিতের বাড়িতে রাহুল :* গণপিটুনিতে নিহত দলিত তরুণ হরিওম বাল্মীকির পরিবারের সঙ্গে শুক্রবার দেখা করলেন রাহুল গান্ধি। তাঁদের পাশে থাকার বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি যোগীরাজ্যে দলিত অত্যাচার মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে বলেও তোপ দেগেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। রায়বেরেলির কংগ্রেস সাংসদ হরিওম বাল্মীকির বাড়িতে প্রায় ২৫ মিনিট ছিলেন। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বাধীন সরকারের সমালোচনা করেন তিনি।

## ট্রাম্প-পুতিন ফোনালাপ

**ওয়াশিংটন, ১৭ অক্টোবর :** রাশিয়ার সাঁড়াশি আক্রমণে চাপে দেশের গুরুত্বপূর্ণ বন্দর, শিল্পাঞ্চল, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র হাতছাড়া ইউক্রেনের। সামরিক সহায়তার জন্য হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করবেন জেলেনেস্কি। কিন্তু তার আগে ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন। আলোচনায় স্থির হয়েছে ইউক্রেন জট কাটাতে হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টে দুই শীর্ষনেতা মুখোমুখি আলোচনায় বসবেন। ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লিখেছেন, 'শীর্ষ বৈঠকের রূপরেখা স্থির করতে বিদেশসচিব মার্কো রুবিও রাশিয়ার শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন।'

## সর্বোচ্চ অঙ্কে

**মুম্বই, ১৭ অক্টোবর :** টানা তিনদিনের উত্থানে এক বছরের সর্বোচ্চ অঙ্কে পৌঁছল সেনসেক্স ও নিফটি। যথাক্রমে ৮৪১৭২ এবং ২৫৭৮১.৫০ পয়েন্টে পৌঁছে নয়া রেকর্ড হয়েছে। দিনের শেষে সামান্য নেমে সেনসেক্স ৮৩৯৫২.১৯ এবং নিফটি ২৫৭০৯.৮৫ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। এদিন দুই সূচকের উত্থান যথাক্রমে ৪৮৫ এবং ১২৫ পয়েন্ট। টানা তিনদিন সেনসেক্স উঠল ১৯০০ পয়েন্ট। একইভাবে নিফটিও ২.২ শতাংশ উঠেছে।

## সমীক্ষা নভেম্বরে

**নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর :** গোটা দেশে জনগণনা হবে ২০২৭-এ। সেই সমীক্ষার আগে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর কার্যকারিতা খতিয়ে দেখতে প্রতিটি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের কিছু নির্দিষ্ট এলাকায় পরীক্ষামূলক ভাবে সমীক্ষা চালানো হবে। এই সমীক্ষা চলবে ১০ নভেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত। নাগরিকরাও ইচ্ছা করলে এতে অংশ নিতে পারেন। ১ নভেম্বর থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত তাঁরা ডিজিটাল মাধ্যমে ফর্ম পূরণ করে ব্যক্তিগত তথ্য জমা করতে পারবেন।

## হামলায় নিহত ৭ পাক সেনা

**ইসলামাবাদ, ১৭ অক্টোবর :** আফগানিস্তানের সঙ্গে ৪৮ ঘণ্টার অস্ত্রবিরতি চুক্তির দু'দিন কাটতে না কাটতেই আফগান সীমান্তবর্তী এলাকায় বিস্ফোরক বোঝাই গাড়ি সহ আত্মঘাতী হামলায় মৃত্যু হল কমপক্ষে সাতজন পাকিস্তানি সেনার। জখম আরও অন্তত জনা তেরো। শুক্রবার উত্তর ওয়াজিরিস্তানে পাকিস্তানের একটি সামরিক ঘাঁটিতে এই হামলা হয়। পাকিস্তানি গণমাধ্যম সূত্রে খবর, হামলার পিছনে রয়েছে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)-এর সঙ্গে যুক্ত জঙ্গিরা।

## মূর্তিদের কটাক্ষ সিদ্দারামাইয়ার

**বেঙ্গালুরু, ১৭ অক্টোবর :** 'জাতি সমীক্ষা'য় অংশ না নেওয়ার কথা আগেই জানিয়েছিলেন ইনফোসিস কর্তা নারায়ণ মূর্তি এবং তাঁর স্ত্রী সুধা মূর্তি। সুধা জানিয়েছিলেন, তাঁরা কোনও পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নন। সেই কারণে এই ধরনের সমীক্ষায় তাঁরা অংশ নেবেন না।

এই প্রেক্ষিতে মূর্তি পরিবারের উদ্দেশে কড়া কটাক্ষ ছুড়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এটা কোনও পশ্চাৎপদ শ্রেণির সমীক্ষা নয়, এটি গোটা জনগণের গণনা। আমরা বহুবার বলেছি। তাঁরা যদি না বোঝেন, আমি কী করব? ইনফোসিস বলেই কি সব জানেন?'

স্বাক্ষর ২৫ দলের, দূরে থাকল বামেরা

## জুলাই সনদে সই নেই এনসিপি'রই

**ঢাকা, ১৭ অক্টোবর :** বহু টানাপোড়েনের পর শেষপর্যন্ত দিনের আলো দেখল জুলাই সনদ। বিএনপি, জামায়াতে সহ বাংলাদেশের ২৫টি রাজনৈতিক দল সনদে স্বাক্ষর করলেও মূলত যাদের দাবি মেনে জুলাই সনদ তৈরি হয়েছে সেই এনসিপিই এদিনের অনুষ্ঠান বর্জন করেছে। হাসিনা বিরোধী ছাত্র নেতাদের নিয়ে তৈরি দলটির অভিযোগ, তাদের দাবি-দাওয়াকে সনদে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। বাসদ সহ বাংলাদেশের ৪টি কমিউনিস্ট দলও জুলাই সনদ বর্জন করেছে।

শুক্রবার বিকেলে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠান চত্বরের আশপাশে বিক্ষোভ দেখিয়েছে ছাত্র-জনতা। জুলাই যোদ্ধাদের সঙ্গে পুলিশের তুমুল সংঘর্ষ হয়েছে। জনতা-পুলিশ সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন আহত হয়। তবে লাঠি, জল কামান ও কাঁদানে গ্যাসের সাহায্যে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা আওয়ামি লিগকে সনদ সংক্রান্ত ঐকমত্য কমিশনের আলোচনা থেকেই বাদ রাখা হয়েছিল। জুলাই সনদ থেকে এনসিপি ও ছাত্র-জনতার বড় অংশের দূরত্ব তৈরি বাংলাদেশের রাজনীতিতে নয়া সমীকরণের সূচনা করল কি না তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।

কমিশনের সহ সভাপতি আলি রিয়াজ। তিনি বলেন, 'মতপার্থক্য সত্ত্বেও বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলি এই সনদের বাস্তবায়নের ব্যাপারে একমত হবে বলে আমরা আশাবাদী।' এনসিপি নেতাদের উদ্দেশে বিএনপির মহাসচিব মীর্জা ফকরুল ইসলাম আলমগিরের কটাক্ষ, 'আমি মনে করি যে এটা বিচক্ষণতার অভাব হয়েছে তাদের, নাহলে তারা অবশ্যই এটায় সই করত।' এই সনদ 'পুরো পৃথিবীর জন্য উদাহরণ হয়ে থাকবে' বলে মন্তব্য করেন প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস।

## ক্যাম্পাসে ছাত্রীকে ধর্ষণে ধৃত সহপাঠী

**বেঙ্গালুরু, ১৭ অক্টোবর :** বেঙ্গালুরুর একটি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ক্যাম্পাসে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এক জুনিয়ার সহপাঠীর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ এনেছেন সেভেন্থ সিমেস্টারের এক ছাত্রী। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত ছাত্র জীবন গৌড়া (২২)-কে গ্রেপ্তার করে আদালতে তোলা হলে তাকে জেল হেপাজতে পাঠানো হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, ১০ অক্টোবর কলেজ ক্যাম্পাসের ভিতরেই এই ঘটনা ঘটে। নির্যাতিতা ছাত্রীটি প্রথমে ঘটনার আকস্মিকতা ও লজ্জায় অভিযোগ জানাতে পারেননি। দিন পাঁচেক পরে বাবা-মা'কে সঙ্গে নিয়ে তিনি অভিযোগ দায়ের করেন স্থানীয় হনুমন্তনগর থানায়। অভিযোগ অনুযায়ী, কিছু জিনিস নেওয়ার জন্য ছাত্রীটি অভিযুক্তের সঙ্গে দেখা করেন। সেখানেই অভিযুক্ত ছাত্রটি তাঁকে প্রথমে চুমু খেতে চায়। তিনি বাধা দিলে জীবন তখন তাঁকে জোর করে আর্কিটেকচার ব্লকের সাত তলায় ছেলেদের শৌচাগারে টেনে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। নির্যাতিতার সঙ্গে অভিযুক্তের পূর্বপরিচয় থাকলেও কোনওরকম ঘনিষ্ঠতা ছিল না।

ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ইতিমধ্যে দু'জনেরই ফরেন্সিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদিও ঘটনাস্থলে সিসিটিভি ক্যামেরা না থাকায় তদন্তে কিছুটা জটিলতা তৈরি হয়েছে।

## চোর সন্দেহে তিন বাংলাদেশি খুন ত্রিপুরায়

**আগরতলা, ১৭ অক্টোবর :** চোরাকারবারি সন্দেহে ত্রিপুরার বিদ্যাবিল গ্রামে খুন করা হয়েছে তিন বাংলাদেশি নাগরিককে। বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, ঘটনাটি ঘটে ১৫ অক্টোবর রাতে। ওইদিন সীমান্ত পেরিয়ে আসা কয়েকজন বাংলাদেশি গবাদি পশু চুরির চেষ্টা করেছিল। স্থানীয় বাসিন্দারা বাধা দিলে দা ও ছুরি নিয়ে তারা হামলা চালায়। এতে এক গ্রামবাসী নিহত হলে তীব্র উত্তেজনা তৈরি হয়। আত্মরক্ষায় পালটা হামলায় দুই বাংলাদেশি ঘটনাস্থলেই মারা যায়। পরে হাসপাতালে মৃত্যু হয় আরও একজনের।

এই ঘটনাকে 'মানবাধিকার লঙ্ঘন' বলে উল্লেখ করে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। একই সঙ্গে তারা নিরপেক্ষ তদন্তেরও দাবি জানিয়েছে। উলটোদিকে ভারত জানিয়েছে, ঘটনাটি আগাগোড়া ভারতীয় ভূখণ্ডে ঘটেছে এবং মৃতদেহগুলি বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষকে হস্তান্তর করা হয়েছে। সীমান্তে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে যৌথ প্রচেষ্টার আহ্বান জানিয়েছে দিল্লি।

## জুবিনের মৃত্যু স্বাভাবিক সিঙ্গাপুর পুলিশ

**সিঙ্গাপুর ও গুয়াহাটি, ১৭ অক্টোবর :** অনুরাগী, ভক্তরা যে অভিযোগই তুলুন না কেন, জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী জুবিন গর্গের মৃত্যুর ঘটনায় ক্লিনচিটই দিল সিঙ্গাপুর পুলিশ। প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্টে সিঙ্গাপুর পুলিশ ফোর্স জানিয়েছে, জুবিন মৃত্যুর ঘটনায় কোনও সন্দেহজনক কাজকর্ম ঘটেনি। তবে তদন্ত এখনও চলছে। প্রাথমিক তদন্তের রিপোর্ট ভারতীয় হাইকমিশনের হাতেও তুলে দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি কামরূপে গিয়ে জুবিনের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'জুবিনদা কাঞ্চনজঙ্ঘার মতো সৎ, দৃঢ় এবং সুন্দর। জুবিনদার পরিবার এবং অসমের মানুষ সত্য এবং ন্যায়বিচার ছাড়া আর কিছুই চান না। সরকারের উচিত দ্রুত ও স্বচ্ছ তদন্ত নিশ্চিত করা।'

# ঘরোয়া টোটকায় শব্দ হবে জব্দ

## পিঠে কুলো না বেঁধে কানে ‘তুলো’ দিন

শব্দ থাকুক পাতায়। কিন্তু কে শোনে কার কথা! কালীপুজোর সপ্তাহকাল জুড়ে শব্দদৈত্যের বরং উৎপাত। বাজির আওয়াজ পৌঁছে যাচ্ছে ১৪০-১৫০ ডেসিবেলে। এতে কিন্তু বধির হয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা তৈরি হয়।

বিজ্ঞান বলছে, সাধারণত আমাদের কথাবার্তার আওয়াজ ৬০ ডেসিবেলের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। শহুরে কোলাহল অবশ্য ৮৫-৯০ ডেসিবেলে চলে যায়। কিন্তু যে শব্দবাজির আওয়াজ হয় মারাত্মক। এতে কান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বিশেষ করে যাঁদের একটু কানের সমস্যা রয়েছে, যাঁরা কানে কম শোনেন তাঁদের শব্দবাজি থেকে দূরে থাকাই ভালো। একইভাবে গর্ভবতী মহিলাদেরও বাজির শব্দ থেকে দূরে থাকা উচিত। কারণ, অতিরিক্ত শব্দে ভ্রূণের ক্ষতি হয়। এতে গর্ভস্থ শিশুর মধ্যেও প্রভাব পড়ে। এছাড়া

**শব্দ যখন ব্রহ্ম নয় আক্ষরিক অর্থে দৈত্য, তখন তো কানের সাড়ে বারোটা। শব্দবাজির হাত থেকে রক্ষা পেতে কী করবেন? কোন কোন ঘরোয়া টোটকা মেনে চলবেন? রইল যাবতীয় টিপস**

নবজাতক ও শিশু বা বাচ্চাদের শব্দবাজির থেকেও দূরে রাখা উচিত।

সত্যি বলতে, আমাদের কান, চোখ, ফুসফুস ভালো রাখার সবচেয়ে ভালো উপায় হল বাজি ফাটানো থেকে দূরে থাকা। বরং

আলোর উৎসব হয়ে উঠুক আলোকময়। বাজি ফাটাতে গিয়ে জীবন বাজি রাখার কোনো মানে হয় না। আর এতেই পরিবেশ ভালো থাকে। আপনি-আমি রোগের প্রকোপ থেকে কিছুটা হলেও মুক্ত থাকতে পারি। কোনও ধরনের শারীরিক অসুস্থতা থাকলে, কোনোভাবেই শব্দবাজি বা আতসবাজির ধারেকাছে ঘেঁষবেন না। আতসবাজির প্রদর্শন দেখতে হলে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন। এতে বাজির শব্দ ও ধোঁয়া আপনার উপর খুব বেশি প্রভাব ফেলতে পারবে না। সেইসঙ্গে অভ্যন্তরীণ কানের কোষগুলি উচ্চ শব্দে ক্ষতিগ্রস্তও হবে না।

শব্দবাজির হাত থেকে কানকে সুরক্ষিত রাখতে আপনি ঘরোয়া টোটকাও মেনে চলতে পারেন। নারকেল তেলে তুলো ভিজিয়ে নিন। তুলোটা ভালো করে নিংড়ে বল বানিয়ে ফেলুন। এবার ওই তুলো কানে আটকে দিন। খুব ছোট তুলোর বল ব্যবহার করবেন না। এতে কানের ভিতর তুলো আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শুধু তুলো ব্যবহার করলে সবসময় সেটা এয়ার টাইট হয় না। তাই নারকেল তেল ব্যবহার করুন।

অনেক সময় অতিরিক্ত আওয়াজের কারণে কানে তালা ধরে যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে অনেক সময় কয়েক ঘণ্টা সময় লাগে। কিন্তু একদিন মতো পরও যদি দেখেন কানে তালালাগা ঠিক হচ্ছে না, তাহলে দ্রুত চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

# পুরোনো গয়নায় আসুক নতুনের উজ্জ্বলতা

উৎসবের ছোঁয়া। আর সেই ছোঁয়া থেকেই উত্তর ভারতের উৎসব এখন বঙ্গজুড়ে। ধনতেরাস। উচিত কথায়, ধনত্রাস। কারণ, সোনা যেভাবে দিনে দিনে আকাশ ছুঁয়ে চলেছে, তাতে সাধারণ মধ্যবিত্তের নাগাল পাওয়া বেশ মুশকিল। যতই হোক আজ ধনতেরাসের উৎসব আয়োজন। যদি নতুন সোনা কিনতে পারেন তাহলে তো কথাই নেই, যদি কিনতে না পারেন তাহলেও ধনতেরাস পালনে খামতি থাকবে না। এক কাজ করুন, লকারে বা বাড়িতে গচ্ছিত থাকা মা-ঠাকুমাদের গয়নাগুলো বের করুন। যদি দেখেন, সেইসব গয়নার ঔজ্জ্বল্য কিছুটা ম্লান বলে মনে হচ্ছে, তাহলে জানবেন সেগুলো জমে থাকা ধুলো, ঘাম, কালচে দাগের কারণে।

কীভাবে ফিরে পাবেন পুরোনো গয়নার দীপ্তি। জেনে নিন টিপসগুলো।

**টুথপেস্টে বাজিমাত:** যে টুথপেস্টে দাঁত মাজেন, সেই টিউবের খুদে খুদে অক্ষরে একটু চোখ বোলান। দেখে নিন, সেটি হালকা নন জেল টুথপেস্ট কিনা! এরপর সেই টুথপেস্ট নরম ব্রাশে লাগান। গয়নার উপর আলতো ভাবে ঘষতে থাকুন। দেখবেন গয়নার মধ্যে জমে থাকা ধুলো-ময়লা নিমেষে পরিষ্কার হয়ে যাবে। সোনার আসল চকচকে ভাব ফিরে আসবে।

**লেবু ও বেকিং সোডার ক্যারিশমা : এক চামচ বেকিং সোডার মধ্যে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে নিন। পেস্ট তৈরি করুন। এরপর সেটি নরম কাপড়ের মধ্যে নিয়ে ভালোভাবে গয়নার উপর ঘষুন। পাঁচমিনিট মতো রেখে দিন। তারপর উষ্ণ গরম জলে ধুয়ে ফেলুন। দেখবেন, ধনতেরাসে পুরোনো গয়নায় কেমন নতুনের জেল্লা এসেছে।**

**সাবান ও হালকা গরম জল:** একটি পাত্রে গরম জল নিন। এরপর তাতে হালকা তরল সাবান মানে যে কোন ডিস ওয়াশার বা বেবি শ্যাম্পু মিশিয়ে নিন। তারপর গয়নাটিকে কয়েক মিনিট সেই জলে ভিজিয়ে রাখুন। এরপর নরম ব্রাশ দিয়ে আলতো করে ঘষলে ময়লা বেরিয়ে যাবে। সেই গয়না আপনি ধনতেরাস বা কালীপুজোর দিন অনায়াসে পরতে পারেন।

# ধনতেরাসে ঝাড়ু কিনবেন?

আপনি কি জানেন, ধনতেরাসের দিন নতুন ঝাড়ু কিনতে হয়! ভুরু কুঁচকে বলবেন, কিন্তু কেন? সত্যিই তো, আপনার মতো বিজ্ঞান জিজ্ঞাসুর কাছে ঝাড়ু কেনার তাৎপর্য এবং মাহাত্ম্য ফলাও করে বলার কোনও মানে হয় না। এই প্রতিবেদন তাঁদের কথা ভেবেই তৈরি, যাঁরা প্রচলিত লোকবিশ্বাসে অনেক সময় ভরসা রাখেন।

হিন্দু ধর্মে ধনতেরাসের গুরুত্ব অপরিসীম। কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে ধনতেরাস উৎসব পালিত হয়। এদিন সোনা-রুপো, বাসনপত্রের মতো ঝাড়ু কেনাও অনেকে শুভ বলে মনে করেন। বলা হয়, ত্রয়োদশী তিথিতে ঝাড়ু কিনলে মা লক্ষ্মী প্রসন্ন হন। কিন্তু যে-সে ঝাড়ু কিনলে হবে না। মাথায় রাখতে হবে এইসব বিষয়।

### কী ধরনের ঝাড়ু কিনবেন?

মনে করা হয়, ধনতেরাসের দিন ঝাড়ু কিনলে পকেট ভরে যায়। পরিবারে আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। তবে শুধুমাত্র ঝাড়ু কিনলেই হবে না। ফুলের সঙ্গে ঝাড়ু কিনবেন। কিচেন বা বেডরুমে নতুন ঝাড়ু রাখবেন না। খাটের নীচে বা আলমারির নীচে ঝাড়ু রাখতে নেই।

ঝাড়ু কেনার সময় খেয়াল রাখবেন, যেন সেটি পাতলা না হয় অথবা শুকিয়ে না যায়। এর কাঠিগুলো ভালো অবস্থায় থাকতে হবে। যত ঘন হবে তত ভালো। ভাঙা বা বাঁকা ঝাড়ু কেনা উচিত নয়।

ধনতেরাসের দিন প্লাস্টিকের ঝাড়ু কিনবেন না। এই শুভ দিনে প্লাস্টিকের জিনিস কেনা উচিত নয়। প্লাস্টিককে অপবিত্র হিসাবে ধরা হয়। যা ধনতেরাসে কেনা অনুচিত। অশুদ্ধ ধাতু কিনলে তাতে ফল পাওয়া যায় না।

এবার বলি, ঝাড়ু ঘরে আনার পর কী করবেন সে বিষয়ে। ধনতেরাসের দিন নতুন ঝাড়ু আনার পর সরাসরি ব্যবহার করবেন না। প্রথমে পুরোনো ঝাড়ুর পুজো করুন, তারপর নতুন ঝাড়ুর গায়ে কুমকুম লাগান। তারপর এটি ব্যবহার করুন।

# ভাইফোঁটায় ইলিশ সস্তা!

**পাতে পড়ুক ইলিশ রেজালা। একেবারে টাটকা খবর, ভাইফোঁটার বাজারে সস্তা হতে চলেছে ইলিশ। তাহলে ভাইয়ের পাত ইলিশ ছাড়া অসম্ভব।**

### যা যা লাগবে

ইলিশ মাছ ১টি (মাঝারি আকারের), পেঁয়াজ মিহি করে কাটা আধকাপ, আদাবাটা ১ চা চামচ, রসুনবাটা আধ চা চামচ, পোস্তবাটা আধ চা-চামচ, টক দই আধকাপ, গোটা এলাচ ও দারুচিনি ২টি করে, তেজপাতা ২টি, হলুদ ও লংকার গুঁড়ো ১ চা চামচ করে, ১০. কাঁচালংকা ৫-৬টি, আলু বোখারা ৩টি, বাদাম বাটা ১ চা চামচ, তেল পরিমাণমতো, লবণ পরিমাণমতো, চিনি স্বাদ অনুযায়ী।

### যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমে ইলিশ মাছের টুকরোগুলো ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিন। তেল গরম হলে পেঁয়াজ বাটা দিয়ে সোনালি ভেজে নিন। পেঁয়াজ ভাজা হলে আদা ও রসুন বাটা দিয়ে হলুদ গুঁড়ো, লংকাগুঁড়া, পোস্তবাটা, টক দই, এলাচ, দারুচিনি এবং লবণ দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে মশলা কষিয়ে নিন।

মশলা কষানো হলে ইলিশ মাছ দিয়ে তাতে চিনি, আলু বোখারা, বাদাম বাটা কাঁচালংকা ও প্রয়োজন হলে অল্প জল দিয়ে ১০ মিনিট ওভেনে দমে রাখুন। যাতে মশলার সুগন্ধ মাছের ভেতর ভালোভাবে মিশে যায়। হয়ে গেলে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন সুস্বাদু ইলিশ মাছের রেজালা।

# ভাইফোঁটা ২২ না ২৩? তিথি-শুভক্ষণ!

কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া। বাঙালির ঘরে ঘরে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বা ভাইফোঁটা। তবে অনেক বাড়িতে রয়েছে কিছু নিয়মভেদ। শুক্লপক্ষের প্রতিপদের দিনও বহু জায়গায় উদযাপিত হয় এই ভাইফোঁটা। কিন্তু এবছর ভাইফোঁটা কবে ঠিক কবে?

### দিনক্ষণ

ভাইফোঁটা বা ভাইদুজ ২৩ অক্টোবর। এ বছর, কার্তিক শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি ২২ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে রাত ৮টা ১৬ মিনিটে শুরু হবে এবং ২৩ অক্টোবর রাত ১০টা ৪৬ মিনিট পর্যন্ত চলবে। বলে রাখি, জ্যোতিষশাস্ত্রের বিচারে, ২৩ অক্টোবর বৃহস্পতিবার ভাইফোঁটা উদযাপনকে সবচেয়ে শুভ বলে মনে করা হয়।

ভাইফোঁটার দিনে সম্ভব হলে ব্রহ্মমুহূর্তে প্রথমে স্নান সেরে নিন। থালায় সাজিয়ে দিন প্রদীপ, ধূপ, শঙ্খ, ধান, দূর্বা, কাজল, চন্দন, দই ও ঘি। এরপর মিষ্টিমুখের পালা। ভাইফোঁটা দেওয়ার সময় সবসময় ভাইকে উত্তর বা পূর্বদিকে মুখ করে বসাবেন।

# ভূতচতুর্দশীতে ১৪ শাক কেন খাবেন, কীভাবে খাবেন

বলা হয়, কার্তিক মাসের ভূতচতুর্দশী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ বধ করেছিলেন নরকাসুরকে। মনে করা হয়, নরকাসুররূপী রাজা বলি প্রতিবছর ভূতচতুর্দশীর দিন অসংখ্য ভুতপ্রেত নিয়ে মর্ত্যে নেমে আসেন মায়ের পুজো দিতে। ঠিক এই কারণে ভূতচতুর্দশীর আরেক নাম নরক চতুর্দশী।

### কেন খাবেন ১৪ শাক?

অনেকে মনে করেন, এই দিন প্রেতলোক থেকে সমস্ত ভূতপ্রেত নেমে আসেন মর্ত্যে। আবার অনেকে মনে করেন, এই দিন স্বর্গ এবং নরকের দরজা খুলে যায়। মনে করা হয়, এই দিন ১৪ শাক খেলে পূর্বপুরুষ অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির আত্মাকে মুক্তি দেন যমরাজ, তাই ভূতচতুর্দশীর দিন পূর্বপুরুষদের আত্মাকে মুক্তি দেওয়ার জন্যই মূলত ১৪টি মাটির প্রদীপ জ্বালানো হয় এবং খাওয়া হয় ১৪ শাক।

ভূতচতুর্দশীর দিন ১৪ শাক খাওয়ার পেছনে অন্যতম একটি কারণ হল, এই দিন ১৪ শাক খেলে বাড়ি থেকে অশুভ শক্তি বিদায় হয় বলে বিশ্বাস অনেকের। তবে অনেকেই আবার মনে করেন ঋতু পরিবর্তনের সময় শরীরকে রোগ বালাইয়ের হাত থেকে রক্ষা করে এই ১৪ শাক।

### ১৪ শাক কী কী

পলতা, সর্ষে, নিমপাতা, শুশনি, জয়ন্তী, ওল, ভাটপাতা, কেঁউ, বেতো, গুলঞ্চ শাক, শাঞ্চে প্রভৃতি।

### রাঁধবেন যেভাবে

কালো জিরে, রসুন, শুকনো লংকা, পাঁচফোড়ন দিয়ে রান্না করতে পারেন ১৪ শাক। অনেকে আবার বেগুন দিয়েও রান্না করেন। আপনি যেভাবে খেতে ভালোবাসেন, সেভাবেই রান্না করতে পারেন।

বলে রাখি, দ্রৌপদীর কাছে একবার শ্রীকৃষ্ণ এসে বলেন, খিদে পেয়েছে। তখন পাণ্ডব গৃহিণীর ভাঁড়ারে কিছু অবশিষ্ট ছিল না। ছিল শুধু শাক আর ভাত। তাই খেয়েই পরম তৃপ্তিতে ঢেঁকুর তোলেন শ্রীকৃষ্ণ।

# ক্যানসার কোষের গোপন শক্তির উৎস খুঁজে পেলেন বিজ্ঞানীরা

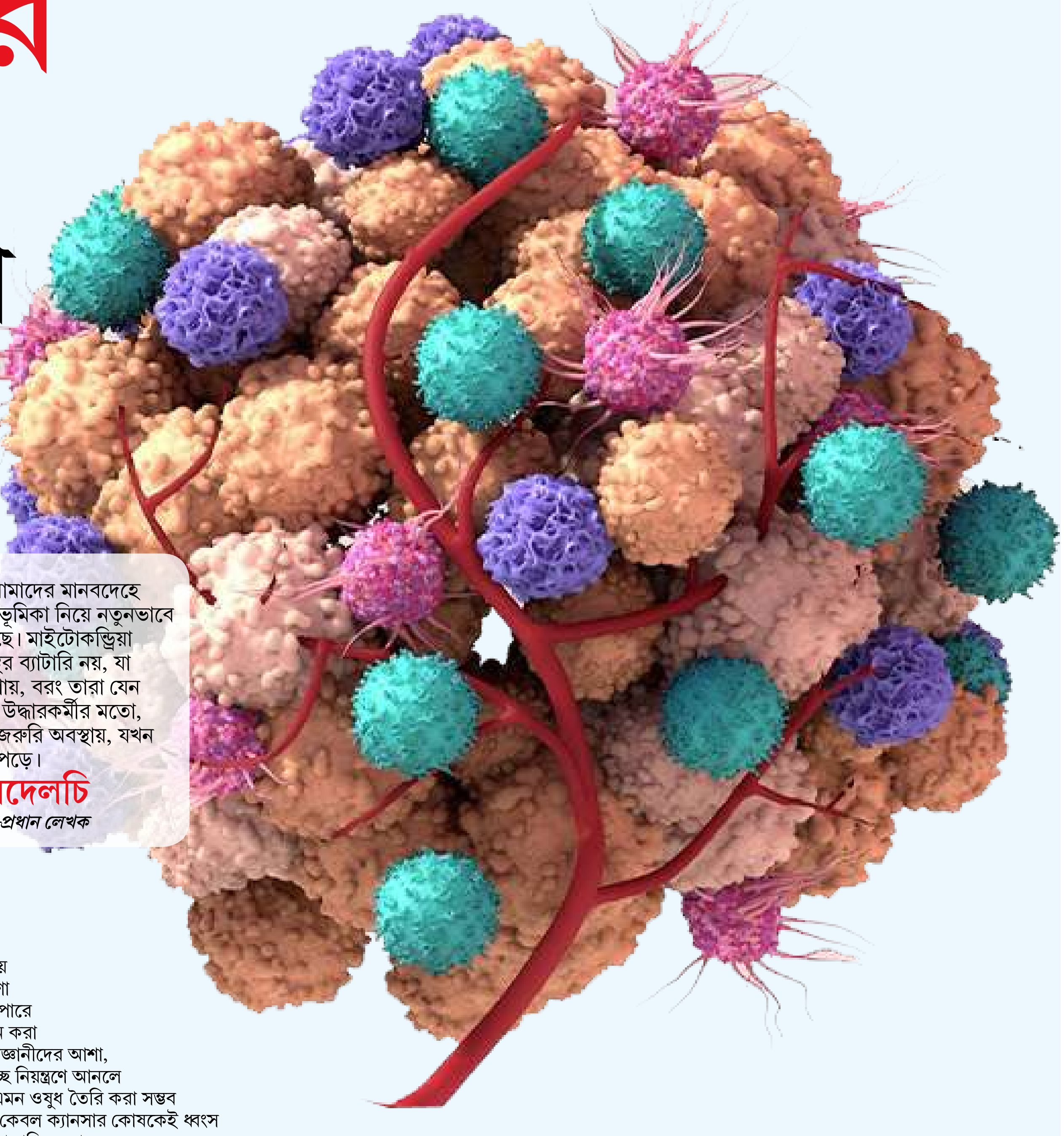

ক্যানসার নিয়ে প্রচুর গবেষণা এবং আবিষ্কার হলেও, তা নিয়ে মাথাব্যথা মোটেই কমছে না। ক্যানসার কোষের বাড়বাড়ন্ত ঠেকিয়ে তাকে কবজা করতে নানা গবেষণা হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা ক্যানসার কোষের এমন এক নতুন কৌশল ধরে ফেলেছেন, যা কোষকে কঠিন সময়ে প্রয়োজনীয় শক্তি জুগিয়ে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। দেখা গিয়েছে, যখন ক্যানসার কোষ চাপের মধ্যে পড়ে বা সংকুচিত হয়, তখন তারা নিজেরাই নতুন শক্তির উৎস তৈরি করে নেয়। ক্যানসার আক্রান্ত রোগীর 'বায়োপ্সি' খতিয়ে দেখে এই গবেষণা করেছে বার্সেলোনার 'সেন্টার ফর জিনোমিক রেগুলেশন' (সিআরজি) নামের একটি প্রতিষ্ঠান। ওই গবেষণায় ক্যানসার কোষের গোপন শক্তির উৎসটা ফাঁস হয়ে গিয়েছে। গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে 'নেচার কমিউনিকেশনস' জার্নালে।

বিজ্ঞানীরা অত্যাধুনিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখতে পেয়েছেন, চাপের সময় মাইটোকন্ড্রিয়া ক্যানসার কোষের নিউক্লিয়াসের খুব কাছে চলে আসে এবং একটি বিশেষ কাঠামো তৈরি করে। এই কাঠামোটির নাম দেওয়া হয়েছে নিউক্লিয়ার-অ্যাসোসিয়েটেড মাইটোকন্ড্রিয়া বা ন্যাম। এই ন্যাম কাঠামোটি ঠিক যেন নিউক্লিয়াসের চারপাশে তৈরি হওয়া একটি আলোর বলয়। এই ন্যাম গঠনের মাধ্যমেই ক্যানসার কোষগুলি অতিরিক্ত পরিমাণে জরুরি শক্তি (এটিপি) উৎপাদন করতে পারে। কঠিন সময়ে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই কোষে শক্তি তৈরির হার বেড়ে যায় প্রায় ৬০ শতাংশ। এই অতিরিক্ত শক্তি ক্যানসার কোষগুলিকে প্রয়োজনীয় রসদ জুগিয়ে টিকে থাকতে সাহায্য করে।

এই অতিরিক্ত শক্তি ক্যানসার কোষকে নিজের ডিএনএ-র সক্ষমতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। সাধারণ কোষ সংকুচিত হলে ভেঙে পড়তে পারে, কিন্তু ক্যানসার কোষ এই বাড়তি শক্তির কারণে ক্ষতি মেরামত করে নিয়ে বেঁচে থাকে শুধু তা-ই নয়, ছড়িয়ে পড়তেও পারে!

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ক্যানসার টিউমারের সবচেয়ে আক্রমণাত্মক অংশে এই 'ন্যাম'গুচ্ছ বেশি দেখা যায়। যদি ন্যামগুচ্ছ তৈরি হওয়া বন্ধ করা যায়, তাহলে ক্যানসার কোষ দুর্বল হয়ে পড়বে। তারা এখন খুঁজছেন কীভাবে কোষের ভিতরের 'জালের মতো' গঠন ভেঙে দিয়ে এই শক্তির উৎসকে ঠেকানো যায়।

এই আবিষ্কার ভবিষ্যতে ক্যানসারের চিকিৎসায় নতুন দিশা দেখাতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। বিজ্ঞানীদের আশা, 'ন্যাম'গুচ্ছ নিয়ন্ত্রণে আনলে হয়তো এমন ওষুধ তৈরি করা সম্ভব হবে, যা কেবল ক্যানসার কোষকেই ধ্বংস করবে, স্বাভাবিক কোষকে নয়।

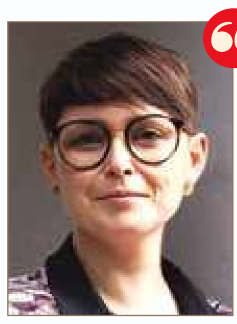

“গবেষণার ফল আমাদের মানবদেহে মাইটোকন্ড্রিয়ার ভূমিকা নিয়ে নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করছে। মাইটোকন্ড্রিয়া আসলে কেবল স্থির ব্যাটারি নয়, যা কোষে শক্তি জোগায়, বরং তারা যেন দ্রুত সাড়া দেওয়া উদ্ধারকর্মীর মতো, যাদের ডাকা হয় জরুরি অবস্থায়, যখন কোষ চরম চাপে পড়ে।

**ডঃ সারা সদেলচি**
*গবেষণাপত্রের সহ-প্রধান লেখক*

এই আবিষ্কার ভবিষ্যতে ক্যানসারের চিকিৎসায় নতুন দিশা দেখাতে পারে। বিজ্ঞানীদের আশা, ক্যানসার কোষের শক্তির উৎস নিয়ন্ত্রণে আনতে পারলে ভবিষ্যতে হয়তো এমন ওষুধ তৈরি করা সম্ভব হবে, যা কেবল ক্যানসার কোষকেই ধ্বংস করবে, স্বাভাবিক কোষকে নয়।

সুদীপ মৈত্র

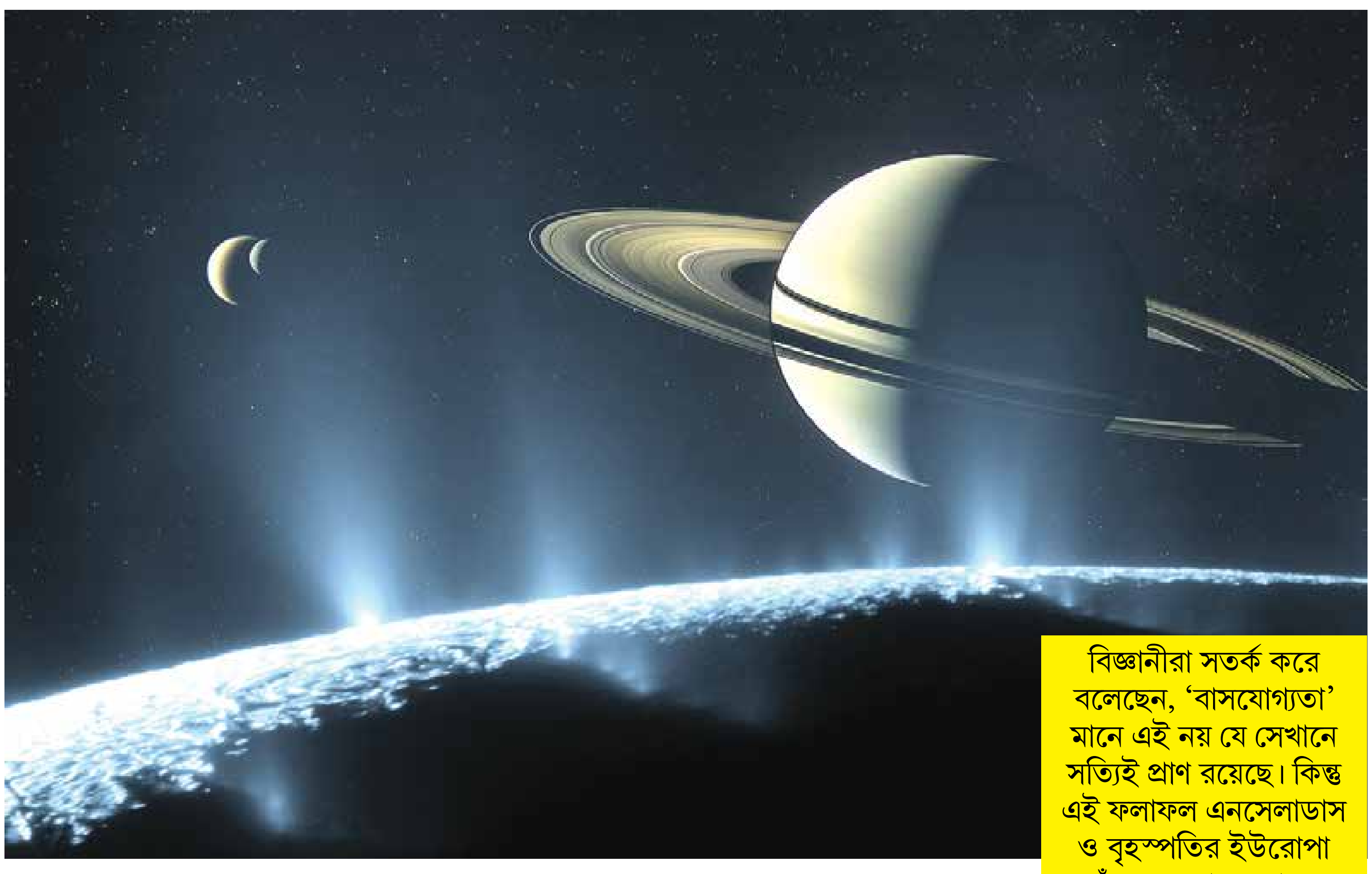

বিজ্ঞানীরা সতর্ক করে বলেছেন, 'বাসযোগ্যতা' মানে এই নয় যে সেখানে সত্যিই প্রাণ রয়েছে। কিন্তু এই ফলাফল এনসেলাডাস ও বৃহস্পতির ইউরোপা চাঁদের মতো বরফাচ্ছন্ন জগৎগুলিকে ভবিষ্যৎ মহাকাশ অভিযানের প্রধান লক্ষ্য করে তুলেছে।

## ঘরের কাছেই পড়শি নগর

# শনির চাঁদে ইঙ্গিত প্রাণের

'ঘরের কাছে আরশিনগর সেথা পড়শি বসত করে।' লালনসাঁইয়ের গানের লাইনই মনে করিয়ে দিল সাম্প্রতিক একটি গবেষণা! মহাবিশ্বের কোনও কোণায় মানুষের কণামাত্র কোনও পড়শি আছে কি না, তা নিয়ে বহুকাল ধরেই গবেষণা চলছে।

নতুন গবেষণায় বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, শনির বরফে ঢাকা চাঁদ এনসেলাডাস হতে পারে ভিনগ্রহের প্রাণের উপযুক্ত আবাসস্থল।

সাম্প্রতিক গবেষণা প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছে নেচার অ্যাস্ট্রোনমি পত্রিকায়। তাতে এনসেলাডাসের বরফ কণায় জটিল জৈব যৌগের উপস্থিতি দেখিয়েছে।

জার্মানির স্টুটগার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দল নাসার বহু পুরোনো ক্যাসিনি মহাকাশযানের সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করেন। ক্যাসিনি ২০০৮ সালে এনসেলাডাসের দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি বরফগলিত ফাটলের মধ্য দিয়ে ছিটকে বেরোনো বরফ কণা সংগ্রহ করেছিল। সেই বরফ কণাগুলিতেই মিলেছে জীবনধারার মূল উপাদান — ইস্টার ও ইথার জাতীয় জৈব যৌগ।

গবেষক নোজায়ের খ্বাজা জানান, এই অণুগুলি পৃথিবীতে অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাঁর মতে, 'এনসেলাডাস এমন সব শর্ত পূরণ করছে, যা জীবনের উপস্থিতির জন্য প্রয়োজনীয়।'

এনসেলাডাসের গড় তাপমাত্রা প্রায় -৩৩০ ডিগ্রি ফারেনহাইট। কিন্তু তার বরফের নীচে রয়েছে এক বিশাল উপসমুদ্র। দক্ষিণ মেরুর ফাটল থেকে জলের ধোঁয়া বা প্লুম নির্গত হয়, যা বলে দেয়—ভিতরে সম্ভবত হাইড্রোথার্মাল কার্যকলাপ চলছে, যেমন পৃথিবীর সমুদ্রতলীয় আগ্নেয় অঞ্চলগুলিতে দেখা যায়। এই তাপ ও খনিজ পদার্থ মিলে জীবনের জন্য আদর্শ পরিবেশ তৈরি করতে পারে।

ক্যাসিনির সংগৃহীত নতুনতর বরফ নমুনাগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে, এগুলি পুরোনো কণার তুলনায় অনেক বেশি পরিষ্কার এবং মহাজাগতিক বিকিরণে পর্যন্ত অপরিবর্তিত রয়ে গিয়েছে। তাই এগুলি থেকেই এনসেলাডাসের ভিতরের পরিবেশ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ধারণা করতে পেরেছেন বিজ্ঞানীরা।

তবে বিজ্ঞানীরা সতর্ক করে বলেছেন, 'বাসযোগ্যতা' মানে এই নয় যে সেখানে সত্যিই প্রাণ রয়েছে। কিন্তু এই ফলাফল এনসেলাডাস ও বৃহস্পতির ইউরোপা চাঁদের মতো বরফাচ্ছন্ন জগৎগুলিকে ভবিষ্যৎ মহাকাশ অভিযানের প্রধান লক্ষ্য করে তুলেছে।

## ধরা পড়ল বিজ্ঞানীদের ক্যামেরায়

# নবীন গ্রহের জন্মের প্রথম শুভক্ষণ

এতদিন যা ছিল নিছক তত্ত্বের গভীরে, এবার তা ধরা পড়ল বিজ্ঞানীদের ক্যামেরায়। এই প্রথম ঠিক জন্মের মুহূর্তে বিজ্ঞানীরা দেখতে পেলেন এক নবীন গ্রহকে। নবজাতকের নাম ডব্লিউআইএসপিআইটি-২বি, যেটা তৈরি হচ্ছে এক তরুণ নক্ষত্রের চারপাশে থাকা গ্যাস ও ধুলোর চাকতি (প্রোটোপ্ল্যানেটারি ডিস্ক)- র ফাঁকা জায়গায়।

এতদন জ্যোতির্বিদদের ধারণা ছিল, এই ফাঁকা স্থানগুলি নবগঠিত গ্রহের কারণেই তৈরি হয়। কিন্তু এবারই প্রথম সরাসরি ছবি পাওয়া গেল তার প্রমাণ হিসাবে।

নাসার তথ্য অনুযায়ী, ডব্লিউআইএসপিআইটি-২বি একটি বিশাল গ্যাসীয় গ্রহ, যা বৃহস্পতির চেয়ে প্রায় পাঁচ গুণ ভারী এবং বয়স মাত্র ৫০ লক্ষ বছর। অর্থাৎ পৃথিবীর হাঁটুর বয়সিও তাকে বলা যায় না!

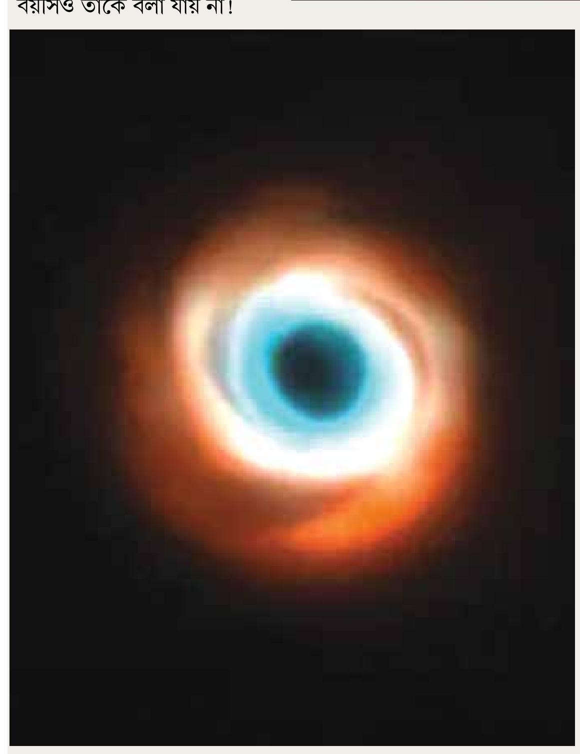

এই গ্রহটি পৃথিবী থেকে প্রায় ৪৩৭ আলোকবর্ষ দূরের ডব্লিউআইএসপিআইটি-২ নামের এক তরুণ নক্ষত্রের চারপাশে লাট্টুর মতো ঘুরপাক খাচ্ছে।

গ্রহটি সম্প্রতি ধরা পড়েছে চিলির ভেরি লার্জ টেলিস্কোপ (ভিএলটি) এবং ম্যাগেলান ক্লে টেলিস্কোপের অত্যাধুনিক ম্যাগএও-এক্স ক্যামেরায়। বিশেষ হাইড্রোজেন-আলফা আলো ব্যবহার করে তোলা এই ছবিতে দেখা গিয়েছে, হাইড্রোজেন গ্যাস নবীন গ্রহের ওপর পড়ছে, বিজ্ঞানীদের মতে, যা কিনা একেবারে হাতেগরম প্রমাণ যে, গ্রহটি এখনও তৈরি হচ্ছে।

গবেষণায় আরও দেখা গিয়েছে, ওই নক্ষত্রের চারপাশে আরেকটি সম্ভাব্য গ্রহও জন্ম নিচ্ছে। অর্থাৎ এই তরুণ সৌরজগতে একাধিক পৃথিবী-সদৃশ জগৎ গড়ে উঠছে একসঙ্গে।

শুক্রবার থেকে চুইখিমে চালু হল প্যারাগ্লাইডিং।

# প্যারাগ্লাইডিং চালু চুইখিমে

**চুইখিম, ১৭ অক্টোবর :** পাখির মতো স্বাধীনতা কে না চায়! বিখ্যাত ব্যান্ড 'জলের গান'-এর অত্যন্ত জনপ্রিয় গানটি উড়ে বেড়ানোর আনন্দের কথাই বারবার তুলে ধরে। 'এমন যদি হতো, আমি পাখির মতো, উড়ে উড়ে বেড়াই সারাক্ষণ।' পাখির মতো যখন ইচ্ছে তখন উড়ে বেড়ানোর সুযোগ মানুষের তো নেই। তবে সারাক্ষণ না হলেও একটানা ১৫ থেকে ২০ মিনিট অবধি আকাশের বুকে পাখির মতো ভেসে বেড়ানোর রোমাঞ্চ এবার পাওয়া যেতে পারে চুইখিমে। এখন থেকে অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় পর্যটকের দল কালিম্পং জেলার ছবির মতো সুন্দর এই পাহাড়ি গ্রামে প্যারাগ্লাইডিং করার সুযোগ পাবেন। কালিম্পংয়ের বিধায়ক রুদেন সাদা লেপচা, জিটিএর স্থানীয় সভাসদ সঞ্চাবির সুব্বা, জিটিএর পর্যটন বিভাগের ফিল্ড ডিরেক্টর দাওয়া শেরপা, পাবরিংটার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রবিন সুব্বা প্রমুখর হাত ধরে শুক্রবার থেকে চুইখিমে চালু হয়ে গেল প্যারাগ্লাইডিং।

## বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন সাবমার্সিবল পাম্প, শুরু রাজনৈতিক চাপানউতোর

# ঝাড়পুকুরিয়া গ্রামে জলসংকট

সিদ্ধার্থশংকর সরকার

**পুরাতন মালদা, ১৭ অক্টোবর :** মাতব্বরদের নিদানে সরকারি উদ্যোগে স্থাপিত সাবমার্সিবল পাম্পের বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়া এবং পাম্প ভাঙচুরের চাঞ্চল্যকর অভিযোগ সামনে এসেছে পুরাতন মালদা ব্লকের ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝাড়পুকুরিয়ায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের সুবিধার্থে তৈরি এই পাম্পটি বন্ধ থাকার ফলে এলাকায় তীব্র জলসংকট তৈরি হয়েছে। অভিযোগের তির সরাসরি বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দিকে। বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছে তৃণমূল। যদিও বিজেপি তাদের যুক্ত থাকার কথা অস্বীকার করেছে।

ঘটনাটি ঘটেছিল বৃহস্পতিবার প্রকাশ্য দিবালোকে। স্থানীয় বাসিন্দা অণিমা সরকারের জমিতে গ্রামবাসীদের সুবিধার্থে পাম্পঘরটি তৈরি হয়েছিল। তিনি শুক্রবার অভিযোগ করে জানান, একদল দুষ্কৃতী তাঁর পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের উপর অন্যায় করে এই গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পরিষেবাটি নষ্ট করেছে। ওই ঘটনার ভিডিও ফুটেজ সহ লিখিত অভিযোগ এদিন দুপুরে মালদা থানা এবং পুরাতন মালদা বিডিও-র কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। অভিযোগের পর প্রশাসনের কর্তারা বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

তৃণমূলের অঞ্চল চেয়ারম্যান মানিক সরকার এই ঘটনায় সরাসরি বিজেপিকে দায়ী করে বলেন, 'সরকারি প্রকল্পের বিদ্যুৎ সংযোগ কেউ জোর করে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। আমি ওই গ্রামে গিয়ে দেখেছি কয়েকজনের কারণে গোটা গ্রাম এখন জলকষ্টে ভুগছে। এটা বিজেপির দুষ্কৃতীরা গাজোয়ারি করে করেছে। মানুষের স্বার্থে এই ঘৃণ্য কাজের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করতে আমরা প্রশাসনকে বলেছি।' যদিও স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান হেমা রাজবংশীর দাবি, 'এই ঘটনায় বিজেপি যুক্ত নয়।' তিনি জানিয়েছেন, ড্রেন তৈরি নিয়ে বিবাদের কারণে গ্রামবাসীদের একাংশই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি গ্রামবাসীদের শান্ত থাকতে অনুরোধ করেছেন এবং দ্রুত জল সরবরাহের বিকল্প ব্যবস্থার আশ্বাস দিয়েছেন।

কিছু বাসিন্দা পঞ্চায়েতের উদ্যোগে অণিমা সরকারের বাড়ির পাশে ড্রেন তৈরির জন্য আসেন। অণিমা তাতে বাধা দিলে বচসা শুরু হয়। এর জেরেই গ্রামবাসীদের একাংশ উত্তেজিত হয়ে সাবমার্সিবল পাম্পের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। সেইসঙ্গে মিটার বক্স ও বিদ্যুতের সরঞ্জাম খুলে নিয়ে চলে যায়। ফলাফল, গোটা গ্রাম দু'দিন ধরে জলকষ্টে ভুগছে। অভিযোগকারীও ওই পাম্প থেকেই জল সংগ্রহ করতেন। তাঁরাও জল পাচ্ছেন না।

অভিযোগকারী অণিমা সরকার বলেন, 'আমরা সুরাহার জন্য বিডিও-কে নালিশ জানিয়েছি, থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। কয়েকজনের মাতব্বরির কারণে গোটা গ্রামের মানুষ এখন জল পাচ্ছে না। আমরা ভুক্তভোগী হচ্ছি। এর বিচার চাই।' বিষয়টিতে পুরাতন মালদার বিডিও সেঁজুতি পাল মাইতি বলেন, 'গ্রামবাসীদের এই সমস্যাটিকে আমরা খুবই গুরুত্ব দিচ্ছি।' মালদা থানার পুলিশকর্তারা জানিয়েছেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে।

মালদা থানার সামনে অভিযোগপত্র হাতে অণিমা সরকার।

**ঘটনাক্রম**

- কিছু বাসিন্দা পঞ্চায়েতের উদ্যোগে অণিমা সরকারের বাড়ির পাশে ড্রেন তৈরির জন্য আসেন
- অণিমা তাতে বাধা দিলে বচসা শুরু হয়
- গ্রামবাসীর একাংশ সাবমার্সিবল পাম্পের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়
- ফলাফল, গোটা গ্রাম দু'দিন ধরে জলকষ্টে ভুগছে

# বাজিতে 'নষ্ট' চোখ সারবে বিনামূল্যে

নিউজ ব্যুরো

**১৭ অক্টোবর :** দীপাবলির মরশুমে মানবিক সিদ্ধান্ত এএসজি চক্ষু হাসপাতালের। বাজি পোড়াতে গিয়ে যদি চোখে আঘাত লাগে, তবে সেক্ষেত্রে বিনামূল্যে অস্ত্রোপচার করা যাবে ওই হাসপাতালের যে কোনও শাখায়। অফার কেবল ১৫ বছরের কমবয়সিদের জন্য, বহাল থাকবে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত।

কালীপুজো মানেই ছোটদের কাছে বাজি পোড়ানোর উৎসব। কিন্তু বাজি পোড়ানোর সময় সতর্ক না থাকলে যখন-তখন ঘটে যেতে পারে বিপদ। পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৩ সালের দীপাবলিতে বাজি পোড়াতে গিয়ে ২ হাজারেরও বেশি মানুষ চোখে আঘাত পান, তার মধ্যে ৬০ শতাংশই নাবালক। সে কারণেই এই অফার দিয়েছে দেশের মধ্যে দ্বিতীয় ও বিশ্বের মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম সুপারস্পেশালিটি চক্ষু হাসপাতাল এএসজি।

# শিশুকে যৌন নির্যাতন, ধৃত

**বালুরঘাট ও হিলি, ১৭ অক্টোবর :** চকোলেটের প্রলোভন দেখিয়ে তিন বছরের শিশুকন্যাকে দিনের পর দিন যৌন নির্যাতন। অভিযোগের ভিত্তিতে পঁয়ষট্টি বছর বয়সি এক বৃদ্ধকে গ্রেপ্তার করল বালুরঘাট থানার পুলিশ। ধৃতের নাম মন্টু দাস। তিনি পেশায় টোটোচালক। ডিএসপি বিক্রম প্রসাদ জানান, ধৃতের বিরুদ্ধে পকসো ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে।

বাবা পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে ভিনরাজ্যে কর্মরত। শিশুকন্যা তার মায়ের সঙ্গে থাকে। দুপুরের দিকে সে বাড়ির পাশে অন্য শিশুদের সঙ্গে খেলতে যায়। ঠিক ওরকমই বৃহস্পতিবার খেলার সময়, ধৃত চকোলেটের প্রলোভন দেখিয়ে নির্যাতিতা শিশুকন্যাকে নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে যায়। এরপর তার সঙ্গে যৌন নির্যাতন করা হয় বলেও অভিযোগ।

# নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টা

**হিলি, ১৭ অক্টোবর :** এক আদিবাসী নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে শুক্রবার ধৃতকে বালুরঘাট আদালতে পেশ করল পুলিশ।

বুধবার সন্ধ্যায় হিলি থানার একটি গ্রামের এক নাবালিকা তার মানসিক ভারসাম্যহীন মাকে নিয়ে পাড়ার একটি বাড়িতে টিভি দেখতে গিয়েছিল। সেই সময় গ্রামেরই এক প্রৌঢ় নাবালিকাকে ওই বাড়ির রান্নাঘরের আলো নিভিয়ে দিতে বলে। নাবালিকা সুইচ বন্ধ করতে গেলে ওই ব্যক্তি তাকে বলপূর্বক জড়িয়ে ধরে। নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে সে। সেই সময় অভিযুক্তকে ঝটকা মেরে পালিয়ে যায় নাবালিকা।

# পথ দুর্ঘটনায় মৃত দুই

**মালদা ও ইটাহার, ১৭ অক্টোবর:** রতুয়া থানার অন্তর্গত বলরামপুরে বাড়ির সামনের রাস্তায় খেলতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারানো এক মোটরবাইকের ধাক্কায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এক শিশুকন্যা। মৃতার নাম বনশ্রী মণ্ডল (৭), বাড়ি মানিকচকের ধরমপুরে। মালদা মেডিকেলে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা বনশ্রীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মোটরবাইক সহ চালককে আটক করে পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেলে পাঠিয়েছে।

এদিকে ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। মৃতার নাম সনকা বসাক (৭২)। তাঁর বাড়ি ইটাহারের চাভোট গ্রামে। বৃহস্পতিবার রাত ১১টা নাগাদ ইটাহার চৌরাস্তা মোড়ে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক পার হচ্ছিলেন সনকা। ওই সময় রায়গঞ্জগামী একটি ট্রাক তাঁকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়।

স্থানীয়রা তাঁকে জখম অবস্থায় ইটাহার গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে জানান। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে ইটাহার থানার পুলিশ।

# পোষ্যের ধাক্কায় মৃত্যু

**ডোমকল, ১৭ অক্টোবর :** ভরসন্ধ্যায় বিপত্তি! গবাদিপশুর আঘাতে প্রাণ হারালেন গৃহকর্তা। ঘটনাটি মুর্শিদাবাদের ডোমকলের নতুনপাড়া এলাকার। মৃতের নাম বাবলু শেখ (৫৮)। জানা গিয়েছে, বাবলুর বাড়িতে গবাদিপশু রয়েছে। দুধ বিক্রি করে সংসার চলত তাঁর। শুক্রবার সন্ধ্যায় গোয়াল পরিষ্কার করতে ঢুকে গোরুর ধাক্কায় মাটিতে পড়ে যান বাবলু। উঠতে গিয়ে মেরুদণ্ডে আঘাত পান। গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় বাবলুর।

# স্মরণসভা

**রায়গঞ্জ, ১৭ অক্টোবর :** বৃহস্পতিবার রাতে ওয়েস্ট দিনাজপুর চেম্বার অফ কমার্সের প্রাণপুরুষ ও চেম্বারের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য যুগলকিশোর সরাফের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হল। পুষ্পস্তবক দিয়ে তাঁর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন উপস্থিত সকলে। উপস্থিত ছিলেন বণিকসভার সাধারণ সম্পাদক শংকর কুণ্ডু, প্রাক্তন বিধায়ক ও চেয়ারম্যান মোহিত সেনগুপ্ত, শিক্ষাবিদ সুশীল গোস্বামী, শুভেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

# জোড়াফুলে

প্রথম পাতার পর

তিনি ওখানে যাবেন।'

ক্লাব সম্পাদক অনুপ সাহা বলেছেন, 'একটা পাড়ার ক্লাবকে সকলকে নিয়েই চলতে হয়। আমরাও তাই কোনও বিভাজন চাইনি। রাজনীতির সকলকে নিয়েই আমরা এই উৎসবে শামিল হতে চলেছি।'

বালুরঘাট শহর তৃণমূল সভাপতি সুভাষ চাকি বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা নেই। তবে পুজোর আগের দিন একটি উদ্বোধন রয়েছে। সেখানে বিশিষ্টদের থাকবার কথা।' তৃণমূল জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল বলেছেন, 'আমারও বিষয়টি জানা নেই, খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

# খাসজমি দখল

প্রথম পাতার পর

এই ঘটনার পর দীর্ঘদিন এলাকা শান্ত থাকার পর ফের জমি মাফিয়ারা সক্রিয় হয়েছে বলে অভিযোগ।

হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিৎ সরকার বলেন, 'খাসজমি দখলের অভিযোগ হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।'

# কাফ সিরাপ উদ্ধার

**কুমারগঞ্জ, ১৭ অক্টোবর :** কুমারগঞ্জের সমজিয়া এলাকার একসময়ের প্রভাবশালী নেতা হোচিমিন চৌধুরীকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল কুমারগঞ্জে। শুক্রবার সকালে সুন্দরপুরে তাঁর বাড়ি ঘিরে ফেলে বিএসএফ। তারপর দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালায়।

জানা গিয়েছে, এদিন সকালে একটি বাইকে দুজনকে যেতে দেখা যায়। তাঁদেরকে ধাওয়া করে বিএসএফ। এরপর, ঘটনাস্থলে তাঁরা প্রচুর কাফ সিরাপ ফেলে যান। বিএসএফের অনুমান, তাঁদের মধ্যে একজন হোচিমিন চৌধুরী।

এরপরই হোচিমিনের বর্তমান ও পুরোনো দুটি বাড়িতেই তল্লাশি চালানো হয়। যদিও তাঁর বাড়ি থেকে কিছুই মেলেনি বলে জানা গিয়েছে। কয়েকমাস আগে ডাঙ্গারহাট এলাকায় অবস্থিত তাঁর অফিসেও তল্লাশি করেছিল বিএসএফ।

একসময় সিপিএম নেতা হলেও পরে নির্দল হয়ে ভোটে দাঁড়ান হোচিমিন। সম্প্রতি তাঁকে আইএসএফের কর্মসূচিতেও দেখা গিয়েছে। তাঁর মা জয়নুর বিবি একসময় সমজিয়া পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন। হোচিমিন গত দুই দশক ধরে সমজিয়া পঞ্চায়েত রাজনীতির 'গডফাদার' বলেই পরিচিত ছিলেন। এই ঘটনা ঘিরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। হোচিমিনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

# অন্তঃসত্ত্বার গলায় কোপ

**পতিরাম, ১৭ অক্টোবর :** সম্পত্তি দখলের চেষ্টায় বাধা দেওয়ায় অন্তঃসত্ত্বার ওপর নির্মমভাবে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ৪ দিন আগে ঘটনাটি ঘটেছে মাদারগঞ্জে। কল্পনা হাঁসদা নামে ওই মহিলার গলায় অস্ত্র দিয়ে কোপ মারেন প্রতিবেশী সুশীল হাঁসদা ও তাঁর এক সঙ্গী। বালুরঘাট হাসপাতালে চিকিৎসার পর শুক্রবার কল্পনা পতিরাম থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। স্বামী ভিনরাজ্যে কর্মরত। তাই অন্তঃসত্ত্বা তাঁর বাপের বাড়িতে থাকেন। অভিযোগ, সুশীল তাঁদের সম্পত্তি দখল করার চেষ্টা করছেন। অন্তঃসত্ত্বার বাবাও মৃত। বাড়িতে বিধবা মা ও বোন থাকেন। তাঁদেরও মারধর করা হয়েছে।

## আত্মঘাতী স্বামী

# পরকীয়া সন্দেহে স্ত্রীকে খুন

**বহরমপুর, ১৭ অক্টোবর :** পরকীয়ার সন্দেহে স্ত্রীকে খুন করে, অনুশোচনায় আত্মঘাতী হলেন স্বামী। মাত্র দু'বছর বয়সেই অনাথ তাঁদের শিশুকন্যা। মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমার বরয়া এলাকার এই মর্মান্তিক ঘটনায় এদিন শোকের ছায়া নামে এলাকায়। স্থানীয়দের বয়ানে, বছর তিনেক আগে দীর্ঘদিনের প্রণয়ের সম্পর্কের পর বিয়ে হয়েছিল রমা লেট (২১) ও সাহেব লেটের (২৫)। পেশায় ঠিকাশ্রমিক ছিলেন সাহেব।

সম্প্রতি জীবিকার তাগিদে অধিকাংশ সময় বাড়ির বাইরেই থাকতেন তিনি। তবে বাড়ি ফিরলেই রমার সঙ্গে নানা কারণে বিবাদ বাধত তাঁর। স্ত্রীর পরকীয়ার সন্দেহে দাম্পত্য কলহ আরও চরম আকার নেয়। কোনও কোনওদিন নেশা করে বাড়ি ফিরে রমাকে বেধড়ক মারধর করতেন সাহেব। রেহাই পেতেন না সাহেবের বৃদ্ধ বাবা-মাও। ছেলের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে মাস ছয়েক আগে বাড়ি ছেড়ে কলকাতায় কাজ করতে চলে যান তাঁরা। এমনকি সাহেবের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাতে মেয়েকে বাপের বাড়িতে রেখে এসেছিলেন রমা।

চারদিন আগে মদ্যপ সাহেবের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বাপের বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন তিনি। দু'দিন পর ফের স্ত্রীকে বুঝিয়ে বাড়ি ফিরিয়ে এনেছিলেন সাহেব। তবে পরিস্থিতি বিন্দুমাত্র বদলায়নি। গত বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে তাঁদের কলহ চরম সীমায় পৌঁছায়। শুক্রবার সকালে তাঁদের বাড়ি থেকে কারও সাড়াশব্দ না পেয়ে প্রতিবেশীরা বাড়িতে ঢুকে দেখেন, মাথা থ্যাঁতলানো অবস্থায় পড়ে আছে রমার নিথর দেহ। পাশেই সিলিং থেকে ঝুলছিলেন সাহেবও। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁদের মৃতদেহ উদ্ধার করে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। এই ঘটনায় শোকস্তব্ধ রমার এক নিকটাত্মীয় বলেন, 'দুজনের মধ্যে সামান্য সন্দেহের কারণে আজ পুরো পরিবারটা নষ্ট হয়ে গেল। বাচ্চা মেয়েটারও গোটা জীবনটা একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গেল।'

# সোনার টুকরো দুই বোন

প্রথম পাতার পর

স্কুলজীবনেই বাবার কাছে যে কাজ শিখেছিলেন, আজ সেটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁদের উপার্জনের চাবিকাঠি। তাঁদের দাদা ও ভাইরাও এই কাজ জানেন ঠিকই, তবে বর্তমানে তাঁরা আর গয়না গড়ার কাজ করেন না। বাবার পেশা ধরে রেখেছেন দুই বোনই।

শুধু দুই বোন ছাড়াও মা, দাদা, ভাই সকলেই ওই কাজ জানেন। বর্তমানে দাদা, ভাই নিজেদের বিকল্প কাজের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। তবে দুই বোন বাবার জীবিকাকে নিজেদের পেশা করে তুলেছেন। বারো বছর বয়সে পুনম বাবার কাছে কাজ শেখা শুরু করেন। তারপর ধীরে ধীরে গয়না তৈরির কাজে দক্ষ হয়ে ওঠেন। বিয়ের আগেই নিজের দোকান তৈরি করেন তিনি। সন্তান দেখভালের জন্য মাঝে বাড়িতেই দোকান দিয়েছিলেন। তবে এখন অবশ্য ধারেয়াহাটের প্রধান সড়কের পাশে গেলেই নজরে পড়বে বছর পঁয়ত্রিশের পুনমের গয়না তৈরির দৃশ্য। একহাতে অলংকার তৈরির পাশাপাশি আবার অর্ডার সামলাচ্ছেন।

পুনম বলেন, 'বেশি পড়াশোনা করতে পারিনি। ভালোবেসে বাবার পেশাকে ধরে রেখেছি। কাজে কোনও নারী-পুরুষ ভেদাভেদ রয়েছে বলে মনে করি না।'

এদিকে, দশ বছর বয়স থেকে শান্তির কাজ শেখা শুরু। বাবাকে কাজে সহযোগিতা করতে করতে স্বর্ণশিল্পী হয়ে উঠেছেন তিনি। প্রায় কুড়ি বছর ধরে বাবার দোকান সামলাচ্ছেন। একসময় মাটির মেঝেতে বসেই কাজ করতেন। এখন অবশ্য দোকানের জৌলুস কিছুটা বেড়েছে। অলংকার সাজিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাড়িতে ছেলেমেয়ে ও সংসার সামলে ব্যবসাও সামলানোটা যেন নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে বছর সাঁইত্রিশের শান্তির। পুনমের মতো তিনিও কাজের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ ভেদাভেদের কথা না মানলেও নারী-স্বর্ণকার হওয়ার সমস্যাটা বোঝেন। শান্তি বলছিলেন, 'মেয়ে দেখে অনেকে সোনার কাজের অর্ডার দেন না। তাই রুপোর অলংকার বেশি তৈরি করি। সারা বছর অর্ডার পাই।'

তবে তাঁদের দোকান ছোট, মূলধনও কম। তার ওপর যেভাবে চলতি বছরে সোনা ও রুপোর দাম আকাশ ছুঁয়েছে, তাতে এবার ধনতেরাসে তেমন অর্ডার পাওয়া যায়নি, একযোগে জানালেন দুই বোন।

# পাহাড় সমস্যা সমাধানে

প্রথম পাতার পর

এনিয়ে পাহাড়ের রাজনীতিতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। জিএনএলএফ, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার মতো দলগুলি কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তে বিজেপির জয়ধ্বনি করছে। তবে, পাহাড়ের শাসকদল অনীত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (বিজিপিএম) বক্তব্য, বিজেপি এত বছর ধরে পাহাড় থেকে ভোট নিয়ে গিয়েছে। তবুও এখানকার মানুষের দাবি বুঝতে পারেনি। পাহাড়ের দাবি খতিয়ে দেখা এবং সমস্যা সমাধানের জন্য এখন মধ্যস্থতাকারীকে নিয়ে এসেছে। বিধানসভা ভোট মাথায় রেখে পাহাড়ের মানুষকে ফের বোকা বানাতে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগের ঘটনা বিজেপির 'ললিপপ' ছাড়া কিছুই নয়।

বিজেপির কেন্দ্রীয় মুখপাত্র তথা দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট বলেছেন, 'পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধানে কেন্দ্র আন্তরিক। মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ কেন্দ্রের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত।'

গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে পাহাড়জুড়ে বহু আন্দোলন হয়েছে, আন্দোলন করতে গিয়ে বহু প্রাণ গিয়েছে। কেন্দ্র, রাজ্যের উপস্থিতিতে বহু ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছে। কিন্তু দাবি আদায়ের এক চুলও অগ্রগতি হয়নি। বরং অন্তর্বর্তীকালীন সমাধান হিসাবে কখনও দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল (ডিজিএইচসি), কখনও গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) তৈরি করে পাহাড়ে কার্যত দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে।

বিজেপিও ২০০৯ সাল থেকে বারবার লোকসভা ভোটের আগে পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। পাশাপাশি এখানকার ১১টি জনজাতিকে তপশিলি উপজাতির মর্যাদা দেওয়ার দাবিপূরণের আশ্বাসও ২০১৯ সাল থেকে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কোনও দাবিই বিজেপি এখনও পূরণ করতে পারেনি। সাংসদ রাজু বিস্ট পাহাড় সমস্যা মেটানোর দাবি নিয়ে মাঝেমধ্যেই কেন্দ্রের বিভিন্ন মন্ত্রককে দরবার করলেও বাস্তবে কাজ কিছু না হওয়ায় সাংসদ এবং বিজেপি বিধায়কদের পাহাড়ে প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে।

পাহাড়ে এদিন বিজ্ঞপ্তি জারির খবর পৌঁছাতেই জিএনএলএফ সভাপতি মন ঘিসিং কৃতিত্ব নিতে ময়দানে নেমে পড়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমরা কেন্দ্রের কাছে বারবার পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবি জানিয়েছি। সেই দাবি মেনে একজন মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ হয়েছে। এটা পাহাড়বাসীর জন্য ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত।' গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুংও কেন্দ্রের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আগামী কিছুদিন পাহাড়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে সমস্ত রাজনৈতিক দলের হাতে হাত মিলিয়ে এক সুরে দাবি জানানো উচিত।' জিটিএ সদস্য বিনয় তামাংও এই পরিস্থিতিতে সব রাজনৈতিক দলকে একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

বিজিপিএমের মুখপাত্র কেশবরাজ পোখরেল বলেছেন, 'বিধানসভা ভোটের আগে পাহাড়বাসীকে আরও একবার বোকা বানানোর চেষ্টা করছে বিজেপি।' তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'বিজেপি ২০০৯ সাল থেকে পাহাড় সমস্যা সমাধানের কথা বলে ভোট নিচ্ছে। এত বছরেও এখানকার মানুষের দাবি, মানুষের সমস্যা বুঝতে পারেনি? প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে, গোর্খাদের স্বপ্ন-আমার স্বপ্ন। কোথায় গেল সেই স্বপ্ন? মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করে পাহাড়ের মানুষকে আর বোকা বানানো যাবে না।' তিনি বিজেপির প্রলোভন থেকে পাহাড়বাসীকেও সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন।

# মন্দির চর্চায় লঘু উত্তরের বিপর্যয়

প্রথম পাতার পর

সমতলের ক্ষয়ক্ষতির হিসাব হচ্ছে বলে ক'দিন আগে জানিয়েছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ।

কথা অনেক, টাকা কম। ভরসা সেই গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজেট বরাদ্দ। তা দিয়েই যা টুকটাক চলছে। তার মধ্যে আবার 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পে শিবিরের খরচ জোগাতে হচ্ছে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকেই। ফলে তহবিলে টান পড়ছে। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ ৬৮১ কোটি টাকা রাজ্যকে দিয়েছে কেন্দ্র। সেই দিকে তাকিয়ে পঞ্চায়েতগুলো। এটুকুই ভরসা। বাকিটা এসআইআর-এর রাজনীতিকরণ। এসআইআর হতে দেবেন না বলে দুর্গত এলাকায় হুংকার দিচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিরোধী দলনেতা বিধ্বস্ত গ্রামে দাঁড়িয়ে আস্ফালন করছেন, নো এসআইআর, নো ইলেকশন। সামনে ভোট যেন দুর্যোগ জনসংযোগের মোক্ষম সুযোগ এনে দিয়েছে। ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হওয়ার পরদিন যেই মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফর ঘোষণা হল, অমনি বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য উড়ে এলেন সাত তাড়াতাড়ি। কার্যত মমতার সফর শুরু হওয়ার আগে তিনি নাগরাকাটা ছুঁয়ে ফিরেও গেলেন।

মিরিক না গিয়ে একদিন পর মুখ্যমন্ত্রী ফিরে গেলেও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজেজু তিনদিন পড়ে থাকলেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার কয়েক ঘণ্টায় তাঁর শ্বশুরবাড়ির জেলা জলপাইগুড়ির দুর্গত এলাকা ছুঁয়ে চলে গেলেন। যত না দুর্গতি দেখলেন, তার চেয়ে বেশি আস্ফালন করলেন পুলিশকে পালটা দেবেন বলে। আগের বারের সংক্ষিপ্ত সফর নিয়ে সমালোচনার জেরে মমতা এলেন দ্বিতীয় সফরে। তার মাঝে হাজির হয়ে গেলেন শুভেন্দুও। সেই একদিনের ঝটিকা সফরে।

এমন ঝটিকা যে, গদেয়ারকুঠির বিধ্বস্ত এলাকায় যাওয়ার সময় হল না তাঁর। রাগে-দুঃখে সেখানকার দুর্গতরা তাঁর দেওয়া ত্রাণই প্রত্যাখ্যান করলেন। মমতাও যাননি জলঢাকা কিংবা ময়নাগুড়ির বিপর্যস্ত এলাকায়। এই ঝটিকা সফরে কার কী লাভ হয় কে জানে! তাঁরা না এলে কি প্রশাসন কিছু করত না? প্রকৃতি, মানুষের দুরবস্থা দেখতে আজকাল ভিড় জমছে। কেউ ছবি তুলছেন, কেউ রিল বানাচ্ছেন, কেউ ভিডিও। বেড়াতে বেড়াতে খিদে পায়। অতঃপর চা, ঘুগনি, টোস্ট, পরোটা, ফুচকার ব্যবসা জমজমাট।

এই সুবাদে ফ্লাড ট্যুরিজম শব্দটি হঠাৎ উসকে উঠছে। দুর্গতি দেখার টানে পর্যটন। নেতা-মন্ত্রীদের ঝটিকা সফরগুলোকে ডিজাস্টার ট্যুরিজম ছাড়া কী-ই বা বলা যায়! দুর্দশা দেখতে এসে কেউ মন্দির তৈরির কথা বলছেন। কেউ এসআইআর হওয়ার আগেই বলে দিলেন, ২ কোটি ৪০ লক্ষ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়ে গিয়েছে। দুর্গত মানুষ এসব কথায় খেপে উঠলে দোষ দেওয়া যায়?

যাঁদের মাথার ওপর ছাদ নেই, ভবানীপুরে মমতাকে হারাবই বলে শুভেন্দুর আস্ফালন তাঁদের কাছে মশকরা মনে হতেই পারে। একইভাবে বুকে হাত দিয়ে বলুন তো পাঠক, শিলিগুড়িতে 'সবচেয়ে বড় শিব' তৈরির মুখ্যমন্ত্রীয় ঘোষণা কি দুর্গতদের কাছে প্রহসন ঠেকবে না! গৃহহীনরা মন্দির নিয়ে কী করবেন বলুন তো! শুনলাম, শুভেন্দু বলে গিয়েছেন, শিলিগুড়িতে বিরাট বালাজি মন্দির হচ্ছে। এই মন্দির বনাম মন্দির দ্বৈরথও কি না বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গে!

খাদ্য, দৈনন্দিন প্রয়োজনের টুকিটাকি কিংবা পোশাক ইত্যাদি ত্রাণের আপাতত ঘাটতি নেই। সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, সহৃদয় মানুষ অনেক অনেক ত্রাণ পৌঁছে দিয়েছেন দুর্গতদের কাছে। সেইসব সামগ্রীর প্রাচুর্য এতই যে, খোলাবাজারে বিক্রি হচ্ছে। এত নতুন পোশাক মিলেছে যে, পুরোনো জামাকাপড়ে রুচি নেই। ডাঁই করে ফেলে রাখা সেইসব পোশাক এখন প্রশাসনকে ডাম্পার দিয়ে সরাতে হচ্ছে।

কিন্তু স্থায়ী ব্যবস্থা? স্থায়ী পুনর্বাসন কিংবা টেকসই পুনর্গঠন? দুধিয়ায় অস্থায়ী সেতু গড়লেই সব সমস্যার শেষ? কিংবা টানাটানি নদীতে সিভিল ডিফেন্সের নৌকায় যাতায়াতের ব্যবস্থাই কি প্রতিকার? মাথা কুটে মরলেও এসব প্রশ্নের জবাব মিলবে না। উলটে পাহাড় বাঁচাতে ম্যানগ্রোভ চাষের মতো এমন কিছু পরামর্শ শুনে নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধির ওপর সন্দেহ জাগতে পারে। ডিজাস্টার ট্যুরিজম কিন্তু সহজে শেষ হচ্ছে নয়। শুভেন্দু জানিয়ে গিয়েছেন, ছটপুজো শেষ হলে আবার আসছেন।

পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক প্রমুখ ক'দিন ধরে বিপর্যস্ত এলাকা দেখলেন। তাতে খরচ কম নয়। সেই সফরের ছবি, ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষিত বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিলে লক্ষ টাকা দানের চেক দেখানোও এখন নতুন ট্রেন্ড। তাতে দুর্গতদের প্রাপ্তি হল, আপাতত দিন ফেরার আশায় থাকা! অনন্ত অপেক্ষা কি?


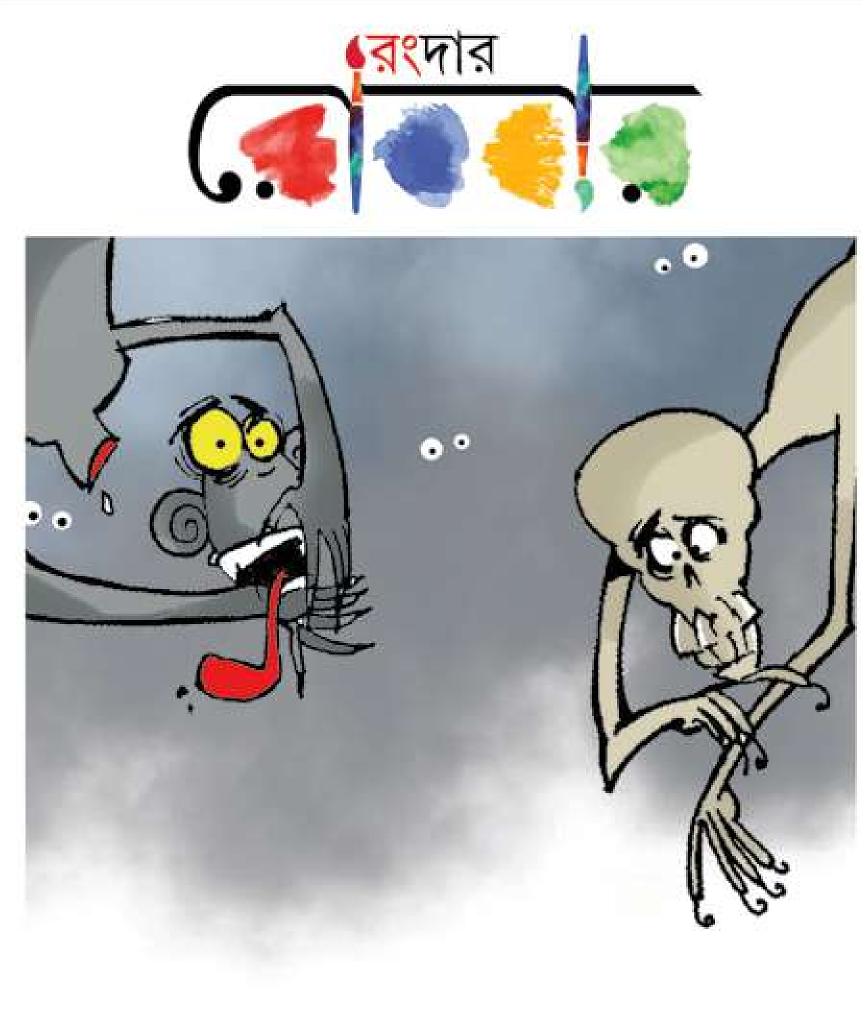


অদ্ভুতুড়ে

তেনাদের উপস্থিতি বিজ্ঞান মানে না। আমাদের অনেকের মন অবশ্য বেশ মানে। তাই তাঁদের তুষ্ট রাখতে আমাদের লোকাচারের নিয়ম। ভয় পেলেও একটিবারের জন্য তাঁদের দেখা পেতে আমাদের হাপিত্যেশ। সাহিত্যের পাশাপাশি তাঁদের ঘিরে সিনেমা, ওয়েব সিরিজের রমরমা।

প্রচ্ছদ কাহিনী শাশ্বতী চন্দ, কৌশিকরঞ্জন খাঁ ও শুভ্রদীপ রায়

ছোটগল্প সুপ্রিয় দেবরায়

ট্রাভেল ব্লগ খোকন সাহা

কবিতা নীলাদ্রি দেব, সৌম্যদীপ সরকার, স্বাগতা বিশ্বাস, পার্থসারথি চক্রবর্তী, শ্রেয়সী সরকার, স্বপন কুমার সরকার ও বীণা মোদক চৌধুরী

ছোট্ট তারা

বুনিয়াদপুরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ১০ বছরের অর্ণব মণ্ডল কচিমন শিশুশিক্ষা নিকেতনের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র। ছবি আঁকায় বেশ পারদর্শী হয়ে উঠেছে সে।

## পথসভা

**গঙ্গারামপুর, ১৭ অক্টোবর :** একাধিক দাবি নিয়ে গঙ্গারামপুর পুরসভায় স্মারকলিপি প্রদান ও পথসভা করল বিজেপি। এদিন শহর মণ্ডল কমিটির উদ্যোগে এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন গঙ্গারামপুরের বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায়, বিজেপির জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী, সহ সভাপতি অশোক বর্ধন, শহর মণ্ডল সভাপতি বৃন্দাবন ঘোষ সহ অন্য নেতৃত্ব।

এদিন বিজেপি নেতা-কর্মীরা দলীয় কার্যালয় থেকে মিছিল করে গঙ্গারামপুর পুরসভায় উপস্থিত হন। এদিন মূলত সাংসদ ও বিধায়কের তহবিলের টাকায় উন্নয়নে সহযোগিতা করা, সুষ্ঠুভাবে আবাস যোজনার ঘর বণ্টন, ৪ নম্বর ওয়ার্ডে জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যে জমি দখলের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা সহ একাধিক ইস্যুতে পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান জয়ন্ত দাসের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

## মোবাইল চুরি

**রায়গঞ্জ, ১৭ অক্টোবর :** শুক্রবার বাজার করতে এসে মোবাইল ফোন হারালেন চারজন। প্রত্যেকের দাবি, ভিড়ের মাঝে পকেট থেকে তাঁদের মোবাইল চুরি গিয়েছে। প্রত্যেকেই সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ সূত্রে খবর, ভিক্ষার নাম করে কিছু মহিলা বাচ্চা নিয়ে বাজারে ঘুরছেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ মোবাইল চুরি করছেন। সেই মোবাইল চলে যাচ্ছে বিহার ও ঝাড়খণ্ডে। সম্প্রতি উত্তর দিনাজপুর জেলায় প্রায় ১৫০টি মোবাইল ফোন চুরির ঘটনা ঘটেছে। কিছু ক্ষেত্রে সাফল্য পেয়েছে সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আক্তার বলেন, 'পুলিশ বিষয়টির ওপর নজর রাখছে। চুরির অভিযোগে বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে।'

## উদ্বোধন

**রায়গঞ্জ, ১৭ অক্টোবর :** শুক্রবার রায়গঞ্জ পুরসভার উদ্যোগে রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে শুরু হল বাজি বাজার। ২১ তারিখ পর্যন্ত ওই বাজার চলবে। এবছর বাজারে ৫০টি স্টল রয়েছে।

### পরিস্থিতি সামাল দিতে মোতায়েন র‍্যাফ

# রোগীর মৃত্যুতে হাসপাতালে ক্ষোভ

রাজু হালদার

**গঙ্গারামপুর, ১৭ অক্টোবর :** রোগীমৃত্যুকে কেন্দ্র করে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চরম উত্তেজনা ছড়াল বৃহস্পতিবার রাতে। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন রোগীর পরিজনরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে হাসপাতাল চত্বরে পুলিশের পাশাপাশি র‍্যাফ নামাতে হয়। হাসপাতালে পৌঁছে সুপার ডাঃ বাবুসোনা সাহার উপস্থিতিতে রোগীর বাড়ির লোকজনের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি শান্ত করেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'বিষপান করা এক গৃহবধূ মারা গিয়েছেন। মৃতার সঠিক চিকিৎসা হয়নি বলে পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

স্বামীর সঙ্গে অশান্তির জেরে বৃহস্পতিবার সকালে বিষ পান করেন বংশীহারী থানার অন্তর্গত দৌলতপুর করঞ্জা এলাকার গৃহবধূ মেনু রেশমা (২১)। পারিবারিক সূত্রে খবর, সকালে চেন্নাইয়ে কর্মরত পরিযায়ী শ্রমিক স্বামীর সঙ্গে টেলিফোনে কথা কাটাকাটি হয়। এরপরই মেনু বিষ পান করেন। পরিবারের সদস্যদের নজরে বিষয়টি আসতেই তাঁরা তড়িঘড়ি রশিদপুর গ্রামীণ হাসপাতালের নিয়ে গেলে মেনুকে রেফার করে দেওয়া হয় গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে। পরিজনদের অভিযোগ, বিষপানের বিষয়টি বারবার কর্তব্যরত চিকিৎসক ও নার্সদের জানানোর পরেও বিষপান পরবর্তী স্তরের কোনও চিকিৎসা করা হয়নি। বরং চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে জানতে গেলে দুর্ব্যবহার করা হয়। হাসপাতালে ভর্তির ১২ ঘণ্টা পর রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ মারা যান মেনু। এরপরেই চিকিৎসক, নার্স ও আয়াদের বিরুদ্ধে গাফিলতি ও দুর্ব্যবহারের অভিযোগ তুলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন পরিবারের লোকজন।

মৃতার বোন নাসরিন বানুর অভিযোগ, ভর্তির পর থেকে কোনওরকম চিকিৎসা করা হয়নি। চিকিৎসার বিষয়ে জানতে চাইলে ডাক্তার, নার্সরা দুর্ব্যবহার করেছেন। চিকিৎসা শুরু হয় মেনুর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ার পর।' একই অভিযোগ তুলে মৃতার দাদা আনারুল ইসলাম বলেন, 'বিনা চিকিৎসায় ১০-১২ ঘণ্টা ফেলে রাখা হয়েছিল। গাফিলতির জেরে বোনের মৃত্যু ঘটেছে। পুলিশ-প্রশাসনের একাংশ দুর্ব্যবহার করেছে।'

এমন নানান অভিযোগ এবং প্রশ্ন তুলেই বিক্ষোভ দেখান রোগীর পরিজনরা। যা সামাল দিতে বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছান গঙ্গারামপুর থানার আইসি। পুলিশের সঙ্গে রোগীর বাড়ির লোকজনের ধস্তাধস্তি ও উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়। এরপরেই হাসপাতালে র‍্যাফ নামানো হয় এবং পৌঁছান মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য। তিনি রোগীর বাড়ির লোকজনের সঙ্গে বৈঠক করেন। শান্ত হয় পরিস্থিতি। এরপর ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে দেহ পাঠানো হয়। হাসপাতাল সুপার ডাঃ বাবুসোনা সাহা বলেন, 'ঘটনাটি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

*রোগীর পরিজনের সঙ্গে কথা বলছেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক।*

**উত্তেজনা**

- গৃহবধূর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে
- বিনা চিকিৎসায় ১০-১২ ঘণ্টা ফেলে রাখার অভিযোগ চিকিৎসক ও নার্সদের বিরুদ্ধে
- চিকিৎসক ও নার্সদের বিরুদ্ধে উঠেছে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ, পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি
- তদন্তের আশ্বাস হাসপাতাল সুপারের, ঘটনা খতিয়ে দেখছে পুলিশও

# ১৬ হাজার টোটোর বৈধ নথি নেই

পঙ্কজ মহন্ত ও মণিশংকর ঠাকুর

**বালুরঘাট ও তপন, ১৭ অক্টোবর :** প্রায় ২১ হাজার টোটো চলে দক্ষিণ দিনাজপুরে। এরমধ্যে ১৬ হাজার টোটো এবং ই-রিকশার বৈধ কাগজপত্রই নেই। রাজ্য পরিবহণ দপ্তর ৩০ নভেম্বরের মধ্যে টোটো রেজিস্ট্রেশনের কথা বলতেই নড়েচড়ে বসেছে জেলা আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তর। করা হবে মাইকিং।

তপনের সংগ্রামী টোটোচালক ইউনিয়ন শুক্রবার বিডিও অফিসে চালকদের নানা সংশয় এবং সমস্যা তুলে ধরে। তাদের দাবি, টোটোর বৈধ রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স ও বিমার প্রক্রিয়া সহজ করা। এর পাশাপাশি নতুন রুট ও রেজিস্ট্রেশন ফি নিয়ে চালকরা উদ্বিগ্ন। বিডিও আশ্বাস দিয়েছেন, পর্যায়ক্রমে চালকদের সুবিধা দেওয়া হবে এবং উচ্চ-ফি কমানোর অনুরোধ সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট দপ্তরের তরফে বলা হয়েছে, ১৮২টি কোম্পানির বাইরে যেসব টোটো এবং ই-রিকশা রাস্তায় চলছে, সেগুলোকে টিটিইএন পোর্টালের মাধ্যমে নথিভুক্ত করতে হবে। তারপর দেওয়া হবে শংসাপত্র। তালিকায় থাকা কোম্পানিগুলোর যেসব ই-রিকশা রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই রাস্তায় চলছে, সেগুলোকে বাহন পোর্টালের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। অন্যগাড়ির মতোই তাদের রোড ট্যাক্স, রেজিস্ট্রেশনের খরচ দিতে হবে। কিন্তু খরচ বাঁচাতে অনেক স্বীকৃত কোম্পানির টোটো ১৭৪০ টাকা খরচ করে টিটিইএন পোর্টালে নথিভুক্তর জন্য আবেদন করছে। ইতিমধ্যেই এমন একাধিক আবেদন আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরে জমা পড়েছে। যেগুলো যাচাই করে ফেরত পাঠাচ্ছে দপ্তর। পাশাপাশি, সঠিক তথ্য পৌঁছে দিতে চালকদের হ্যান্ডবিল দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ৩০ নভেম্বরের পরে আর কোনও টোটো বা ই-রিকশা রেজিস্ট্রেশন ছাড়া রাস্তায় নামবে না বলে সাফ জানানো হয়েছে।

টোটোচালক সুব্রত রায় বলেন, দিনে দুই থেকে তিনশো টাকা রোজগার করি। রেজিস্ট্রেশনের বেশি খরচ দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।' বালুরঘাট খাদিমপুরের টোটোচালক রবি সরকারের মতে, প্রথমে পুরসভার থেকে টোটোর রেজিস্ট্রেশন করেছিলাম। পরে পরিবহণ দপ্তরের থেকে রেজিস্ট্রেশনের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু, অনেক টোটো রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই ঘুরছে।

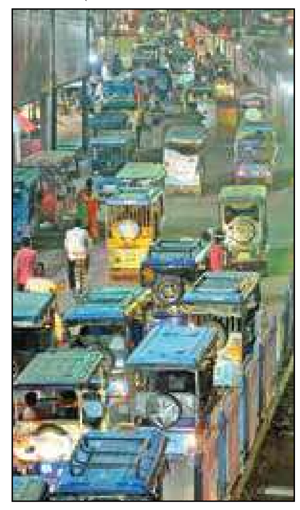

*বালুরঘাটে রাস্তাজুড়ে টোটোর লাইন। ছবি : মাজিদুর সরদার*

বালুঘাটের আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক সজলকুমার মণ্ডল বলেন, জেলায় প্রায় ২১ হাজার টোটো রয়েছে। তারমধ্যে মাত্র ৪৫০০ টোটোর রেজিস্ট্রেশন রয়েছে। এবার সকলকে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেতে হবে। না হলে তাঁরা টোটো এবং ই-রিকশা চালাতে পারবেন না। দুটো ক্ষেত্রেই ড্রাইভিং লাইসেন্স বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বাংলা সহায়তা কেন্দ্রে টোটোচালকদের সাহায্যের জন্য জানানো হয়েছে। বিভ্রান্তি দূর করতে দ্রুত প্রচারে নামা হবে।

উত্তরবঙ্গের জনপ্রিয় জ্যোতিষী ডঃ কল্লোল শাস্ত্রীর ধনতেরাস নিয়ে কিছু কথা

**ধনতেরাস কী?**
ধনতেরাস শব্দটি এসেছে 'ধন' + 'তেরাস' থেকে -
অর্থাৎ কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথি (অমাবস্যার আগের তেরোতম দিন), যেদিন ধন বা সম্পদের পুজো করা হয়। এই দিন থেকেই দীপাবলি উৎসবের সূচনা হয়।
**পুরাণ মতে ধনতেরাসের তাৎপর্য?**
পুরাণে বলা আছে, এই তিথিতেই ধন্বন্তরি দেব (ঔষধ ও আয়ুর্বেদের দেবতা) সমুদ্র মন্থন থেকে উঠে এসেছিলেন অমৃতের কলস হাতে নিয়ে। তাই এই দিনকে স্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সমৃদ্ধির প্রতীক দিবস হিসেবে মানা হয়। আর লক্ষ্মী দেবীও এই তিথিতে ভগবান বিষ্ণুর সঙ্গে সমুদ্র থেকে আবির্ভূত হন বলে বিশ্বাস করা হয়। তাই লক্ষ্মী ও ধন উভয়ের আশীর্বাদ লাভে দিন এটি।
**সোনা কেনার প্রথা ও যুক্তি :**
ধনতেরাসে সোনা, রুপা ও ধাতু কেনা একটি প্রাচীন বৈদিক প্রথা, এর পিছনে আছে ৩টি স্তরের যুক্তি।
**ধর্মীয় ও জ্যোতিষ যুক্তি :**
ধন ত্রয়োদশী তিথি হল বৃদ্ধি ও স্থায়িত্বের তিথি।
এই তিথিতে কেনা কোনও ধাতু (বিশেষত: সোনা-রুপা) লক্ষ্মীর শক্তিকে ধারণ করে বলে মনে করা হয়।
সোনা গ্রহতত্ত্বে সূর্য ও ব্রহ্ম শক্তির প্রতীক, যা অভিজ্ঞান ও শক্তি বৃদ্ধি করে।
**মনস্তাত্ত্বিক যুক্তি :**
নতুন কিছু কেনা মানে "সমৃদ্ধির সূচনা"।
মানুষ নিজের জীবনে শুভ শক্তি আহ্বান করে, ফলে মানসিক ইতিবাচকতা ও আত্মবিশ্বাস বাড়ে।
**অর্থনৈতিক যুক্তি :**
প্রাচীন ভারতে ধাতুই ছিল সম্পদের প্রতীক ও মূল বিনিয়োগ মাধ্যম।
তাই ধনতেরাসে সোনা কেনা মানে ধন সঞ্চয় ও স্থিতিশীল অর্থনীতি গঠনের প্রতীক।
আজও এই দিনে বিনিয়োগ বা সঞ্চয়ের সূচনা অত্যন্ত শুভ বলে ধরা হয়।
শুধু সোনা নয়
ধনতেরাসে কেবল সোনা নয়-
অনেকে রুপা, পিতল, ব্রোঞ্জ, মাটির প্রদীপ, এমনকি ঝাড়ু পর্যন্ত কিনে থাকেন, কারণ প্রতিটি জিনিসই লক্ষ্মীর গৃহপ্রবেশের প্রতীক।
উপসংহার
ধনতেরাস শুধুমাত্র সোনা কেনার দিন নয়,
এটি হল স্বাস্থ্য, ধন ও শুভ শক্তি আহ্বানের দিন।
সোনা কেনা তার প্রতীকী রূপ-
যার মাধ্যমে আমরা বলি, "আমার জীবনে আলো ও সমৃদ্ধি প্রবেশ করুক।"

জ্যোতিষী ডঃ কল্লোল শাস্ত্রী
6294334600

(Advt.)

# মহারণের আগে স্বস্তিতে ইস্টবেঙ্গল
## সমর্থকদের পাশে চাইছেন মোলিনা

**সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ১৭ অক্টোবর :** দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশি সময় পর আইএফএ শিল্ড ফাইনালে মর্যাদার মহারণ।

চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে নিঃসন্দেহে চাপে থাকবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। তুলনায় স্বস্তিতে লাল-হলুদ বাহিনী। অনেকদিন পর ডার্বিতে একটু হলেও যে এগিয়ে থেকে মাঠে নামছে ইস্টবেঙ্গল। পরিস্থিতির বিচারে একথা বলাই যায়।

**আইএফএ শিল্ডে আজ ফাইনাল**

**ইস্টবেঙ্গল এফসি বনাম মোহনবাগান সুপার জায়েন্টস**

**সময় :** সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিট
**স্থান :** যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন
**সম্প্রচার :** এসএসইএন অ্যাপ

দ্রুত গোল তুলে সবুজ-মেরুনকে চাপে ফেলে দিতে শুরু থেকেই অচেনা হিরোশি ইবুসুকিকে খেলিয়ে চমক দিতে পারেন লাল-হলুদ কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। প্রথম একাদশে আরও কিছু পরিবর্তন আনতে পারেন তিনি। রক্ষণে হয়তো চার ভারতীয়র ওপরই আস্থা রাখবেন। সেক্ষেত্রে আনোয়ার আলির সঙ্গে জুটি বাঁধতে পারেন লালচুংনুঙ্গা। শেষ মুহূর্তে ভাবনায় বড়সড়ো পরিবর্তন না হলে মাঝমাঠে তিন বিদেশি খেলানোর পরিকল্পনা থেকে সরছেন না ব্রুজোঁ। তবে পিভি বিষ্ণুকে বেঞ্চে রেখে দুই প্রান্তে বিপিন সিং ও এডমুন্ড লালরিনডিকাকে শুরু করানোর প্রবল সম্ভাবনা।

মোহনবাগান কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা অবশ্য প্রথম একাদশ নিয়ে ধোঁয়াশা রেখেই দিলেন। রক্ষণ আঁটোসাঁটো করতে দুই বিদেশি টম অ্যালড্রেড, আলবার্তো রডরিগেজকেই হয়তো শুরু করাবেন। সেক্ষেত্রে দুই সাইডব্যাক হবেন শুভাশিস বসু ও মেহতাব সিং। ধোঁয়াশা রইল মাঝমাঠ নিয়ে। দীপক টাংরির সঙ্গে আপুইয়া নাকি অভিষেক সূর্যবংশীকে শুরু করবেন বড় প্রশ্ন। মনবীর সিং ৯০ মিনিট খেলার মতো জায়গায় না থাকলেও তাঁকে রেখেই ছক কষছেন মোলিনা। অপর প্রান্তে লিস্টন কোলাসো। সেক্ষেত্রে পরিবর্ত হিসাবে আসবেন সাহাল আব্দুল সামাদ। আক্রমণভাগ নিয়েও চলল মোলিনার পরীক্ষানিরীক্ষা। জেমি ম্যাকলারেনের সঙ্গে রবসন রোবিনহোকে রেখে দল সাজানোর সম্ভাবনাই বেশি।

*ডার্বির প্রস্তুতিতে হিরোশি ইবুসুকি (বাঁয়ে) এবং কামিন্স-পেত্রাতোস।*

শিল্ডে গ্রুপ পর্বের বাধা টপকাতে সমস্যা হয়নি ঠিকই। তবে গ্যালারিকে পাশে পাননি রবসন, আপুইয়ারা। কাজেই ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা গ্যালারি ভরালেও শনিবার সবুজ-মেরুন জনতা কতটা মাঠমুখো হবেন তা বড় প্রশ্ন। তবে ম্যানেজমেন্টের প্রতি ক্ষোভ ভুলে শিল্ড ফাইনালে ৯০ মিনিটের জন্য সমর্থকদের পাশে চাইছেন খোদ বাগান কোচ মোলিনা। তিনি বলেছেন, 'সমর্থকরাই আমাদের শক্তি। ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা তাদের দলের পাশে থাকবে। মোহনবাগান সমর্থকদেরও বলব সব ভুলে এই ৯০ মিনিট আমাদের পাশে থাকুন।' বাগান অধিনায়ক শুভাশিস সেই রেশ ধরেই বললেন, 'এতদিন আমরা যে সাফল্য পেয়েছি, তার নেপথ্যে সমর্থকরাও রয়েছেন। ফুটবলার হিসেবে সবসময় সমর্থকদের পাশে চাই। ওঁরা উৎসাহ দিলে বাড়তি মনোবল পাই আমরা।' গ্যালারিতে সমর্থকদের বিক্ষোভ জেমি ম্যাকলারেন, লিস্টন কোলাসোদের পারফরমেন্সে বিশেষ প্রভাব ফেলবে না বলেই মনে করছেন লাল-হলুদের সহকারী কোচ বিনো জর্জ। তিনি বলেছেন, 'ম্যাচটার গুরুত্ব সবাই জানে। মাঠে ১১ জনের বিরুদ্ধে ১১ জন খেলবে। মোহনবাগান শক্তিশালী দল। কিছু সমস্যা রয়েছে ঠিকই। তবে আমার ধারণা ওরাও মাঠে নিজেদের প্রমাণ করতে সবটা উজার করে দেবে।'

শেষ পর্যন্ত সবুজ-মেরুন নাকি লাল-হলুদ দীপাবলির প্রাক্কালে কোন আলোর রোশনাইয়ে ভাসবে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন? উত্তর মিলবে শনি-রাতে। *ছবি : ডি মণ্ডল*

# সাবধানি হলেও আগ্রাসী অস্কার

**সায়ন ঘোষ**

**কলকাতা, ১৭ অক্টোবর :** কখনও হাসিখুশি। আবার কখনও বেশ সিরিয়াস।

শুক্রবার ডার্বির আগে ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁকে দুই অবতারেই দেখা গেল। কখনও ফুটবলারদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বললেন। আবার কখনও বেশ সিরিয়াস মুখ করে তাদের ভুলত্রুটি শুধরে দিলেন।

শনিবার আইএফএ শিল্ড ফাইনালে বাঙালির আবেগের মহারণ। চলতি মরশুমে পারফরমেন্সের নিরিখে ইস্টবেঙ্গল একটু হলেও এগিয়ে। এখনও পর্যন্ত সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সাতটা ম্যাচ খেলে ছয়টাতেই জয় পেয়েছে লাল-হলুদ শিবির। একমাত্র হার ডুরান্ড কাপের সেমিফাইনালে ডায়মন্ড হারবার এফসি-র কাছে। তবে ডার্বি ম্যাচে এই সব পরিসংখ্যান কোনও কাজে লাগে না তা ভালো করেই জানেন লাল-হলুদ কোচ। ফলে আত্মবিশ্বাসী কিন্তু সতর্ক অস্কার।

ফুটবলাররা অবশ্য বেশ ফুরফুরে মেজাজে। একদিকে সমর্থক বিক্ষোভের জেরে নাজেহাল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট, তখনই একপ্রকার চাপমুক্ত হয়েই মাঠে নামবেন সাউল ক্রেসপোরা। তবে চাপে থাকলেও এই মোহনবাগান শেষ দুইবারের আইএসএল লিগ-শিল্ড চ্যাম্পিয়ন। দলে দিমিত্রিস পেত্রাতোস, জেসন কামিন্সের মতো একাধিক ম্যাচ উইনার রয়েছে। ফলে তাদেরকে মোটেও হালকাভাবে নিচ্ছে না ইস্টবেঙ্গল। সেটা সহকারী কোচ বিনো জর্জের কথাতেই স্পষ্ট হয়ে যায়। এদিন বিনো বলেছেন, 'মোহনবাগানের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রয়েছে। ওরা ভারতের সেরা দল। প্রতি বিভাগে একাধিক খেলোয়াড় রয়েছে।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'তবে আমাদের নিজেদের ওপরে বিশ্বাস রয়েছে। এর আগে ২৯ বার আইএফএ শিল্ড জিতেছি। শনিবার ৩০তম খেতাব জয়ের জন্য নিজেদের সেরাটা দেব।'

মোহনবাগানের বিরুদ্ধে শুরুতে থেকেই আক্রমণাত্মক খেলার ইঙ্গিত অস্কারের। দ্রুত গোল তুলে প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। আলবার্তো রডরিগেজ, টম অ্যালড্রেড, মেহতাব সিং সমন্বিত বাগান রক্ষণ ভাঙতে অস্কারের দাওয়াই উইং নির্ভর আক্রমণ।

*সহকারীকে নিয়ে ডার্বির পরিকল্পনায় ব্রুজোঁ।*

সেইসঙ্গে সেটপিস তুরুপের তাস হতে চলেছে লাল-হলুদ শিবিরের।

১৯৭৫ সালের ঐতিহাসিক শিল্ড জয়ের পঞ্চাশতম বর্ষপূর্তিতে লাল-হলুদ জনতাকে আরও একবার স্বপ্নের রাত সাউলরা উপহার দিতে পারেন কি না সেটাই এখন দেখার।

# শিল্ডই ভরসা মোহনবাগানের

**সায়ন ঘোষ**

**কলকাতা, ১৭ অক্টোবর :** শুক্রবার বিকেল পাঁচটা যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন।

স্টেডিয়ামের চত্বর পুরো ফাঁকা। কোনও ফুটবলপ্রেমীর দেখা নেই। কে বলবে এখানে আইএফএ শিল্ড ফাইনালের শেষ প্রস্তুতিতে মগ্ন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল। ডার্বির আগে এই দৃশ্য কলকাতা ফুটবলে নজিরবিহীন।

মাঠের খেলার ভালো পারফরমেন্স করলেও মাঠের বাইরের পরিস্থিতি চাপে রেখেছে মোহনবাগানকে। ইরানে খেলতে না যাওয়া নিয়ে সমর্থকদের মনে ক্ষোভের আগুন জ্বলছে। এতদিন পর এই বিষয়ে মুখ খুললেন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। পরিষ্কার বলে দিলেন, 'আমি ইরান যেতে চেয়েছিলাম। সেই অনুযায়ী প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। কিন্তু ফুটবলাররাই যেতে চায়নি। সমর্থকদের দিকটা আমরা বুঝতে পারছি। তবে অতীত ভুলে শিল্ড ফাইনালে মনঃসংযোগ করতে চাই।'

ফাইনালের আগে বাগান শিবির যে চাপে রয়েছে তা ফুটবলারদের শরীরী ভাষাতেই স্পষ্ট। দিমিত্রিস পেত্রাতোস, জেসন কামিন্সদের চেনা হাসিমুখ উধাও। সাম্প্রতিক সময়ে এই প্রথমবার ডার্বিতে মোহনবাগান একটু হলেও পিছিয়ে শুরু করছে। সেটা মাথায় রেখেই ইস্টবেঙ্গল বধের 'নীল নকশা' তৈরি করছেন মোলিনা। এই একটা ম্যাচ জিততে পারলে দল হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরে তো পাবেই, সমর্থকদেরও ক্ষোভে প্রলেপ পড়বে। কোচ মোলিনার কাছেও এই ম্যাচটা বড় চ্যালেঞ্জ। তাই শনিবাসরীয় মহারণের আগে তিনি বলেছেন, 'এই ম্যাচটা আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। গত ডার্বিতে হেরেছিলাম। তারপর আড়াই মাস কেটে গিয়েছে। আইএফএ শিল্ড জয়ের আপ্রাণ চেষ্টা করব।'

১৯১১ সালে আইএফএ শিল্ড জিতে ইতিহাস গড়েছিল মোহনবাগান। দলের খারাপ সময় কাটাতে সেই শিল্ডকেই আঁকড়ে ধরতে চাইছে সবুজ-মেরুন শিবির। ২০০৩ সালের পর এই প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়নি মোহনবাগান। এবার সেই খরা কাটানোর পালা। এর আগেও খারাপ পরিস্থিতি কাটিয়ে ট্রফি জিতেছেন দিমি, কামিন্সরা। শনিবার আরও একবার সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে চান তাঁরা। ফাইনালে মোলিনা থেকে অধিনায়ক শুভাশিস বসু দুইজনেই শনিবার সমর্থকদের পাশে চাইছেন। কিন্তু সমর্থকরা সেই ডাকে সাড়া দেবেন কি? সেটাই এখন দেখার বিষয়।

*অনুশীলনে জেমি ম্যাকলারেন।*

## রোকোকে 'বিশ্বকাপে' দেখছেন এবি
# ফেরারির সঙ্গে বিরাটের তুলনা টানলেন হেডেন

**পারথ, ১৭ অক্টোবর :** কেরিয়ার ঘিরে অনিশ্চয়তা। একাধিক প্রশ্ন।

অস্ট্রেলিয়া সফর কি বিরাট কোহলির বিদায়ি মঞ্চ হতে চলেছে? নাকি ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপেও তাঁকে দেখা যাবে? ঊর্ধ্বমুখী জল্পনার মাঝে রবিবার ওডিআই সিরিজের প্রথম ম্যাচে বিরাট নামবেন ক্রিকেটপ্রেমীদের ফের কোহলিয়ানায় মাতিয়ে দিতে। চলতি যে চাপানউতোরের মঝে বিরাটকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন ম্যাথু হেডেন।

অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি ওপেনার কোহলিকে তুলনা করলেন বিখ্যাত 'ফেরারি' গাড়ির সঙ্গে। ভারতীয় মহাতারকার প্রাণশক্তি, ক্রিকেটে তাঁর প্রভাব এবং অভিজাত মানের কথা উল্লেখ করে হেডেনের দাবি, বিরাট হল ক্রিকেট বিশ্বের 'ফেরারি'। ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপের মহাযুদ্ধেও যে 'ফেরারি' সচল থাকবে বলে বিশ্বাস কিংবদন্তির।

হেডেনের কথায়, গতিশীল চরিত্র। ক্রিকেট মাঠে যার প্রতিটি পদক্ষেপের দিকে নজর হাজারো চোখের। ওডিআই ফর্ম্যাটে বিরাটের সাফল্যের কথা তুলে ধরে হেডেন আরও বলেছেন, '৩০২ ম্যাচে ১৪ হাজারের ওপর রান, চোখ ধাঁধানো ব্যাটিং গড় (৫১ প্লাস)। অবিশ্বাস্য। ফিটনেস, প্রস্তুতি যে সাফল্যের নেপথ্যে। ২০২৭ বিশ্বকাপেও ওকে দেখছি। ও নিজেও মরিয়া।'

কিছুটা অবাক রোহিত শর্মাকে ওডিআই অধিনায়কত্ব থেকে সরানো নিয়েও। হেডেন বলেছেন, 'দুজনে শুধু ক্রিকেটার নয়, ওরা মেন্টরও। আশা করব, এটাই ওদের শেষ সফর হবে না। তবে এটাও ঠিক, বিরাটরা চিরকাল খেলবে না। হয়তো এটাই শেষ অজি সফর। রোহিতের নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছিল ভারত। ওকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ায় কিছুটা অবাক হলেও আগামীর ভাবনায় শুভমান গিলকে তৈরি রাখারও যুক্তি রয়েছে।'

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর জার্সিতে প্রথমবার আইপিএল ট্রফি জেতার পর লম্বা ছুটি। পরিবার নিয়ে লন্ডনেই ছিলেন গত মাস চারেক। অজি সফরের জন্য ভারতে প্রত্যাবর্তন। বাকি দলের সঙ্গে ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে পা রাখা। ক্রিকেট দুনিয়া অপেক্ষায় আবারও কোহলিয়ানায় ডুব দিতে। হেডেনও। সাফ কথা, মাঠে বিরাট মানে, গোটা বিশ্বের চোখ সেদিকে।

*টিম ইন্ডিয়ার প্র্যাকটিসে ফুরফুরে মেজাজে বিরাট কোহলি।*

দীর্ঘদিনের আইপিএল সতীর্থ ও বন্ধু এবি ডিভিলিয়ার্স আবার কিংবদন্তি মার্কিন গলফার টাইগার উডসের সঙ্গে তুলনা টানলেন বিরাটের। বাদ দিলেন না রোহিতকেও। প্রত্যাবর্তন সিরিজে বিরাটকে দেখার জন্য মুখিয়ে থাকা এবি বলেছেন, 'টাইগার উডস যদি এখন প্রত্যাবর্তন করে, ওর কয়েকটা শটের সাক্ষী হওয়াও আমার কাছে বিশাল প্রাপ্তি। বিরাট, রোহিত দুজনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ওরা জানে, আর কী অর্জন করতে হবে। আমার ধারণা ২০২৭ বিশ্বকাপ মূল লক্ষ্য। চাইব, ওদের লক্ষ্য পূরণ হোক এবং শেষের মঞ্চটা সাফল্যের রঙে রঙিন হয়ে উঠুক।'

# ওডিআই সিরিজে গ্রিনহীন অজিরা

**পারথ, ১৭ অক্টোবর :** মাঝে ঠিক একদিন। রবিবার প্রতীক্ষিত ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের ঢাকে কাঠি পড়তে চলেছে। গুরুত্বপূর্ণ যে দ্বৈরথের আগে অস্ট্রেলিয়া শিবিরে চোটের তালিকা আরও দীর্ঘ। অ্যাডাম জাম্পা, জোশ ইনগ্লিসদের রবিবারের প্রথম ম্যাচে পাচ্ছে না অস্ট্রেলিয়া। তালিকায় নতুন সংযোজন ক্যামেরন গ্রিন। গোটা সিরিজেই নেই তারকা পেস-অলরাউন্ডার। নেটে বোলিং করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েন। ঝুঁকি এড়াতে বিশ্রামের সিদ্ধান্ত।

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে জানানো হয়েছে, হালকা চোট। তবে সামনেই অ্যাসেজ সিরিজ (২১ নভেম্বর শুরু) রয়েছে। সাবধানতার কারণে এই পদক্ষেপ। অ্যাসেজের প্রস্তুতি হিসেবে শেফিল্ড শিল্ডের তৃতীয় পর্বে (২৮-৩১ অক্টোবর) খেলতে অসুবিধা হবে না গ্রিনের। গ্রিন ছিটকে যাওয়ায় দীর্ঘদিন পর ওডিআই ফরম্যাটে ফিরছেন মার্নাস লাবুশেন।

পিঠের অস্ত্রোপচারের কারণে লম্বা সময় মাঠের বাইরে কাটাতে হয় গ্রিনকে। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজ এবং শুরুর দিকে শেফিল্ড শিল্ডের ম্যাচ খেলতে পারেননি। ভারত সিরিজেও ফের চোট অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল গ্রিনের পথে। নিশ্চিতভাবে সিরিজ শুরুর আগে যা অস্ট্রেলিয়া শিবিরের জন্য ধাক্কা, সুবিধা টিম ইন্ডিয়ার।

এদিকে, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাকে ঘিরে পারদ চড়ছে। প্রবাসী ভারতীয়দের পাশাপাশি অজি সমর্থকরাও মুখিয়ে দুই কিংবদন্তিকে শেষবারের মতো ঘরের মাঠে স্বাগত জানাতে। এর মধ্যে ভারতের অন্যতম 'কাঁটা' ট্রাভিস হেড 'রোকো' জুটিকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে হেড বলেছেন, 'ভারতীয় ক্রিকেটে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার অবদান অনস্বীকার্য। অত্যন্ত দক্ষ প্লেয়ার। সাদা বলের ফর্ম্যাটে সেরা দুই তারকা। বিরাট সম্ভবত সেরা। রোহিত খুব পিছিয়ে থাকবে না।'

## পরিবর্ত লাবুশেন

হেডের বিশ্বাস, সংশয় কাটিয়ে ২০২৭ বিশ্বকাপে দেখা যাবে দুই তারকাকেই। বিস্ফোরক অজি ব্যাটারের মতে, ওপেন করতে নেমে রোহিত যেভাবে খেলা নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনি তাঁর ভক্ত। দুজনেই কেরিয়ারের শেষলগ্নে। একদিন থামতে হবে। তবে বিদায়ের মঞ্চ ২০২৭ সালের আগে নয়। দুইজনেই মরিয়া বিশ্বকাপ খেলতে। আর সেটা যদি হয়, ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য এর চেয়ে ভালো কিছু হতে পারে না।

# সমর্থকদের সঙ্গে আলোচনা বাগান কর্তাদের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ অক্টোবর :** বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত আইএফএ শিল্ড ফাইনালে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের টিকিট বিক্রির হার একেবারেই আশানুরূপ ছিল না। শুক্রবার কিছুটা হলেও তা বেড়েছে।

এদিনই শুরু হয়েছে অফলাইন টিকিট বিক্রি। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের ক্লাব তাঁবু থেকে টিকিট সংগ্রহের লাইনেও ভিড় চোখে পড়ল। যদিও চেনা উত্তেজনার ছবিটা উধাও। টিকিটের হাহাকার নেই বললেই চলে। দুটি বাদে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের কোনও ব্লকের টিকিটই এদিন রাত পর্যন্ত পুরোপুরি শেষ হয়নি। সমর্থকদের কথা ভেবে শনিবারও অনলাইন, অফলাইন উভয় মাধ্যমেই টিকিট বণ্টন চলবে।

## শেষ দিনে বাড়ল টিকিট বিক্রি

এদিকে, শুক্রবার সন্ধ্যায় মোহনবাগানের বিক্ষুব্ধ সমর্থক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন ক্লাব সচিব সৃঞ্জয় বসু ও সভাপতি দেবাশিস দত্ত। বৈঠক শেষে বাগান সভাপতি বলেছেন, 'সমর্থকরা শনিবার আইএফএ শিল্ড ফাইনালে দলের পাশে থাকবে বলে জানিয়েছে। আমরা ওদের দাবিগুলো নিয়ে পরবর্তী সময়ে আলোচনা করব।'

# হোম অ্যাডভান্টেজ না পেয়ে ফুঁসছে বাংলা

**উত্তরাখণ্ড-২১৩ ও ১৬৫/২**
**বাংলা-৩২৩**
**(তৃতীয় দিনের শেষে)**

**অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ১৭ অক্টোবর :** ক্রিকেটের নন্দনকাননে তখন সন্ধ্যা নেমেছে। ঘড়ির কাঁটায় প্রায় সাড়ে পাঁচটা। এমন সময় বাংলার সাজঘর থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিলেন বাংলার সহকারী কোচ অরূপ ভট্টাচার্য। নয়া সহ সভাপতি নীতীশরঞ্জন দত্ত তখন সবে ঢুকছেন সিএবি-তে। তাঁকে দেখেই এগিয়ে গেলেন বাংলার সহকারী কোচ। পিচ নিয়ে ফেটে পড়লেন ক্ষোভে। অভিযোগ করলেন, ঘরের মাঠে হোম অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছে না বাংলা।

বাংলার সহকারী কোচের আগ্রাসন ছিল চমকে দেওয়ার মতোই। মহম্মদ সামি, আকাশ দীপদের মতো টিম ইন্ডিয়ার জোরে বোলাররা উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে খেলছেন ইডেন গার্ডেন্সে। অথচ, তাঁদের ডেলিভারি ভালো করে উইকেটকিপারের কাছে পৌঁছাচ্ছে না। বল নীচু হচ্ছে। পিচ থেকে ধুলো উড়ছে। সঙ্গে গতি মন্থরতায় ভুগছে ইডেনের বাইশ গজ। উত্তরাখণ্ডের ব্যাটাররা সামি-আকাশদের সামনে পা বাড়িয়ে খেলছেন অনায়াসে। চার পেসারে প্রথম একাদশ গড়ার পর এমন পিচ কেউই চাইবে না। টিম বাংলাও তার ব্যতিক্রম নয়। ফলে বাংলা বনাম উত্তরাখণ্ড রনজি ট্রফির ম্যাচের শুরু থেকেই চলতে থাকা পিচ বিতর্কে আজ লাভা উদ্গিরণ শুরু হয়ে গিয়েছে। সিএবি-র শীর্ষ কর্তাদের কাছে পিচ নিয়ে জবাবদিহির মুখে পড়েছেন কিউরেটার সুজন মুখোপাধ্যায়ও। রাতের দিকে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে সুজন বলেছেন, 'বোলারদেরও সফল হওয়ার জন্য বলটা জায়গায় রাখতে হবে। সেটা সঠিকভাবে করেছে কি বাংলার বোলাররা?'

## ড্রয়ের পথে ম্যাচ

সোজাকথায়, উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে বাংলার চলতি ম্যাচ তৃতীয় দিনের শেষে নিষ্প্রাণ ড্রয়ের পথে। শনিবার বড় অঘটন না হলে এই ম্যাচ থেকে তিন পয়েন্টের বেশি পাওয়া প্রায় অসম্ভব বাংলার। গতকালের ২৭৪/৬ থেকে শুরু করে আজ ৩২৩ রানে শেষ হয় বাংলার ইনিংস। ১১০ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে তিন নম্বর দিনের শেষে উত্তরাখণ্ডের সংগ্রহ ১৬৫/২। আপাতত ৫৫ রানে পিছিয়ে বাংলা। আগামীকাল খেলার শেষ দিনের প্রথম সেশনে বোলাররা অবিশ্বাস্য কিছু করে দেখাতে না পারলে সরাসরি জয় ও ছয় পয়েন্টের কোনও সম্ভাবনাই নেই। রাতের দিকে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলেছেন, 'পিচ নিয়ে মন্তব্য করব না। সবাই দেখেছে কেমন খেলা হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি কাল সকালের সেশনে ভালো বোলিং করতে পারলে এখনও জেতা সম্ভব।'

*ড্রেসিংরুমের বারান্দায় হনুমানকে কলা খাওয়াচ্ছেন লক্ষ্মীরতন। - ডি মণ্ডল*

*উইকেট আসছে না। হতাশ আকাশ দীপ। ছবি : ডি মণ্ডল*

কোচ লক্ষ্মীরতন যতই পজিটিভ হওয়ার কথা ভাবুন না কেন, টিম বাংলাকে নিয়ে নয়া মরশুমের প্রথম ম্যাচে একেবারেই আশাবাদী হওয়া যাচ্ছে না। তৃতীয় দিনের প্রথম ডেলিভারিতে বোল্ড হয়ে শতরান হাতছাড়া করেন সুমন্ত গুপ্ত (৮২)। আকাশ (১৯), সামিরা (১০) মন্থর, নিষ্প্রাণ পিচে ব্যাট হাতে দলকে ভরসা দিতে পারেননি। জবাবে ১১০ রানে পিছিয়ে ব্যাট করতে নামার পর শুরুতেই আকাশ ধাক্কা দিয়েছিলেন উত্তরাখণ্ডকে। দিনের বাকি সময়টা প্রশান্ত চোপড়া, কুণাল চান্ডেলাদের এগিয়ে চলার ও ঘরের মাঠে বাংলা দলের প্রাপ্য সুবিধা না পাওয়ার হতাশার ছবি। হতশ্রী বোলিংয়ের দিনে বোলিং কোচ শিবশংকর পালের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। যদিও ম্যাকো পিচ বিতর্কে ঢুকতে চাননি। করেননি কোনও মন্তব্যও। যদিও মরশুমের প্রথম ম্যাচেই সামিদের এমন ব্যর্থতার দায় এড়াতে পারেন না কেউই।

## আগরকারকে ফের তোপ সামির
# 'উনে যো বোলনা হ্যায়, বোলনে দো'

**অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ১৭ অক্টোবর :** শরীরী ভাষায় হতাশা। মুখচোখে একরাশ বিরক্তি।

উত্তরাখণ্ড বনাম বাংলার চলতি রনজি ট্রফির ম্যাচের তৃতীয় দিনের শেষে ইডেন গার্ডেন্স থেকে যখন বেরিয়ে যাচ্ছিলেন মহম্মদ সামি, দেখে মনে হচ্ছিল মনের ভিতরটা যন্ত্রণায় ফেটে যাচ্ছে।

যার মূলে নিজের বোলিং তো রয়েইছে। সঙ্গে রয়েছে অজিত আগরকারদের জবাব দিতে না পারার জ্বালাও। দুইদিন আগেই সামি জানিয়েছিলেন, দল নির্বাচনের সময় জাতীয় নির্বাচকরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। নির্বাচক প্রধান আগরকারদের বিঁধেছিলেন। আজ দিল্লিতে সর্বভারতীয় এক চ্যানেলের অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে আগরকার পালটা দিয়ে বলেছেন, 'সামি ফিট থাকলে জাতীয় দলে থাকতেন। রনজি খেলতে হত না।' বাংলা বনাম উত্তরাখণ্ড ম্যাচের তৃতীয় দিনের শেষে ১৫ ওভার বোলিংয়ের ক্লান্তি নিয়ে ইডেন ছাড়ার সময় আগরকারের জন্য ফের তোপ দাগলেন সামি। উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলে দিলেন, 'উনকো যো বোলনা হ্যায়, বোলনে দো।' মানেটা স্পষ্ট, তাঁর কিছুই প্রমাণ করার নেই। যদিও জাতীয় নির্বাচকদের ভাবনা ভিন্ন খাতে বইছে। সঙ্গে জাতীয় নির্বাচক প্রধানের সঙ্গে সামির দূরত্ব যে ক্রমশই বাড়ছে, তা-ও আজ প্রমাণ হয়ে গিয়েছে।

রাজধানীর অনুষ্ঠানে আগরকার শুধু সামিকে নিয়ে নয়, রবিবার টিম ইন্ডিয়ার জার্সি গায়ে মাঠে নামতে চলা রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের নিয়েও মুখ খুলেছেন আজ। রোকো জুটির আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ভবিষ্যত নিয়ে ধোঁয়াশা বাড়িয়ে আগরকার বলেছেন, 'দুজনই দুর্দান্ত ক্রিকেটার। অস্ট্রেলিয়ায় রয়েছে ওরা। বারবার ওদের পরীক্ষায় ফেলে দেওয়া ঠিক নয়। দুই বছর পর পরিস্থিতি কেমন থাকবে, এখনই বলা কঠিন। ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপে ওদের জায়গা পাকা, এখনই বলার সময় আসেনি।'

> সামি ফিট থাকলে জাতীয় দলে থাকতেন। রনজি খেলতে হত না।
>
> **অজিত আগরকার**

KHOSLA ELECTRONICS
48 HRS. DHANTERAS DHAMAKA
Win GOLD & SILVER
ধনতেরাসের বিশেষ অফার
ডিসকাউন্ট UPTO 80%
ক্যাশব্যাক UPTO ₹45,000
এক্সচেঞ্জ UPTO ₹40,000
ফ্রি ডেলিভারি
STORES OPEN TILL MID NIGHT
শুধুমাত্র খোসলা ইলেকট্রনিক্স-এ
4 EMI OFF
@0 PAYMENT
@0% INTEREST
₹888 EMI STARTS
PLAY & GET SURE SHOT GIFT
INTERNATIONAL TRIP
NATIONAL TRIP
LED TV
REFRIGERATOR
MICROWAVE
B T SPEAKER
INDUCTION
MIXI
VIP or SAFARI TROLLEY BAG
CEILING FAN
CHOPPER
DRY IRON
UMBRELLA
Scan and Get Your Diwali Gift From Home UPTO ₹5,000
ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED
HDFC
AXIS BANK
SBI
HSBC
citibank
ICICI Bank
kotak
Bank of Baroda
Easy Finance by
HDB FINANCIAL SERVICES
kotak
iPhone
iPhone 17 (256GB)
EMI ₹3,454
CASHBACK ₹10,362
SAMSUNG
A36 (8/128GB)
EMI ₹1,580
CASHBACK ₹4,740
vivo
V60 E (8/256GB)
EMI ₹1,777
CASHBACK ₹5,331
1st TIME on MOBILES
3 EMI OFF
as Cash Back
oppo
Reno 14 (8/256GB)
EMI ₹2,111
CASHBACK ₹6,333
mi
Redmi 15 (8/128GB)
EMI ₹1,333
CASHBACK ₹1,000
motorola
Edge 60 Fusion (8/256GB)
EMI ₹2,099
CASHBACK ₹2,000
ASUS
i3 13th Gen, 8GB RAM, 512GB SSD, Win 11 + MSO 24
EMI ₹2,825
hp
i5 13th Gen, 16GB RAM, 4GB 3050A Graphics 512GB SSD, Win 11 + MSO 24
EMI ₹5,458
DELL Technologies
Core 3, 16GB RAM, 512GB SSD, Win 11 + MSO 24
EMI ₹3,241
3 YEARS WARRANTY
GST + KHOSLA DISCOUNT PRICE DROP
Crystal UHD
32" LED Starting price ₹8,990*
43" SMART LED ₹20,050 NEW PRICE ₹16,490
55" 4K QLED Google TV ₹38,990 NEW PRICE ₹35,990
65" 4K QLED Google TV ₹57,990 NEW PRICE ₹52,990
75" 4K LED ₹96,561 NEW PRICE ₹79,990
85" 4K LED ₹2,82,907 NEW PRICE ₹2,24,990
100" 4K LED ₹5,50,000 NEW PRICE ₹4,49,990
GST + KHOSLA DISCOUNT PRICE DROP
5 YEARS COMPREHENSIVE WARRANTY *
COPPER INVERTER AC
1.5 Ton 3* Inv ₹32,670 NEW PRICE ₹27,490
1.5 Ton 5* Inv ₹38,325 NEW PRICE ₹32,490
2 Ton 3* Inv ₹42,625 NEW PRICE ₹36,490
FREE STANDARD INSTALLATION + BRACKET worth ₹2,500*
REFRIGERATOR
UPTO 40% DISCOUNT
600 Ltr. SBS EMI ₹2,525
325 Ltr. BMR EMI ₹1,994
240 Ltr. DD EMI ₹1,833
180 Ltr. SD EMI ₹1,208
WASHING MACHINE
UPTO 50% DISCOUNT
8 Kg. Front Load EMI ₹2,416
7 Kg. Top Load EMI ₹1,146
7.5 Kg. Semi Auto EMI ₹791
MICROWAVE OVEN
UPTO 35% DISCOUNT
20 Ltr. Starting price ₹5,490
25 Ltr. Starting price ₹6,990
CHIMNEY with COOKTOP
UPTO 57% DISCOUNT
1350 Suc Auto Clean
60 cm Chimney Motion Sensor
FREE 2BB Glass Cooktop worth ₹5,199
EMI ₹1,124
WATER PURIFIER
UPTO 57% DISCOUNT
RO + UV 2X
EMI ₹1,116
PAY FOR 1 GET 3
BUY 233 L FF REF
FREE 20 Ltr. MICROWAVE OVEN + 500W MIXI worth ₹13,498
UPTO 42% DISCOUNT
₹26,490 EMI ₹2,208
550W 3 JAR MIXI + INDUCTION COOKTOP + POP UP TOASTER
UPTO 61% DISCOUNT
₹4,590
BUY 7.5 KG. TOP LOAD WM
FREE 20 Ltr. MICROWAVE OVEN + IRON worth ₹9,794
UPTO 50% DISCOUNT
₹20,990* EMI ₹1,749
Tougher than the rest
IFB
INDIA'S FIRST SUPER WARRANTY
10 Year Spares Support
4 Year Machine Warranty*
10 Year Compressor Warranty
ONLY ON IFB REFRIGERATORS
FIXED EMI STARTING AT ₹1922*
CASHBACK UPTO ₹3000*
0* DOWN PAYMENT
9 MILLION Trusted by Over Happy Customers
080 695 45678 | 080 458 45678
Whatsapp 91 9231004321
www.ifbappliances.com
UP TO 15% INSTANT DISCOUNT*
SBI card
#Min. Trxn.: ₹20,000; Max. Discount: ₹7,500 per card; Also valid on EMI Trxns.; Validity: 10 Oct - 26 Oct 2025. T&C Apply.
CUSTOMER CARE NO. 95119 43020
enquiry@khoslaelectronics.com
87 SHOWROOMS
BUY 24X7 @ khoslaonline.com
*T & C Apply. Pictures are mere indicative. Finance at the sole discretion of the financer. Any Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. Offers are not applicable with Samsung & Sony products.
Scan To Locate Your Nearest Khosla Store
COOCHBEHAR Rail Gumti Ph : 9147417300
RAIGANJ Mohonbati Bazar Ph : 9147393600
ALIPURDUAR Shamuktala Road Ph : 9874287232
SILIGURI Sevoke Road, 2nd Miles Ph: 9874241685
BALURGHAT Hili More Ph: 98742 33392
MALDAH 15/1, Pranth Pally Ph : 98742 49132

# বিরাট-স্পর্শে চনমনে টিম ইন্ডিয়া

**পারথ, ১৭ অক্টোবর :** মাঝে একটা দিন।

রবিবার ওডিআই সিরিজের উদ্বোধনী ম্যাচ। আর পাঁচটা অস্ট্রেলিয়া-ভারত দ্বৈরথের মতো আগ্রহ প্রত্যাশিত। পারদ আরও চড়িয়েছে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার প্রত্যাবর্তন। রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে শেষবার খেলার আবেগও। দলগত সাফল্যের পাশে হাজারো, লাখো চোখ অপেক্ষায় ‘রোকো’ জুটি পারফরমেন্সের দিকে।

প্রস্তুতি, নেট সেশন ইঙ্গিত হলে ছন্দে থাকার বার্তা বিরাটের। বৃহস্পতিবার ঐচ্ছিক প্র্যাকটিস সেশন ছিল। আজ পুরোদস্তুর অনুশীলন। মধ্যমণি সেই কোহলি। গা ঘামানো থেকে শুরু। অপটাস স্টেডিয়ামের অনুশীলনে যতক্ষণ ছিলেন, ততক্ষণ প্রাণশক্তির চেনা বিরাটকে পাওয়া গেল। দেখে বোঝার উপায় নেই, সাত মাস পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরছেন। বিরাট স্পর্শে অজি সফরে প্রথম পুরোদস্তুর প্রস্তুতিতে চনমনে বাকি দলও।

প্র্যাকটিস দেখতে মাঠে হাজির অত্যুৎসাহী কিছু সমর্থক যার স্বাদ চেটেপুটে নিলেন। শুরুতে ফিল্ডিং প্র্যাকটিস। নির্দিষ্ট লক্ষ্যে বল মারা। লক্ষ্যভেদ করলেই সতীর্থদের সঙ্গে একেবারে সেলিব্রেশন মোডে বিরাট। বল ধরা এবং নিমেষে বল রিলিজে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, ছত্রিশেও বিশ্বের অন্যতম ফিট ক্রিকেটার।

ফিল্ডিং ড্রিলের মাঝে অধিনায়ক শুভমান গিলের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথাও বললেন। এরপর যশস্বী জয়সওয়াল, অক্ষর প্যাটেলদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা। ব্যাটিং অনুশীলনে আজ বেশি খেললেন স্পিনারদের। নেটে শুভমান। সব মিলিয়ে মিনিট পঁয়তাল্লিশের সেশন রবিবাসরীয় ম্যাচের জন্য শান দিয়ে নিয়ে মাঠ ছাড়েন বিরাট।

নজর কাড়লেন ‘রোগাপাতলা’ রোহিতও! গত কয়েক মাসে বাড়তি মেদ ঝরিয়েছেন। ফিটনেস নিয়ে সমালোচকদের মুখ বন্ধ করতে পরিশ্রম করেছেন ‘বন্ধু’ তথা ভারতীয় দলের প্রাক্তন সহকারী কোচ অভিষেক নায়ারের তত্ত্বাবধানে। শুধু দশ কেজির মতো ওজন কমাননি, জোর দিয়েছেন ফিটনেসে। ফিল্ডিং প্র্যাকটিসে রোহিতের ছটফটানিতে তারই প্রতিফলন। গতি বেড়েছে দৌড়ে।

পারথের মাঠে একসঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলনে ট্রাভিস হেড (বাঁয়ে) ও অক্ষর প্যাটেল। শুক্রবার।

## পিচ-ফ্যাক্টরকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না অক্ষর

গতকাল মূলত পেস এবং শর্টপিচ ডেলিভারি সামলেছিলেন। ম্যাচ পরিস্থিতির মতো করে শ্রেয়স আইয়ার এবং বিরাট ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যাটিং করলেন এক নেটে। পাশে

এদিকে, প্র্যাকটিসের পর মাঠের ধারে ট্রাভিস হেডের সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন অক্ষর। আত্মবিশ্বাসী গলায় যেখানে বলেছেন, ‘২০১৫ সালের পর এখানে অনেক কিছুই বদলেছে। অতীতে অস্ট্রেলিয়া পা রাখলেন পিচ, কন্ডিশন, বাউন্স নিয়ে প্রচুর কথাবার্তা হত। কিন্তু এখন সেই অনুভূতি নেই। আলাদা কিছু মনে হয় না। এখন আমাদের ভাবনাজুড়ে মূলত থাকে নিজেদের টিম কম্বিনেশন, স্ট্র্যাটেজি। পিচ, বাউন্স নিয়ে এখন সেভাবে কথা হয় না।’

প্রথমবার অধিনায়ক হিসেবে অস্ট্রেলিয়া সফর। অক্ষরের বিশ্বাস, রোহিত, বিরাটের উপস্থিতিতে শুভমান গিলকে সাহায্য করবে। বলেছেন, ‘রোহিতভাই, বিরাটভাই রয়েছে। গিলের জন্য যা অ্যাডভান্টেজ। দুই প্রাক্তন অধিনায়কের থেকে প্রয়োজনীয় ইনপুট পাবে। অধিনায়ক শুভমানকে আরও পরিণত করবে। ইতিমধ্যেই অধিনায়ক হিসেবে ছাপ রেখেছে। সবচেয়ে ভালো দিক হল, কখনও চাপে পড়ে না। আর রোহিতভাই, বিরাটভাই বিশ্বসেরা প্লেয়ার। ওরা জানে, কোন পরিস্থিতি কীভাবে সামলাতে হয়। মাঝে দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে থাকলেও ওরা দুজনেই পুরোদস্তুর প্রস্তুত, এই নিয়ে কোনও সংশয় নেই।’

প্রথম একাদশে অক্ষরের থাকা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন কিন্তু থাকছে। অজি পিচে বাড়তি স্পিনারের পথে ভারত না হাঁটলে, অগ্রাধিকার পাবে রবীন্দ্র জাদেজা। যদিও স্পিন-অলরাউন্ডার অক্ষর এসব নিয়ে ভাবছেন না। জানিয়ে দিলেন, বছর তিনেক পর (২০২২ টি২০ বিশ্বকাপ) অস্ট্রেলিয়ায় খেলার জন্য মুখিয়ে আছেন। প্রস্তুত যে কোনও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে।

## এশিয়ান কাপে ভারতের মেয়েরা

**কলকাতা, ১৭ অক্টোবর :** ২১ বছর পর অনূর্ধ্ব-১৭ এএফসি এশিয়ান কাপের মূলপর্বে খেলার ছাড়পত্র পেল ভারতের মহিলা দল। শুক্রবার বাছাই পর্বের ম্যাচে তারা ২-১ গোলে হারিয়েছে উজবেকিস্তানকে। ভারতের থান্ডামণি বাস্কে ও অনুষ্কা কুমারী গোল করেন। উজবেকিস্তানের গোলটি সাকজোদা আলিখোনোভার। এই বছর ভারতের সবকয়টি বয়সভিত্তিক মহিলা দল ও সিনিয়ার দল এশিয়ান কাপের মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

ওডিআই সিরিজে গ্রিনহীন অজিরা
– খবর চোদ্দোর পাতায়

## বিক্রয়

আমি শ্রীমান হাঁসদা, পিতা-মৃত রাম হাঁসদা, সাং-ভালুকাডাঙা, পোঃ লক্ষ্মীপুর, থানা-গাজোল, জেলা-মালদা দুর্গাপুর মৌজায় ১১৭ শতক জমি বিক্রয় করিব। যদি কেউ জমিটি কিনতে চান তাহলে ৯০৮৩৭৮১৯৯২ এই নম্বরে যোগাযোগ করিবেন। জমির বিবরণ নিম্নে বর্ণিত করা হইল। জমির বিবরণঃ- ব্লক-গাজোল, মৌজা-দুর্গাপুর, জে.এল. ৭৭, এল.আর.খতিয়ান নং-৪০ (চল্লিশ)। এল.আর. প্লট নং-৯৩,১০০,১০১, ১০৩ পরিমাণ-৪১ শতক, ২৯ শতক, ৩৪ শতক, ১৩ শতক, মোট পরিমাণ-১১৭ শতক। (C/118693)

প্রথম ডিভিশন ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়ে বালুরঘাট ফুটবল অ্যাকাডেমি।

## সেরা বালুরঘাট অ্যাকাডেমি

**বালুরঘাট, ১৭ অক্টোবর :** জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে চ্যাম্পিয়ন হল বালুরঘাট ফুটবল অ্যাকাডেমি। শুক্রবার চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডের শেষ ম্যাচে বালুরঘাট ফুটবল অ্যাকাডেমি ৫-১ গোলে শিরোহি ফুটবল ক্লাবকে হারিয়েছে। ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের মাঠে ম্যাচের সেরা অজয় ওরাওঁ হ্যাটট্রিক সহ ৪ গোল করেন। বালুরঘাটের অন্য গোলটি ঋক ঘোষের। শিরোহির গোলস্কোরার কিশান মল্লিক। *ছবি : পঙ্কজ মহন্ত*

## অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেট শুরু আজ

**রায়গঞ্জ, ১৭ অক্টোবর :** জেলা ক্রীড়া সংস্থার ৮ দলীয় অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেট শনিবার শুরু হবে। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী ম্যাচে খেলবে কালিয়াগঞ্জ ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ও অভিযান ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। পরে নামবে ইসলামপুর ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ও বিবেকানন্দ ক্রিকেট অ্যাকাডেমি।

## ফাইনালে পুলিশ

**দিনহাটা, ১৭ অক্টোবর :** এমএলএ কাপ ফুটবলে ফাইনালে উঠল ক্যালকাটা পুলিশ অ্যাথলেটিক ক্লাব। শুক্রবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা ৩-০ গোলে যুব সংঘ বিএনআর-কে হারিয়েছে। সংহতি মাঠে গোল করেন আশিস বংশী, সুরজিৎ শীল ও ম্যাচের সেরা আসিফ আলি।

### স্মরণে

আমাদের পরম প্রিয় **প্রণয়কুমার দাশ**-এর দ্বিতীয় প্রয়াণ বার্ষিকীতে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। -**ভাগ্যহীনা স্ত্রী দীপালি দাশ এবং পরিবারবর্গ।**